বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা

বিষয়: বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন (পুস্তিকা) ওয়েবসাইটে আপলোড।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন (পুস্তিকা) ২০২০-২০২১ প্রস্তুতপূর্বক উহার কপি এসাথে সংযুক্ত করা হলো। বার্ষিক প্রতিবেদন (পুস্তিকা) আগামী ১৪ অক্টোবর ২০২১ (দুপুরের মধ্যে) তারিখের মধ্যে এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে বিনা ব্যর্থতায় আপলোড করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

০২। **বিষয়টি অতীব জরুরি।**

সংযুক্তি: বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২০-২০২১) পিডিএফ কপি

১৪.১০.২০২১

মোহাঃ রুহুল আমিন
উপসচিব
সমন্বয় ও সংসদ
ফোন: ৯৫১৫৬০৭
e-mail:motjsos2010@gmail.com

সিস্টেম এনালিস্ট
আইসিটি সেল
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

ইউ ও নোট নম্বর: ২৪.০০.০০০০.১০৯.১৬.০০২.২০২১. ২৪৬

তারিখ: ২৯ আশ্বিন ১৪২৮ / ১৪ অক্টোবর ২০২১

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১) সচিবের একান্ত সচিব (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২) উপসচিব (প্রশাসন/পাট/বস্ত্র-৩), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৩) সিনিয়র সহকারী সচিব, পরিকল্পনা-১, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৪) সিস্টেম এনালিস্ট, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৫) জনসংযোগ কর্মকর্তা, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৬) সহকারী সচিব (বেওবি), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৭) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৮) অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২০২১

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল
১৫ অক্টোবর, ২০২১

প্রকাশনা ও স্বত্ব:
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

উপদেষ্টা:
জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

সার্বিক নির্দেশনায়:
জনাব মো. আবদুল মান্নান
সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পরিষদ:

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	কমিটিতে পদবি
০১)	জনাব এস.এম.সেলিম রেজা অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)	আহবায়ক
০২)	জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন উপসচিব (প্রশাসন)	সদস্য
০৩)	জনাব মোহাম্মদ বদরুল হক উপসচিব (পাট)	সদস্য
০৪)	জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন উপসচিব, বস্ত্র-৩ অধিশাখা	সদস্য
০৫)	জনাব মোঃ শফিউর রহমান সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিকল্পনা-১)	সদস্য
০৬)	জনাব এ.টি.এম আলিমুজ্জমান সিস্টেম এনালিস্ট (আইটি সিল)	সদস্য
০৭)	জনাব সৈকত চন্দ্র হালদার জনসংযোগ কর্মকর্তা	সদস্য
০৮)	জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন সহকারী সচিব, বেওবি শাখা	সদস্য
০৯)	জনাব মোহাঃ রুহুল আমিন উপসচিব (সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা)	সদস্য সচিব

সহযোগিতায়:

১. জনাব মোঃ আবদুর রহিম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সমন্বয় ও সংসদ), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
২. জনাব লিটন মিয়া, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (সওস), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৩. জনাব মো: ইকবাল হোসেন, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (সওস), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা:

মুদ্রণে:

"এ যাবৎ বাংলার সোনালী আঁশ পাটের প্রতি ক্ষমাহীন অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়েছে। বৈষ্যম্যমূলক বিনিয়োগ হার এবং পরগাছা ফড়িয়া-ব্যাপারীরা পাটচাষীদের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত করেছে। পাটের মান, উৎপাদনের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। পাটব্যবস্থা জাতীয়করণ, পাটের গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ এবং পাট উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করা হলে জাতীয় অর্থনীতিতে পাট সম্পদ সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারে।"

– জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

" দেশীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও কৃষ্টির সাথে মানানসই বাংলাদেশের গর্ব সোনালি আঁশ বা পাটের বহুবিধ পণ্য বাজারে বিদ্যমান যা গুনে ও মানে বিশ্বমানের। ফলে এই পাট শিল্প বিকাশের স্বার্থে যথাসম্ভব দেশীয় সংস্কৃতি ধারণ করে এরুপ পরিবেশ বান্ধব পাটজাত সামগ্রী ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। "

— মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বাণী

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য একটি বার্ষিক প্রতিবেদন (পুস্তিকা) প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। বস্ত্র ও পাটখাত বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত। বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অন্যতম প্রধান উপাদান বস্ত্র ও পাট। বিশ্বখ্যাত মসলিন ও উন্নতমানের পাট উৎপাদন করে আমরা ইতিমধ্যে খ্যাতি অর্জন করেছি। উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি ও মানবসম্পদ উন্নয়নসহ সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাটখাত উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

বস্ত্রখাতে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নতুন নতুন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট এবং টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউ স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। পোষক কর্তৃপক্ষের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বস্ত্র অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে One Stop Service চালু করা হয়েছে। বস্ত্রখাতে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি, ভোক্তার চাহিদানুযায়ী মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। বিটিএমসি'র আওতাধীন বন্ধ বস্ত্রকলসমূহ পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) এর আওতায় পুনরায় চালুর কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। তাঁত শিল্পের উন্নয়ন ও তাঁতীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য ঋণ বিতরণ কার্যক্রম চলমান রাখা হয়েছে। তাঁতজাত পণ্যের নতুন নতুন ডিজাইন উদ্ভাবনের জন্য ফ্যাশন ডিজাইন ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হচ্ছে। রেশম গবেষণা কার্যক্রমসহ রেশমচাষীদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতার লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে রূপকল্প ২০৪১-কে সামনে রেখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় বস্ত্র ও পাটখাতকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে এবং নতুন নতুন উদ্ভাবনকে কাজে লাগিয়ে বিকশিত করার উদ্যোগ গ্রহন করে চলছে। দেশে বিনিয়োগের সুযোগ সম্প্রসারণ, দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং রপ্তানি বৃদ্ধিতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয় বাজারে পাটের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। জেডিপিসি'র উদ্যোক্তাগণ বর্তমানে ২৮২ ধরণের দৃষ্টিনন্দন বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন করছে এবং উৎপাদিত পণ্য শতাধিক দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি) এর বন্ধকৃত পাটকলসমূহ বেরসকারি ব্যবস্থাপনায় পুনরায় চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিশেষে আমি বার্ষিক প্রতিবেদন (পুস্তিকা) ২০২০-২০২১ প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বার্ষিক প্রতিবেদন এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

(গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, এমপি)

বাণী

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কার্যক্রম নিয়ে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের অর্থনীতি ও মানব সম্পদ উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়। দেশে বিনিয়োগের সুযোগ সম্প্রসারণ, পণ্যে বহুমুখীকরণের মাধ্যমে বাজার সম্প্রসারণ, দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং রপ্তানি বৃদ্ধিতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে রূপকল্প-২০৪১ কে সমানে রেখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় বস্ত্র ও পাটখাতকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে এবং নতুন নতুন উদ্ভাবনকে কাজে লাগিয়ে বিকশিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে চলছে।

'বাংলাদেশের ঐতিহাসিক মসলিনের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারে মসলিনের সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত গবেষণার মাধ্যমে মসলিনের সুতা, কাপড় ও প্রযুক্তি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। মসলিন কাপড়ের Geographical Indications (GI) পাওয়া গেছে এবং বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য জনপ্রশাসন পদক-২০২০ প্রদান করা হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জ জেলার তারাবোতে 'ঢাকাই মসলিন হাউস' স্থাপনের কার্যক্রম দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। যা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। বস্ত্রখাতে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে নতুন নতুন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট এবং টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউ স্থাপন করা হচ্ছে। বন্ধ বস্ত্রকলসমূহ পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) এর আওতায় পুনরায় চালুর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁত শিল্পের উন্নয়ন ও তাঁতীদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের মাধ্যমে ফ্যাশন ডিজাইন ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হচ্ছে। রেশম চাষের বিস্তার ঘটানো রেশম গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধি ও রেশমচাষীদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতার লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে।

পাটের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধি করে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পাট আইন, ২০১৭ এবং দি জুট (লাইসেন্সিং এ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ১৯৬৪-এর আওতায় পাট ও পাটপণ্য ব্যবসায়ের লক্ষ্যে লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে। পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয় বাজারে পাটের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনে সহায়তা করার জন্য জেডিপিসিকে আরো আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। জেডিপিসি'র উদ্যেক্তাগণ ২৮২ প্রকারের দৃষ্টিনন্দন বহুমুখী পাটপণ্য তৈরি করে প্রায় শতাধিক দেশে রপ্তানি করছেন। বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি) এর বন্ধকৃত পাটকলসমূহ বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পুনরায় চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাটের পরিবেশ বান্ধব ব্যবহার বহুমুখীকরণ ও উচ্চমূল্য সংযোজিত পাটপণ্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে পলিথিনের বিকল্প পাটের শপিং ব্যাগ, পাট পাতার কোমল পানীয়, নদী ভাঞ্জান রোধে পরিবেশ বান্ধব জুট জিও টেক্সটাইল উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে জোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২০-২০২১) প্রকাশের ক্ষেত্রে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং অধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মচারীগণ নিরলসভাবে পরিশ্রম করছেন। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আগামী দিনগুলোতো বার্ষিক প্রতিবেদন আরো ফলপ্রসূ হবে আমার বিশ্বাস। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি বস্ত্র ও পাটখাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং অংশীজন এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে বস্ত্র ও পাটখাত সম্পর্কে ভালভাবে জানতে পারবেন।

বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২০-২০২১) প্রকাশের সাথে জড়িত বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

(মো. আবদুল মান্নান)

সূচিপত্র

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
প্রচ্ছদ পাতা		i
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অফিসিয়াল লোগো		ii
উপদেষ্টা, নির্দেশক ও সম্পাদনা পরিষদ		iii
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর উক্তি		iv
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর উক্তি		v
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী এর বাণী		vi
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় এর বাণী		vii
সূচিপত্র		viii
১.	ভূমিকা	১
২.	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য	১
৩.	Allocation of Business অনুযায়ী বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব	১-২
৪.	কার্যাবলি	২
৫.	মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো	২
৬.	বস্ত্র ও পাট খাত সংশ্লিষ্ট ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যাবলি	৩
৭.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	৩
৮.	২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ	৩
৯.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	৪
১০.	উদ্ভাবনী কার্যক্রম	৪
১১.	মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবীক্ষণ	৪-৫
১২.	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ উদ্যোগ	৫
১৩.	উন্নয়ন কার্যক্রম	৬-৯
১৪.	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs)-সংক্রান্ত কার্যক্রম	৯-১১
১৫.	মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন	১১-১২
১৬.	একাদশ জাতীয় সংসদে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি	১৩
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়াধীন দপ্তর/সংস্থার তথ্যাবলি	
১৭.	বস্ত্র অধিদপ্তর	১৪-১৭
১৮.	পাট অধিদপ্তর	১৮-২৩
১৯.	বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি)	২৪-৩১
২০.	বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ করপোরেশন (বিটিএমসি)	৩২-৩৯
২১.	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	৪০-৪৩
২২.	বাংলাদেশ পাট করপোরেশন (বিজেসি)	৪৪-৪৫
২৩.	বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড	৪৬-৫০
২৪.	বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	৫১-৫৪
২৫.	জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)	৫৫-৬০
২৬.	আদমজী সন্স লিমিটেড	৬১-৬২
২৭.	লিকুইডেশন সেল	৬৩-৬৬

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা:

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধিতে বস্ত্র ও পাট খাতের সম্মিলিত অবদান সর্বাধিক। তাছাড়া, কৃষি খাতেও পাটের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ১৯৭৬ সালে পাট মন্ত্রণালয় এবং ১৯৭৭ সালে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে বস্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তিতে ১৯৮৪ সালে মন্ত্রণালয়সমূহ পুনর্গঠনকালে পৃথকভাবে বস্ত্র মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। ১৯৮৬ সাল হতে এ দুটি মন্ত্রণালয় স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় হিসেবে কাজ শুরু করে। পরে ২০০৪ সালের ৬ মে পাট মন্ত্রণালয় ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়কে একীভূত করে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হিসেবে সরকারি আদেশ জারি করা হয়। এরপর হতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় নতুনভাবে কার্যক্রম শুরু করে।

প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশের পাট ও বস্ত্র শিল্পের সুখ্যাতি বিশ্বব্যাপী। দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বস্ত্র ও পাট শিল্প সুদূর অতীত থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের রপ্তানি আয়ের ৮৪% এবং জিডিপি'র প্রায় ১২% অর্জিত হয় বস্ত্র ও পাটখাত থেকে। দারিদ্র বিমোচন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও এ দু'টি খাতের অবদান অনস্বীকার্য। এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ০৮টি দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থা রয়েছে। দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থাগুলো হচ্ছে:- (১) পাট অধিদপ্তর (২) বস্ত্র অধিদপ্তর (৩) বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (BJMC) (৪) বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশন (BTMC) (৫) বাংলাদেশ পাট করপোরেশন (BJC) (৬) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড (৭) বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড (BSDB) এবং (৮) বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট। এর বাইরে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (JDPC); লিকুইডেশন সেল; আদমজী সন্স লিমিটেড এর কার্যক্রমও এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আওতায় বর্তমানে বিজেএমসির ৩২টি পাটশিল্প প্রতিষ্ঠান এবং বিটিএমসির ২৫টি টেক্সটাইল মিল রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, এমপি এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন।

১.০১ **রূপকল্প** (Vision) **ও অভিলক্ষ্য** (Mission):

রূপকল্প (Vision) : প্রতিযোগিতামূলক ও শক্তিশালী বস্ত্র ও পাট খাত গড়ে তোলা।

অভিলক্ষ্য (Mission) : বস্ত্র ও পাটখাতের সম্ভাবনাকে পূর্ণ কাজে লাগিয়ে উৎপাদনশীলতা, কর্মসংস্থান ও রপ্তানি বৃদ্ধি।

১.০২ Allocation of Business অনুযায়ী বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত Allocation of Business among the different Ministries and Divisions (Schedule 1 of the Rules of Business-এপ্রিল ২০১৭ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুসারে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ও কার্যপরিধি নিম্নরূপ:

১. বস্ত্র ও পাটনীতি প্রণয়ন, প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন;
২. রাষ্ট্রায়ত্ত বস্ত্র ও পাটকল পরিচালনা এবং বিলুপ্ত বাংলাদেশ পাট কর্পোরেশন-এর সম্পত্তিসমূহের প্রশাসনিক কার্যাদি;
৩. পাট অধ্যাদেশ ও পাটশিল্প নীতি প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন;
৪. পাটের সুতা ও পাটজাত পণ্যসামগ্রী এবং সিনথেটিক, স্পেশালাইজড পাওয়ারলুম পণ্যসহ সুতা ও বস্ত্র শিল্পজাত পণ্যের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজারজাতকরণে সমন্বয়;
৫. বস্ত্র ও পাটপণ্য সামগ্রী রপ্তানি ও এর বাজার সম্প্রসারণ সম্পর্কিত বিষয়াদির সার্বিক সমন্বয়;
৬. বস্ত্রশিল্প ও পাটশিল্পে উৎপাদন ও রপ্তানি বিষয়ে পরিসংখ্যান সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও প্রকাশ;
৭. পাট ও বস্ত্রশিল্পে বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহিত করা এবং বস্ত্রকলসমূহে বিদেশীদের নিয়োগের সুপারিশ প্রদান;
৮. বস্ত্র ও পাট শিল্পে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও অন্যান্য দেশের সাথে কারিগরি সহায়তা ও সহযোগিতার বিষয়ে যোগাযোগ ও চুক্তি সম্পাদন;
৯. কাঁচাপাটসহ বস্ত্র ও পাটপণ্য উৎপাদনে মাননিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান ও প্রত্যয়ন;
১০. রাষ্ট্রায়ত্ত পাট ও বস্ত্র শিল্পের কাঁচামালের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ এবং এ বিষয়ে নির্দেশক নীতিমালা প্রণয়ন;
১১. বেসরকারি খাতে পাট ও বস্ত্রশিল্প সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ;
১২. বস্ত্রশিল্প ও এর কাঁচামালের উৎকর্ষ সাধনে গবেষণায় উৎসাহ প্রদান;
১৩. দেশের ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদামাফিক বহুমুখী পাটপণ্য উদ্ভাবন, বাণিজ্যিক উৎপাদন ও এর ব্যবহার বৃদ্ধি/বাজার সম্প্রসারণে গবেষণা;
১৪. রাষ্ট্রীয় খাতের বস্ত্র, পাট ও তাঁত শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা, আধুনিকীকরণ;

১৫. বস্ত্র ও পাট শিল্প সম্পর্কিত তদন্তের জন্য প্রয়োজনানুসারে কমিশন গঠন;
১৬. বস্ত্র ও পাট শিল্প এবং বস্ত্র ও পাটপণ্য সম্পর্কিত যেকোনো বিষয়;
১৭. বস্ত্র ও পাট খাতে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ ও মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান;
১৮. মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন/সংযুক্ত দপ্তর, অধিদপ্তর, কর্পোরেশন, বোর্ড এবং অন্যান্য সংস্থার আর্থিক বিষয়াদিসহ প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ;
১৯. বস্ত্র ও বস্ত্রজাত পণ্য এবং পাট ও পাটজাত পণ্যের বিষয়ে তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ;
২০. কাঁচাপাট এবং পাটজাত পণ্য পরিবহন/জাহাজযোগে পরিবহন চুক্তি সম্পাদন;
২১. রেশম শিল্প সংক্রান্ত বিষয়াদি;
২২. দেশের প্রাথমিক বস্ত্র ও পাটখাতের কারিগরি মূল্যায়নসহ যে কোন বিষয়ে কাজ করা;
২৩. মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও অন্যান্য দেশের সাথে সমঝোতা ও চুক্তি সম্পাদন;
২৪. পাট ব্যবসায়ী ও রপ্তানিকারক এবং পাটকল মালিকদের লাইসেন্স প্রদান করা। প্রয়োজন অনুযায়ী লাইসেন্সের কার্যকারিতা সাময়িকভাবে স্থগিত/বাতিল সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যক্রম;
২৫. মন্ত্রণালয়ের ওপর অর্পিত বিষয় সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন প্রণয়ন/প্রয়োগ;
২৬. মন্ত্রণালয়ের ওপর অর্পিত যে কোন বিষয়ে তদন্ত করা, পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
২৭. আদালত কর্তৃক গৃহীত ফিস ব্যতীত মন্ত্রণালয়ের ওপর অর্পিত যে কোন বিষয়ে ফি আরোপ/আদায়;
২৮. পাট, বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্প ও সহযোগী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান করা;
২৯. বস্ত্র ও পাট এবং এর উৎপাদিত পণ্যসামগ্রির অগ্র ও পশ্চাৎমুখী সংযোগকারী (backward and forward linkages) বিষয়াদি;
৩০. পাটখাতের কল্যাণ ও উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত International Jute Study Group (IJSG) এবং অন্যান্য সংস্থা/আন্তর্জাতিক সংস্থা সম্পর্কিত বিষয়াদি।

১.০৩ কার্যাবলি (Functions):

১. বস্ত্র ও পাটখাত সংক্রান্ত নীতি, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন;
২. রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বস্ত্র ও পাট শিল্প ব্যবস্থাপনা;
৩. বস্ত্র ও পাট পণ্যের স্থানীয় ও বৈদেশিক বাজারজাতকরণ সংশ্লিষ্ট সামগ্রিক সমন্বয়;
৪. বস্ত্র ও পাট শিল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে বেসরকারি খাতকে সহায়তা প্রদান;
৫. উন্নত ও মানসম্পন্ন বস্ত্র ও পাটপণ্যের উৎপাদন নিশ্চিত করার নিমিত্ত এ খাতের তত্ত্বাবধান, সনদ/লাইসেন্স প্রদান এবং বস্ত্র, তাঁত, রেশম ও পাট খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টি;
৬. অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদামাফিক বহুমুখী পাটপণ্য উদ্ভাবন, উৎপাদন ও উন্নয়নে যথাযথ কারিগরি ও বাজার গবেষণা;
৭. বস্ত্র ও পাট শিল্পে বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ ও বস্ত্রশিল্পে বিদেশীদের নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়াবলী;
৮. বস্ত্র ও পাটখাত নিয়ে গবেষণা।

১.০৪ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো:

(ক) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে নীতি নির্ধারণী ও প্রশাসনিক কার্যাবলী পরিচালিত হয়। রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬ অনুসারে সচিব মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান ও প্রধান হিসাব প্রধানকারী কর্মকর্তা (Principal Accounting Officer) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম ৫টি অনুবিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সরকারের অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সচিবকে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে সহায়তা করেন এবং অনুবিভাগসমূহের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের কাজের সমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা গতিশীলতা এবং সুষ্ঠু সমন্বয়ের লক্ষ্যে বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত অনুবিভাগ ও অধিশাখাসমূহ পুর্নবিন্যাস করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব/কর্মবন্টন এবং তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষের নাম, পদবী ও ঠিকানা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট www.motj.gov.bd-এ প্রদান করা হয়েছে।

১.০৫ জনবলের বিবরণ:

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ১৪২ জনবল বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো রয়েছে। সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ে ০৫টি অনুবিভাগ, ০৮টি অধিশাখা ও ১৮টি শাখা রয়েছে। মোট জনবলের মধ্যে সচিব পদে ১ জনসহ পূর্বতন প্রথম শ্রেণির পদে ৪০ জন, ২য় শ্রেণির পদে ২৯ জন, ৩য় শ্রেণির পদে ১৫ জন এবং ৪র্থ শ্রেণির পদে ২৪ জন। অর্থাৎ এ মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন পদে মোট ১০৯ জন বিভিন্ন পদে কর্মরত রয়েছেন। উল্লেখ্য, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির পাঁচ ক্যাটাগরির ১৯টি শূন্য পদের বিপরীতে গত ২১/০১/২০২১খ্রি. তারিখে ২৪.০০.০০০০.১১১.১৮.২১৩.১৯-৪৯ নম্বর স্মারকমূলে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট এবং দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন ও ডেইলি সান পত্রিকায় ২৫ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে প্রকাশ করা হয়। ইতোমধ্যে ৪র্থ শ্রেণির অফিস সহায়ক-এর ০৮টি শূন্য পদে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে এবং শীঘ্রই ৩য় শ্রেণির ১১টি শূন্য পদের বিপরীতে লিখিত, ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষার গ্রহণের নিমিত্ত শূন্য পদসমূহ পূরণ করা হবে। পরবর্তীতে অন্যান্য শূন্য পদগুলি পর্যায়ক্রমে পূরণ করা হবে।

২.০ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যাবলি:

(ক) মানব সম্পদ উন্নয়ন:

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠনিক দক্ষতা, জ্ঞান ও সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ/কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১-৯ গ্রেডের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১০-১৬ গ্রেড এবং ১৭-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের দক্ষ কর্মচারী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে যুগোপযোগী বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অধিকন্তু দেশে-বিদেশে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রোগ্রামেও কর্মকর্তা/কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করে থাকেন।

(খ) পেনশন ও গ্র্যাচুইটি:

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অবসরভোগী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পেনশন ও গ্র্যাচুইটি প্রদান করা হয়ে থাকে। অবসরভোগী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেনশনের কাজকে আরও সহজ ও দ্রুত করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব পর্যায়ের ০১ (এক) জনকে কল্যাণ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

২.০১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি:

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের নিমিত্ত এপিএ এবং বাজেট সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে গত ১৮.০৯.২০২০ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর সম্পাদিত হয়। চুক্তির ০৫টি কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ৩৮টি কার্যক্রম এবং ০৩টি আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ১৯টি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সাথে ২২.০৭.২০২০ তারিখ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এপিএ-তে এ মন্ত্রণালয় ৯ম স্থান অর্জন করায় গত ১৮.০৯.২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জনাব মো. আবদুল মান্নান, সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় পুরস্কার গ্রহণ করেন।

২.০২ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট:

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের রাজস্ব প্রাপ্তি (আয়) ও পরিচালন এবং উন্নয়ন বাজেটের বিবরণ নিম্নরূপ:

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

দপ্তর/সংস্থার নাম	২০২০-২০২১ অর্থবছরের রাজস্ব প্রাপ্তি	২০২০-২০২১ অর্থবছরের পরিচালন বাজেট	২০২০-২০২১ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেট
সচিবালয়	৫৬,৭৪	৩২,৩৬,০০	১,০০
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অননুমোদিত প্রকল্পের জন্য সংরক্ষিত	০০	০০	২৪,০০,০০
বস্ত্র অধিদপ্তর	৭,০৩,০০	৮০,০০,০০	২৮৮,২৮,০০
পাট অধিদপ্তর	১৬,০৮,০০	২৪,০৭,০০	৪০,০০,০০
বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন	০০	০০	৫১,১৬,০০
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	২৯,৭৭	৩৩,০০,০০	৮৫,৭২,০০
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড	৯৭,১৮	৩০,৫০,০০	১০,১৫,০০
বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	৮,৩১	৬,৫৬,০০	৯,০০,০০
মোট=	**২৪,৭৩,০০**	**২০৬,৪৯,০০**	**৫০৮,৩২,০০**

২.০৩ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন:

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক এ মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্মসচিবকে ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ছকে এবং মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটির সুপারিশক্রমে এ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করা হয়। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয় ও সকল দপ্তর/সংস্থায় নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয় এবং কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নৈতিকতা কমিটির সভা ত্রৈমাসিকভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে ৪টি সভার আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত অংশীজনদের মতামতকে প্রাধান্য দেয়া হয়। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাগণের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার সকল কর্মকর্তাকে ইন্টারনেট ব্যবহারের আওতায় আনা হয়েছে এবং স্ব-স্ব ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। নাগরিক সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে সিটিজেন চার্টার হালনাগাদ করে তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। অনলাইনে রেসপন্স ও ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেমের প্রবর্তন করা হয়েছে। অনলাইনে অভিযোগ গ্রহণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নাগরিকদের তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে স্বপ্রণোদিত তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা, ২০১৫ প্রকাশ করা হয়েছে। উপরোক্ত তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপিল কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।

২.০৪ উদ্ভাবনী কার্যক্রম:

অনলাইনে বাসা বরাদ্দের আবেদন : বাংলাদেশ বরাদ্দ বিধিমালা অনুসারে সরকারি আবাসন বরাদ্দ প্রদান করা হয়। মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার কর্মচারীগণ উক্ত বাসা বরাদ্দের জন্য বর্তমানে নির্দিষ্ট আবেদন ফরমে হার্ড কপিতে আবেদন করে থাকেন। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন শাখা হতে আবেদনসমূহ গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই সম্পন্ন করা হয় এবং তা সুপারিশসহ সরকারি আবাসন পরিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। এই প্রক্রিয়াকে সহজিকরণের লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে অনলাইনে বাসা বরাদ্দের আবেদন বিষয়ক ডিজিটাল সেবা তৈরি করা হয়েছে। উক্ত ডিজিটাল সেবাটি ব্যবহার করে কর্মচারীগণ খুব সহজেই বাসা বরাদ্দের আবেদন অনলাইনেই সম্পন্ন করতে পারছেন। এতে সময় এবং খরচের সাশ্রয় হচ্ছে। ফলে ডিজিটাল সার্ভিসটি ব্যবহার করে সেবাগ্রহীতাগণ বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছেন। এছাড়াও চলমান বিভিন্ন সফটওয়্যার যথা: **ডিজিটাল স্টোর ম্যানেজমেন্ট, অনলাইন আইসিটি সল্যুশন সিস্টেম , অনলাইনে চাকরির আবেদন গ্রহণ ও প্রবেশপত্র প্রদান** ইত্যাদি নিয়মিতভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং হালনাগাদ করা হচ্ছে । মন্ত্রণালয়ে বর্তমানে ১০৫টি কম্পিউটার ও ল্যাপটপ আছে, পাশাপাশি ৫০ এমবিপিএস গতির ইন্টারনেট সংযোগ বিদ্যমান। ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে (ই-ফাইলিং) নথি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের সকল শাখায় ই-ফাইলিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন এর অগ্রগতি প্রতিবেদন পাক্ষিকভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়মিতভাবে ই-ফাইলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২.০৫ মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবীক্ষণ:

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/সংস্থাসমূহের বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলাসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিশেষ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহ চিহ্নিত করে নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে এবং যুগ্মসচিব (আইন) এর সভাপতিত্বে দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে মামলার বিষয়ে প্রতি মাসে একটি মাসিক মামলা মনিটরিং সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। মামলা নিষ্পত্তি কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারী ও আইনজীবীর performance মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থায় আইন সেল খোলা হয়েছে। এতে করে মামলা সম্পর্কিত জটিলতা হ্রাস পাচ্ছে।

<u>২০২০-২০২১ অর্থবছরের মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপঃ</u>

অধিদপ্তর/সংস্থা/বোর্ডের নাম	২০২০-২০২১ বছরে মোট আগত মামলার সংখ্যা	২০২০-২০২১ বছরে মোট নিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	২০২০-২০২১ বছরে মোট পেন্ডিং মামলার সংখ্যা
বিজেএমসি	১০৪০	৭৪	৯৬৬
বিটিএমসি	২৮২	১০	২৭২
বিজেসি (বিলুপ্ত)	৩২৪	০০	৩২৪
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	১৪	০০	১৪
পাট অধিদপ্তর	৫০	০৪	৪৬
বস্ত্র অধিদপ্তর	১০	০০	১০
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড	৪১	০৫	৩৬
আদজমী সন্স লিঃ	১৫	০০	১৫
লিকুইডেশন সেল	২৫	০২	২৩
মোট	**১৮০১**	**৯৫**	**১৭০৬**

২.০৬ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ উদ্যোগ:

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিশেষ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় অডিট কমিটি সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব/উপসচিবদের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। কর্মকর্তাগণ প্রতিমাসে কর্মসূচি প্রণয়ন করে অডিট নিষ্পত্তির জন্য ত্রিপক্ষীয় সভা করে থাকেন। অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তিকল্পে অতিরিক্ত সচিব (অডিট) এর সভাপতিত্বে দপ্তর/সংস্থাসমূহের অডিট সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা এবং ত্রিপক্ষীয় অডিট কমিটির সভার সভাপতিদের নিয়ে মাসিক অডিট সভা অনুষ্ঠিত হয়। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে **২০২০-২১** অর্থবছরের অর্জিত অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রম	**মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের নাম**	**অডিট আপত্তি**		**নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি**		**অনিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি**	
		সংখ্যা	**টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)**	**সংখ্যা**	**টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)**	**সংখ্যা**	**টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)**
১	২	৩	৪	৬	৭	৮	৯
০১	পাট অধিদপ্তর	২২	৯৬.৬৯৬৪	০১	৪৬.৫৩৪৪	২১	৫০.১৬২০
০২	বস্ত্র অধিদপ্তর	৮৮	২৪৮.১২৫৩	১১	১৮.৩০৩৬	৭৭	২২৯.৮২১৭
০৩	বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন	৬৮৪৬	১৭৯১১.৩৪	২৮০২	৭১৫৯.১৬	৪০৪৪	১০৭৫২.১৮
০৪	বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিল করপোরেশন	২৭১৫	৩৮৮৭.৬৭	১৮১৯	১২৮২.৬২	৮৯৬	২৬০৫.০৫
০৫	বাংলাদেশ জুট কর্পোরেশন	৩৪৮	১১৫৯০৬.৯৭৬	১৯৬	৩২৫০৬.৯২৬	১৫২	৮৩৪০০.০৫
০৬	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	১৩৩	১৪৭.৮৭	৫২	২৬.৩৮	৮১	১২১.৪৯
০৭	বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড	৫২৪	২৫.৭১৫	৩৫৪	৩.১৭৬১	১৭০	২২.৫৩৮৯
০৮	বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	২৫	৬৮.৮৯	১৬	২৯.৮১১	০৯	৩৯.০৭
০৯	আদমজী সন্স লিমিটেড	২২০	১১৭৯০.৫৭	১০৩	২৪৬৮.৮৮	১১৭	৯৩২১.৬৯
১০	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	০৮	২৪৫.৪৩	০২	২৩৩.৯১	০৬	১১.৫২
	সর্বমোট	**১০৯২৯**	**১৫০৩২৯.২৮২৭**	**৫৩৫৬**	**৪৩,৭৭৫.৭০১১**	**৫৫৭৩**	**১০৬,৫৫৩.৫৭২৬**

৩.০ **উন্নয়ন কার্যক্রম:**

৩.০১ **২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচির বর্ণনামুলক চিত্র:**

- ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মোট প্রকল্প সংখ্যা - ৩৩টি
- ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে মোট বরাদ্দ - ৫২২০২.০০ লক্ষ টাকা
- ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে মোট অবমুক্ত - ৪৪৩১৬.৩৬ লক্ষ টাকা
- ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে প্রকৃত ব্যয় - ৩৯৯৯০.৫৩ লক্ষ টাকা
- ২০২০-২১ অর্থবছরের অগ্রগতি - আর্থিক: ৭৬.৬১%
  - বাস্তব: ৮২%
- ২০২০-২১ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা - ৫টি

৩.০২ **২০২০-২০২১ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচিভুক্ত ৩৩টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২০-২১ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ের অগ্রগতি			জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়
				আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয় (%)	
১.	শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, গৌরনদী স্থাপন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প	জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০২১	৯৮৯৫.৪৫	৩০৬০.০০	৩০২০.০০	২৫৫১.০০ (৮৩.৩৭%)	৯৫০৬.৫৪ (৯৬.০৭%)
২.	শেখ রেহানা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, গোপালগঞ্জ স্থাপন (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০২১	১৪৯১১.১৯	২৯৬০.০০	২৫৭০.০০	১৭৭৯.৭২ (৬০.১২%)	১৩৬০২.৭৬ (৯১.২৩%)
৩.	ভোলা টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২১	১০৫৬৯.০০	৩২০৯.০০	৩১৫৯.০০	২৫৭১.৯২ (৮০.১৫%)	৮৯১৪.২৯ (৮৫%)
৪.	শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, মাদারগঞ্জ, জামালপুর (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০২২	৯৮৮৮.৮৬	২০৫৪.০০	১১৯৯.৭০	১১৯১.৭৯ (৫৮.০২%)	৫৭৯৭.৩২ (৫৮.৬২%)
৫.	ড.এম.এ ওয়াজেদ মিয়া টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পীরগঞ্জ, রংপুর, স্থাপন (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২১	১৭৪৫৮.০০	৮৭৮.০০	৬৪৫.০০	৫৯৮.০৪ (৬৮.১১%)	১৫৫৮০.৪৫ (৯০%)
৬.	শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেলান্দহ, জামালপুর (১ম সংশোধিত) স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২১	২৮১৯৬.৮৭	৩৭৪০.০০	৩৭৪০.০০	৩৭৩৯.৬২৫ (৯৯.৯৯%)	১৯০২৪.৪২ (৬৭.৪৭%)
৭.	শহীদ কামারুজ্জামান টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট মান্দা, স্থাপন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০২১	১৩৩২২.২০	৫০০৯.০০	৪৯৫৯.০০	৩৯৬১.৮৮ (৮০%)	১১৮৫২.৬৬ (৮৯%)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২০-২১ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ের অগ্রগতি			জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়
				আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয় (%)	
৮.	বেগম আমিনা মনসুর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ (১ম সংশোধিত) স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২১	১১৯৭৫.৪১	৫৪০০.০০	৫২০০.০০	৪৭৩৭.৭৫ (৮৮%)	১০১১৭.১৮ (৮৫%)
৯.	সুনামগঞ্জ টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২২	১২৬২৪.১৩	১৮৬৭.০০	১২৭৮.০০	১২৭৩.৭১ (৬৯%)	৩৯৩১.৩৬ (৩২%)
১০.	ফরিদপুর টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২২	১৬১৯৪.৮৫	২৪২০.০০	১৭৩৫.০০	১৭৩৩.৯৯৫ (৭২%)	১০১১৪.৬৯ (৬৩%)
১১.	শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২১	১১০৩৬.৫৬	১৩০০.০০	৪৮০.০০	৪৪৫.২৭ (৩৫%)	৬৮১৫.৮৭ (৬২%)
১২.	সিলেট টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২১	৯৫৬৫.৬৫	১৩০০.০০	৪৫২.০০	৪২৩.২১ (৩৩%)	৬২৮৯.৮০২ (৬৬%)
১৩.	লালমনিরহাট টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২১	১০০১৩.০৪	৭২২.০০	৫৪২.০০	৫৩৩.১৩ (৭৪%)	৫০৭৭.৫৯ (৫১%)
১৪.	শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবচর, মাদারীপুর স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	এপ্রিল ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২১	১৮২৯২.৮১	১১৫৮.০০	১১৩৬.০০	১১২২.৭৪ (৯৭%)	৯৩৯৭.১৮ (৫২%)
১৫.	বিদ্যমান ৭টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটের উন্নয়ন ও নতুন ৬টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১	৩৫৩৯০.৩৮	১২০.০০	১২০.০০	৯৪.৯২ (৮০%)	২২৬.০৪ (০.৬৪%)
১৬.	আজিজুননেসা টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, ডুংরিয়া, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩	২৭১১.৯৬	২৯৪.০০	১৯৪.০০	১৯০.৬৪ (৬৫%)	১৯০.৬৪ (৭.০৩%)
১৭.	ছহিউদ্দিন টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, মেহেরপুর স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩	২৪৬৭.৬৪	১০৪.০০	১০৪.০০	৮৬.১৪ (৮৩%)	৮৬.১৪ (৪%)
১৮.	মরহুম আবদুর রব টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউ, মাদারীপুর স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩	২৪৬১.৪৭	১০৫.০০	১০৫.০০	৭২.১১ (৬৯%)	৭২.১১ (৩%)
১৯.	এস্টাবলিশমেন্ট অব থ্রি হ্যান্ডলুম সার্ভিস সেন্টারস ইন ডিফারেন্ট লুম ইনটেনসিভ এরিয়া (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০২১	৮৮৮০.০০	২৯৩০.০০	২৯২৩.০০	২৯১৪.৮০ (৯৯.৭২%)	৮৬৫৮.৯১১ (৯৮%)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২০-২১ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ের অগ্রগতি			জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়
				আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয় (%)	
২০.	বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য 'মসলিন' এর সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১	১২১০.০০	২৩৯.০০	১২৯.০০	১২৬.৪৮ (৫৩%)	৩৯১.২৭
২১.	শেখ হাসিনা তাঁতপল্লি স্থাপন (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২	৩০৭৪৫.০০	২৭৩১.০০	১৮০০.০০	১৭৮৭.৮৫ (৬৬%)	২৬৫৩২.৭০
২২.	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতায় ৫টি বেসিক সেন্টারে ৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১টি ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট এবং ২টি মার্কেট প্রমোশন কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১	১১৭০০.০০	১৯০.০০	৯০.০০	৩৯.৩০ (২১%)	৬১৯.১৮
২৩.	বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী এর আধুনিকায়ন ও অবকাঠামোগত সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২	৬০১৫.০০	৪০০.০০	১০০.০০	৯৮.৭৫ (২৫%)	৫৪১.৯৮৫
২৪.	তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে চলতি মূলধন সরবরাহ ও তাঁতের আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্প	মার্চ ২০১৯ হতে জুন ২০২৩	১৫৮০০.০০	২৪৯০.০০	২৪৮৬.০০	২৪৮০.০০ (৯৯%)	৩৬৬৬.৪৯
২৫.	শেখ হাসিনা নকশি পল্লি, জামালপুর (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প	মার্চ ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১	৭২২০০.০০	২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৬.	রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পার্বত্য জেলাসমূহের দারিদ্র্য বিমোচন শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২২	২৫০৭.০০	৫৫৪.০০	৪৭০.০০	৪৬৭.৪৩ (৮৫%)	৮১২.৬০ (৩৩%)
২৭.	রেশম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলার দারিদ্র্য হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৩	২৪৪৮.০০	৬০০.০০	৫১০.০০	৫০৪.৬৫ (৮৪.১১%)	৬৩১.৫০ (২৬%)
২৮.	রেশম প্রযুক্তি উন্নয়ন, বিস্তার ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২২	৩৫৬৬.৮৩	৮৩০.০০	৭০৪.৬০	৬৮৯.৪১ (৮৪%)	২২৩৫.০১ (৬৩%)
২৯.	উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৮ হতে মার্চ ২০২৩	৩৭৬৪৬.৭৪	৫২০০.০০	৪১৫০.০০	৩৭৫৬.২১ (৭৩%)	৭২৮৭.৯৭ (২০%)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২০-২১ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ের অগ্রগতি			জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়
				আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয় (%)	
৩০.	A Study on the Development of Textile Education Sector in Bangladesh Targeting the Fulfillment of Local HR Demand-শীর্ষক প্রকল্প	অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২১	৪৯৩.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৭.১৫৬ (৫%)	১৯৪.৭৬ (৪০%)
৩১.	বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন এর আওতাধীন ৩টি মিল সুষমকরণ, আধুনিকায়ন, পূর্ণবাসন এবং বর্ধিতকরণ শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১	১৭৩৮৯.০২	১.০০	০.০০	০.০০	৮৩৪.১১ (৫%)
৩২.	করিম জুট মিলস্ ও দৌলতপুর জুট মিলস্ লিঃ এ ফেল্ট কারখানা স্থাপন এবং কেএফডি মিলস্ লিঃ এর বহুমুখী ইউনিটের উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০	৩৩৬০.৯৪	১.০০	০.০০	০.০০	৬৯৯.৫১ (২১%)
৩৩.	শেখ হাসিনা স্পেশালাইজড জুট টেক্সটাইল মিল শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১	৫১৮৮৫.৩৭	১৬.০০	১৫.০৬	১০.৯০ (৬৯%)	১০৮৪.৯৮ (২.০৯%)

৩.০৩ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা:

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
০১)	এস্টাবলিশমেন্ট অব থ্রি হ্যান্ডলুম সার্ভিস সেন্টারস ইন ডিফারেন্ট লুম ইনটেনসিভ এরিয়া (২য় সংশোধিত) প্রকল্প	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
০২)	শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, গৌরনদী স্থাপন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প	বস্ত্র অধিদপ্তর
০৩)	ভোলা টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প	বস্ত্র অধিদপ্তর
০৪)	ড.এম.এ ওয়াজেদ মিয়া টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পীরগঞ্জ, রংপুর, স্থাপন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প	বস্ত্র অধিদপ্তর
০৫)	বেগম আমিনা মনসুর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	বস্ত্র অধিদপ্তর

৪.০ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) সংক্রান্ত কার্যক্রম:

টেকসই উয়ন্নন অভীষ্টের ৭টি অভীষ্টের আওতায় ৮টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাথে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পৃক্ত রয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা সমূহ হচ্ছে ৪.৩, ৫.১, ৬.৩, ৮.২, ৯.২, ৯.৪, ১২.৪ এবং ১৭.১১। এই লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সহযোগী মন্ত্রণালয় (Associate Ministry) হিসেবে মূল মন্ত্রণালয়ের (Lead Ministry) সাথে কাজ করছে। উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম নিম্নরূপ:

লক্ষ্যমাত্রা ৪.৩ (বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের সুযোগসহ সাশ্রয়ী ও মানসম্মত কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও উচ্চ শিক্ষায় সকল নারী ও পুরুষের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা): এ লক্ষ্যমাত্রার জন্য Lead Ministry শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়াধীন বস্ত্র অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। বস্ত্র অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বর্তমানে কারিগরি শিক্ষায় বিভিন্ন পর্যায়ে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে ৪১ টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটে ৬২৪০ টি আসন, ৭টি টেক্সটাইল ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটে ১০০০ টি আসন এবং ৭টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ৮৬১ টি আসনে শিক্ষার্থী ভর্তির সংস্থান রাখা হয়েছে এবং নারী ও পুরুষের জন্য ভর্তি ও আবাসনসহ সকল সুযোগ-সুবিধা সমান রাখা হয়েছে। এছাড়াও চলমান প্রকল্প গুলোর মাধ্যমে আরও নতুন করে ৪টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (গোপালগঞ্জ, জামালপুর, সিলেট ও মাদারীপুর) এবং ৮টি টেক্সটাইল ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট (ভোলা, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ, সুনামগঞ্জ, ফরিদপুর, সিলেট ও লালমনিরহাট) সহ বিদ্যমান ৭টি ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটের উন্নয়ন ও ৬টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন আরও ৬টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হচ্ছে। নরসিংদী তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে প্রতি বছর ১০০ জন ডিপ্লোমা-ইন- টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ৮০ জন বিএসসি-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তির

সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতায় ৫টি বেসিক সেন্টারে ৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১টি ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট ও ২টি মার্কেট প্রমোশন কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে বছরে ১৫০০ জনকে বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণ এবং ১টি ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট হতে বছরে ৫০ জনকে ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ডিগ্রি প্রদান করা হবে। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক এ যাবত ৪,০০০ রেশম চাষিকে তুঁতচারা ও পলুপালন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৭০% নারী। ২০৩০ সাল নাগাদ আরও ২২৬৫০ জন রেশমচাষীকে রেশমচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা ৫.১ (সর্বত্র সকল নারী ও মেয়ের বিরুদ্ধে সকল ধরণের বৈষম্যের অবসান ঘটানো): এ সংক্রান্ত Lead Ministry মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তাঁতিদের ঋণদান ও প্রশিক্ষণ, পাট ও তুঁত চাষিদের আর্থিক সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে নারী-পুরুষের সমান সুযোগের সংস্থান রেখে ১০টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক এ যাবত ২,৮০০ নারীকে তুঁত চারা ও পলু পালন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০৩০ সাল নাগাদ আরও প্রায় ১৬,০০০ জন নারীকে রেশম চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। প্রশিক্ষিত নারীরা ঘরে বসে রেশম গুটি উৎপাদন ও বিক্রয় করে আর্থিক ভাবে লাভবান হচ্ছে এবং পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে যা নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

লক্ষ্যমাত্রা ৬.৩ (দূষণ হ্রাস করে পানিতে আবর্জনা নিক্ষেপ বন্ধ করে এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ও উপকরণের নির্গমন ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে এসে**,** অপরিশোধিত বর্জ্য পানির অনুপাত অর্ধেকে নামিয়ে এনে এবং বৈশ্বিকভাবে পুনশ্চক্রায়ন **(**রিসাইকলিন**)** ও নিরাপদ পুনব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়িয়ে ২০২৩ সালের মধ্যে পানির গুণগতমান বৃদ্ধি করা**):** এ সংক্রান্ত Lead Ministry বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়াধীন বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড এবং বস্ত্র অধিদপ্তর এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করছে। পরিবেশ দূষণ হ্রাসকল্পে নরসিংদী, টাঙ্গাইল, কুমারখালী ও সিরাজগঞ্জে বাস্তবায়নাধীন ৪টি প্রকল্পে ETP এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা ৮.২ (উচ্চ-মূল্য সংযোজনী ও শ্রমঘন খাতগুলোতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানসহ বহুমুখীতা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উদ্ভাবনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার উচ্চতর মান অর্জন): এ সংক্রান্ত Lead Ministry বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ করপোরেশন, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, পাট অধিদপ্তর ও বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন কেন্দ্র (জেডিপিসি) এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দায়বদ্ধ। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন পাটকলসমূহে ইতোমধ্যে ডে-কেয়ার সেন্টার চালু, শৌচাগার সুবিধা প্রদান ও শ্রমিকদের জন্য চিকিৎসা সুবিধা চালুসহ বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক সেবা চালু করে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ক্রমান্বয়ে জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া কর্মীদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

লক্ষ্যমাত্রা ৯.২ (অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্তন এবং জাতীয় পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে কর্মসংস্থান ও জিডিপিতে শিল্প খাতের অংশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি এবং স্বল্পোন্নত দেশ গুলোতে এই খাতের অবদান দ্বিগুণ করা): এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ করপোরেশনের ১৬টি মিল পিপিপি'র আওতায় পরিচালনার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে ২টি মিল পিপিপির আওতায় চলছে। পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট মিলসমূহ ২০৩০ সালের মধ্যে পিপিপি'র মাধ্যমে পরিচালিত হবে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে উক্ত মিলসমূহে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। তাছাড়া বস্ত্র ও পাট খাতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হচ্ছে।

লক্ষ্যমাত্রা ৯.৪ (২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের সকল দেশের নিজস্ব সামর্থ্য অনুযায়ী অবকাঠামোর উন্নয়নসহ (সংযোজন কাজের মাধ্যমে) শিল্পকারখানার ব্যাপক সংস্কার সম্পন্ন করা, যাতে সেগুলো বর্ধিত সম্পদ-ব্যবহার দক্ষতা এবং পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও শিল্পপণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার অধিকতর ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই শিল্পায়ন ধারার প্রসারণ ঘটাতে পারে): এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় Co-Lead হিসেবে কাজ করছে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে ৯৫.০০ লক্ষ্য তুঁতচারা রোপনের পরিকল্পনা রয়েছে। যার মাধ্যমে একদিকে রেশম চাষ ও শিল্প সম্প্রসারণ হবে এবং কার্বন নির্গমন হ্রাসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

লক্ষ্যমাত্রা ১২.৪ (২০২০ সালের মধ্যে সর্বসম্মত আন্তর্জাতিক পরিকাঠামো অনুযায়ী রাসায়নিক পদার্থ ও সবধরনের বর্জ্যের জীবনচক্র জুড়ে পরিবেশ বান্ধব ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এবং মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ওপর এদের বিরূপ প্রভাব কমাতে বায়ু, পানি ও মাটিতে এদের নিঃসরণের মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে কমানো): বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়াধীন বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড এবং বস্ত্র অধিদপ্তর এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে। পানি ও বর্জ্যে রাসায়নিক পদার্থ কমানোর জন্য বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক ০৪টি ETP স্থাপন করা হয়েছে যা পরিবেশ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

লক্ষ্যমাত্রা ১৭.১১ (বৈশ্বিক রপ্তানিতে ২০২০ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অংশ দ্বিগুণ বৃদ্ধিসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোর রপ্তানি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো): বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়াধীন বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড এবং বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন কেন্দ্র (জেডিপিসি) এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বস্ত্র ও পাট খাতে রপ্তানি পণ্যের বৃহত্তর অংশ বেসরকারি খাতের আওতাভুক্ত। বেসরকারি খাতের আরো সম্প্রসারণ এবং রপ্তানি বৃদ্ধিতে সরকারি সহায়তা অব্যাহত আছে।

৫.০ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন:

১. মসলিন প্রযুক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতায় 'বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য মসলিনের সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার (প্রথম পর্যায়)' প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত গবেষণার মাধ্যমে মসলিন সুতা ও কাপড় তৈরির প্রযুক্তি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। মসলিন কাপড়ের Geographical Indications (GI) পাওয়া গেছে এবং বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য জনপ্রশাসন পদক-২০২০ প্রদান করা হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জে জেলার তারাবোতে 'ঢাকাই মসলিন হাউস' স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং শীঘ্রই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটি শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করবেন।

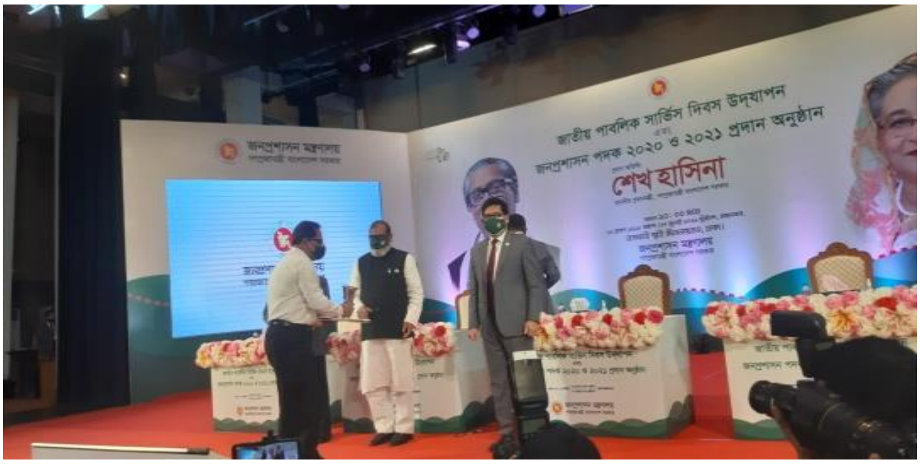

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য মসলিন তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে মসলিন পুনরুদ্ধারে জনপ্রশাসন পদক-২০২১ গ্রহণ করেছেন জনাব মো. আবদুল মান্নান, সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

২. ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে বস্ত্র অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ৩৯৯জন (৮৪.৮৯ শতাংশ), টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট থেকে ৭৪৭ জন (৯৯.০৭ শতাংশ) এবং টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট থেকে ১,১৪৬ (৯৩.৬২ শতাংশ) জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে।

৩. পোষক কর্তৃপক্ষের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বস্ত্র অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বস্ত্র শিল্পের পোষক কর্তৃপক্ষের জন্য ৩,২৪৭টি আবেদনপত্র পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৩,২০৩টি আবেদনপত্র নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে পোষক কাজের সেবা ফি বাবদ ১,৩৪,৯৯,০০০ টাকা রাজস্ব আয় করা হয়েছে।

৪. তাঁতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ২,১০৩ জন তাঁতির মধ্যে ২৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

৫. হস্তচালিত তাঁতে উৎপাদিত বস্ত্রসামগ্রী বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা হয়। রপ্তানিকারকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড হতে রপ্তানিযোগ্য হস্তচালিত তাঁতশিল্পজাত বস্ত্রের কান্ট্রি অব অরিজিন প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৩৮,১০৭.৪৫ মার্কিন ডলার মূল্যমানের তাঁত বস্ত্র সামগ্রী রপ্তানির লক্ষ্যে ৪টি কান্ট্রি অব অরিজিন সনদপত্র প্রদান করা হয়েছে।

৬. বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় রেশম সম্প্রসারণ এলাকায় ৫.৮৫ লক্ষ তুঁতচারা উৎপাদন, বিতরণ ও রোপণ করা হয়েছে। পি-৩ কেন্দ্রে ৯টি মাতৃজাত সংরক্ষণ করা এবং ৬২৫ জন রেশম চাষী ও বসনীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। চাকী রিয়ারিং কেন্দ্রে ২ লক্ষ ডিমের চাকী পলু পালন করে রেশম চাষীদের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। রেশম বীজাগার ও পি-৩ কেন্দ্রে ৪ লক্ষ রোগমুক্ত রেশম ডিম উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়েছে। আইডিয়াল রেশম পল্লী ও রেশম সম্প্রসারণ এলাকার চাষীদের ৪ হাজার ডালা, ৩,৯০০টি চন্দ্রকী, ৩,৭৭০টি সুতার জাল (পলু পালন সামগ্রী), ১৩৬টি ঘড়াকটি এবং ৫০টি পলুঘর বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

৭. দেশের ৪১টি জেলার ৯৯টি উপজেলায় আমার বাড়ী আমার খামার প্রকল্পের ৫২৮টি সমিতির ২২,৭৩৩ জন সদস্যদের মধ্যে জরিপ করে ৩,৮০৩ জন সুবিধাভোগীকে তুঁত চাষের সাথে সম্পৃক্তকরণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। ৬৯৭ জন রেশম চাষী পলুপালনে সম্পৃক্ত

হয়ে রেশম গুটি উৎপাদন করছে। নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ১,২৫২ জনকে তুঁতচারা রোপন ও পরিচর্যা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্পভুক্ত ২,৫২৭ জন সদস্য তুঁতচাষে সম্পৃক্ত হয়েছেন এবং তাদের মধ্যে ৬৯৭ জন সদস্য রেশমপোকা পালন করে উৎপাদিত রেশমগুটি বিক্রয়ের মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন।

৮. বিটিএমসি'র আওতাধীন দি চিত্তরঞ্জন কটন মিলস্ লিঃ-এর জমিতে 'চিত্তরঞ্জন টেক্সটাইল পল্লী' স্থাপনের লক্ষ্যে বিক্রিত ৩টি (৩, ৪ ও ১০ নম্বর) শিল্প প্লটের জমি সাফকবলা দলিল ক্রেতার অনুকূলে রেজিস্ট্রি করে দেয়া হয়েছে।

৯. কিশোরগঞ্জ টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ-এর কোন জমি/স্থাপনা জনাব শরীফ আহাম্মদ যাতে অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রি করতে না পারেন কিংবা ইতোমধ্যে যদি মিলের জমি/স্থাপনা বিক্রি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে বিক্রয় দলিল বাতিলসহ যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হয়েছে।

১০. বেসরকারি মালিকানায় হস্তান্তরিত ১৬টি পাটকলের নিকট সরকার, বিজেএমসি ও অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের হালনাগাদ পাওনাদি পরিশোধের জন্য সংশ্লিষ্ট মিল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়েছে।

১১. পুনঃগ্রহণকৃত কো-অপারেটিভ জুট মিলস্ লি:, ঘোড়াশাল, পলাশ, নরসিংদী-এর সকল শেয়ার সরকারের নামে স্থানান্তর করা হয়েছে।

১২. পাট ব্যবসায়ের জন্য লাইসেন্সিং কার্যক্রম অনলাইনে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সোনালী আঁশ নামক মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। পাট আইন, ২০১৭ এবং দি জুট (লাইসেন্সিং এ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ১৯৬৪-এর আওতায় পাট ও পাটপণ্য ব্যবসায়ের লক্ষ্যে জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ১৩,৮৯৮টি লাইসেন্স প্রদান করা হয় এবং লাইসেন্স ফি ও জরিমানা বাবদ মোট ৩,৯১,০১,৪৭ টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে।

১৩. পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ১,৪২৪টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার মাধ্যমে ৯৫,৫৪,৮৯০ টাকা আদায় করা হয়েছে।

১৪. রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলসমূহে বিরাজমান পরিস্থিতির স্থায়ী সমাধান এবং পাটখাত পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে সরকারি সিদ্ধান্তে বিজেএমসি'র আওতাধীন ২৫টি মিলে কর্মরত সকল স্থায়ী শ্রমিকদের গ্র্যাচুইটি, পিএফ ও ছুটি নগদায়নসহ গোল্ডেন হ্যান্ডশেক সুবিধার আওতায় চাকরি অবসায়নপূর্বক উৎপাদন কার্যক্রম ১ জুলাই ২০২০ তারিখ হতে বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষার স্বার্থে শ্রমিকদের পাওনা টাকার ৫০ শতাংশ নগদে এবং অবশিষ্ট ৫০ শতাংশ তিন মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে পরিশোধ করা হচ্ছে।

১৫. বিজেএমসির আওতাধীন বন্ধ মিলসমূহ ইজারা পদ্ধতিতে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পুনরায় চালুর প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১৬. বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য অনলাইনে বাসা বরাদ্দের লক্ষ্যে সফট্ওয়্যার তৈরি করা হয়েছে।

১৭. বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ে আলোকসজ্জা, সভা, সেমিনার, র‍্যালি আয়োজন এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। রেশম সম্প্রসারণ এলাকায় রেশম চাষি/বসনীদের মধ্যে বিনামূল্যে তুঁতচারা ও রোগমুক্ত রেশম ডিম বিতরণ করা হয়েছে।

চিত্র: মুজিববর্ষ উপলক্ষে লাহারপুরে রেশম তাঁতী, রিলার ও বসনী সমাবেশে মাননীয় মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

৬.০ একাদশ জাতীয় সংসদের বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি ও সদস্যগণের নামের তালিকা:

ক্র: নং	মাননীয় সদস্যগণের নাম	নির্বাচনী এলাকা	পদবী
১.	জনাব মির্জা আজম	১৪০ জামালপুর-৩	সভাপতি
২.	জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী (বীর প্রতীক) এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	২০৪, নারায়ণগঞ্জ-১	সদস্য
৩.	জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন রতন	২২৪ সুনামগঞ্জ-১	সদস্য
৪.	জনাব রনজিত কুমার রায়	৮৮ যশোর-৪	সদস্য
৫.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম চৌধুরী	২৯১ চট্টগ্রাম-১৪	সদস্য
৬.	বেগম শাহীন আক্তার	২৯৭ কক্সবাজার-৪	সদস্য
৭.	জনাব আব্দুল মমিন মন্ডল	৬৬ সিরাজগঞ্জ-৫	সদস্য
৮.	বেগম খাদিজাতুল আনোয়ার	৩০৬ মহিলা আসন-৬	সদস্য
৯.	বেগম তামান্না নুসরাত (বুবলী)	৩২৪ মহিলা আসন-২৪	সদস্য
১০.	জনাব মোহাম্মদ হাবিব হাসান	১৯১ ঢাকা-১৮	সদস্য

বস্ত্র অধিদপ্তর

সম্ভাবনাময় বস্ত্র শিল্পের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও বিকাশের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন শিল্প দপ্তরের বস্ত্র উইং-কে আলাদা করে বস্ত্র খাতের পোষক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব পালন ও বস্ত্র শিল্পের জন্য দক্ষ জনবল তৈরির উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সালে বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের (বর্তমান বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়) অধীনে বস্ত্র পরিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। বস্ত্র পরিদপ্তর সৃষ্টির পর হতে বস্ত্র প্রযুক্তিবিদের ব্যাপক শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে বস্ত্র খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টিসহ বেসরকারি খাতে বস্ত্র শিল্প কারখানার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সকল ধরনের কার্যাদি সম্পাদন করা হচ্ছিল। কিন্তু ১৯৯০ সালে সরকারি এক ঘোষণাবলে বস্ত্র পরিদপ্তরকে বিলুপ্ত করে বস্ত্র পরিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরে ন্যস্ত করা হয় এবং বস্ত্র শিল্প খাতের পোষক কর্তৃপক্ষের (Sponsoring Authority) দায়িত্ব বিনিয়োগ বোর্ড ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর নিকট অর্পণ করা হয়। পরবর্তীতে মাত্র এক বছর পর ১৯৯১ সালে বস্ত্র পরিদপ্তরকে পুনর্বহাল করা হলেও পোষক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব বিনিয়োগ বোর্ড ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর হাতেই রয়ে যায়। ফলে বস্ত্র পরিদপ্তর তখন থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত শুধু বস্ত্রখাতে দক্ষ জনবল তৈরির দায়িত্ব পালন করেছে। বর্তমান সরকার পুনরায় বস্ত্র শিল্পের পোষক কর্তৃপক্ষের কাজ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় তথা বস্ত্র পরিদপ্তরে ন্যস্ত করে এবং বস্ত্র পরিদপ্তর ২৬/০৫/২০১৩ তারিখ হতে পুনরায় বস্ত্র শিল্পের পোষক কর্তৃপক্ষের (Sponsoring Authority) দায়িত্ব পালন করছে। গত ২৭/১২/২০১৭ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বস্ত্র পরিদপ্তরকে বস্ত্র অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। বস্ত্র অধিদপ্তরের বর্তমান কাজ হচ্ছে বস্ত্রখাতে দক্ষ জনবল তৈরি, বস্ত্রখাতে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়ন এবং বস্ত্রশিল্পের পোষক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব পালন করা।

বর্তমানে বস্ত্র শিল্প খাত বাংলাদেশের একটি প্রধান ও দ্রুত বর্ধনশীল সেক্টর। দেশের সর্ব বৃহৎ শ্রমঘন সেক্টর হচ্ছে বস্ত্র শিল্প খাত। দেশের প্রায় ৫.০ মিলিয়ন জনবল এই খাতের সাথে সরাসরি যুক্ত রয়েছে (তৈরি পোশাক সহ) যা দেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, দীর্ঘ মেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও রূপকল্প, ২০২১ এর সাথে সম্পৃক্ত। এই খাত থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরে রপ্তানি আয় ৩১.৪৫৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮১.১৬% (সূত্র: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো) এবং জিডিপিতে বস্ত্র শিল্প খাতের অবদান প্রায় ১২% (সূত্র: বিটিএমএ'র ওয়েবসাইট)। বর্তমানে দেশে ৮২০১ টি তৈরি পোশাক শিল্প ও বস্ত্র শিল্প কারখানা রয়েছে। এসকল শিল্পকারখানার ক্রমবর্ধমান বিকাশে বস্ত্র অধিদপ্তর দায়িত্বশীল ভাবে কাজ করছে।

২.০ বস্ত্র অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রনাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহঃ

২.০১ **টেক্সটাইল** ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ৮টি

ক্রম	টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (৭টি)	প্রতিষ্ঠাকাল	ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	পাশকৃত ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা-২০১৯	
				পরিক্ষার্থী	উত্তীর্ণ
১	টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, জোরারগঞ্জ, চট্রগ্রাম	২০০৬	৬৮১	১১৯	১০৬
২	টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শালগাড়িয়া, পাবনা	২০০৬	৬৬৫	১০৪	৯১
৩	টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী	২০০৬	৬৭০	১১২	৮৬
৪	শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিএন্ডবি রোড, বরিশাল	২০১০	৬৪৪	১০৯	৯৬
৫	বঙ্গবন্ধু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, কালিহাতী, টাংগাইল	২০০৭	৫৫২	৮১	৮১
৬	শেখ কামাল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ঝিনাইদহ	২০১৬	৩২৫	-	-
৭.	ডঃ এম.এ ওয়াজেদ মিয়া টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পীরগঞ্জ, রংপুর	২০১৮	২৩৭	-	-
৮.	শেখ রেহানা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, গোপালগঞ্জ	০০	০০	০০	০০
		মোট:	**৩৭৭৪**	**৫২৫**	**৪৬০**

- প্রতিটি কলেজে আসন সংখ্যা ১২৩।
- সর্বমোট আসন ১২৩×৮=৯৮৪টি।
- উক্ত কলেজসমূহ হতে শুরু হতে ২০২১ পর্যন্ত ৩১১৮ জন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেছে এবং ২৯৭০ জন ছাত্র-ছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে
- পাশের গড় হার ৯৫.২৫%।

২.০২ **টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট: ১০ টি**

ক্রম	টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট	প্রতিষ্ঠাকাল	ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	পাশকৃত ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা- ২০২১		পাশের হার
				পরিক্ষার্থী	উত্তীর্ণ	
১	টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট, টাংগাইল (টেক্সটাইল ও জুট টেকনোলজি)	১৯৯৪	৭১৮	১৮৩	১৭৭	৯৬.৭২%
২	টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট, দিনাজপুর (২য় শিফটসহ)	১৯৯৪	৭৬৮	১৯১	১৯১	১০০%
৩	শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, গৌরনদী, বরিশাল	২০১৮	২১৬	৯৪	৯৪	১০০%
৪	টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রাম	২০১৬	৩৯৯	৬৯	৬৯	১০০%
৫	টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট, রংপুর	২০১৬	৪৫৭	১০৮	১০৮	১০০%
৬	টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট, নাটোর	২০১৬	৪৬২	১০৯	১০৮	৯৯.০৮%
৭	টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট, খুলনা	২০১৮	২২৬	-	-	এখনো ছাত্র-ছাত্রী পাশ করে বের হয়নি।
৮	ভোলা টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, ভোলা	সদ্য সমাপ্ত প্রকল্প				
৯	শহীদ কামরুজ্জামান টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, মান্দা					
১০	বেগম আমিনা মনসুর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ					

- রংপুর, চট্টগ্রাম, নাটোর, খুলনা ও বরিশালে আসন সংখ্যা ১২০ টি করে মোট (১২০×৫)=৬০০;
- টাংগাইল আসন সংখ্যা (কটন+জুট)=১০০+১০০=২০০, দিনাজপুর আসন সংখ্যা (১ম শিফট+২য় শিফট)=১০০+১০০=২০০, সর্বমোট=(৬০০+২০০+২০০)=১০০০;
- উক্ত ইন্সটিটিউট সমূহে শুরু হতে ২০২১ পর্যন্ত ১২৩৯৪ জন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেছে এবং ১০৯১৯ জন ছাত্র-ছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে;
- পাশের গড় হার ৮৮.১০%।

২.০৩ টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট ৪১টি

ক্র:নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	ট্রেড	অনুমোদিত আসন	নবম শ্রেণি			দশম শ্রেণি			
				ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	প্রতিষ্ঠাকাল
১	টিভিআই, রাঙামাটি	৪	১২০	৫১	৬৪	১১৫	৫৩	৪৭	১০০	১৯৯৬
২	টিভিআই, নারায়ণগঞ্জ	৪	১২০	১৭০	৫৫	২২৫	১০৬	৪১	১৪৭	১৯৯৬
৩	টিভিআই, চট্টগ্রাম	৪	১২০	১৬৮	১৩২	৩০০	১৩৯	৬৯	২০৮	১৯৯৬
৪	টিভিআই, ময়মনসিংহ	৪	১২০	২৩৮	৪২	২৮০	১৭৯	৬৩	২৪২	১৯৯৬
৫	টিভিআই, জামালপুর	৪	১২০	২৪৫	৪৯	২৯৪	১৭৬	১৯	১৯৫	১৯৯৬
৬	টিভিআই, কুমিল্লা	৪	১২০	৭২	১৪	৮৬	৬১	২১	৮২	১৯৯৬
৭	টিভিআই, লক্ষীপুর	৪	১২০	৯৩	৪৯	১৪২	৮৪	৬৮	১৫২	১৯৯৬
৮	টিভিআই, বি-বাড়িয়া	৪	১২০	৬৫	৩২	৯৭	৮০	৩৫	১১৫	১৯৯৬
৯	টিভিআই, গাজীপুর	৪	১২০	১২৫	০৯	১৩৪	৯৮	১০	১০৮	১৯৯৬
১০	টিভিআই, মাদারীপুর	৪	১২০	৮৬	১৫	১০১	৭০	১৪	৮৪	১৯৯৬
১১	টিভিআই, মুন্সিগঞ্জ	৪	১২০	৭২	৬১	১৩৩	৬৭	৪৮	১১৫	১৯৯৬
১২	টিভিআই, নরসিংদী	৪	১২০	৭৯	৪১	১২০	৪৫	৩০	৭৫	১৯৯৬
১৩	টিভিআই, পিরোজপুর	৪	১২০	৫১	১৪	৬৫	২৮	০৩	৩১	১৯৯৬
১৪	টিভিআই, বাগেরহাট	৪	১২০	৪৯	৩১	৮০	৩০	১৩	৪৩	১৯৯৬
১৫	টিভিআই, খুলনা	৪	১২০	৮১	৫৩	১৩৪	৯২	২৪	১১৬	১৯৯৬
১৬	টিভিআই, ঝালকাঠি	৪	১২০	৪৮	২০	৬৮	২৬	১৭	৪৩	১৯৯৬
১৭	টিভিআই, যশোর	৪	১২০	৬৪	২৭	৯১	৫২	২৮	৮০	১৯৯৬
১৮	টিভিআই, কুষ্টিয়া	৪	১২০	৬৪	১১	৭৫	৫০	০৭	৫৭	১৯৯৬
১৯	টিভিআই, বরগুনা	৪	১২০	৬৮	১৩	৮১	৫৯	১৯	৭৮	১৯৯৬
২০	টিভিআই,পটুয়াখালী	৪	১২০	১০০	১৬	১১৬	১১০	২৪	১৩৪	১৯৯৬
২১	টিভিআই, রাজশাহী	৪	১২০	৭৩	২০	৯৩	৯৩	৩৭	১৩০	১৯৯৬
২২	টিভিআই, বগুড়া	৪	১২০	৫৫	২০	৭৫	৩৫	১৮	৫৩	১৯৯৬
২৩	টিভিআই, পাবনা	৪	১২০	২৭০	১৭	২৮৭	২৬৫	২০	২৮৫	১৯৯৬
২৪	টিভিআই, রংপুর	৪	১২০	১৩৬	৪৯	১৮৫	৯১	৩৩	১২৪	১৯৯৬
২৫	টিভিআই, দিনাজপুর	৪	১২০	২৫২	৩৩	২৮৫	১৯৪	৩৩	২২৭	১৯৯৬
২৬	টিভিআই, ঠাকুরগাঁও	৪	১২০	৬৭	২৩	৯০	৪৯	১৯	৬৮	১৯৯৬
২৭	টিভিআই, গোপালগঞ্জ	৪	১২০	১০৪	৫৬	১৬০	৬৫	৫৯	১২৪	১৯৯৯
২৮	টিভিআই, বান্দরবান	৪	১২০	৪৬	৪৩	৮৯	৩৪	৩১	৬৫	২০০১
২৯	টিভিআই, খাগড়াছড়ি	৪	১২০	২৩	২৬	৪৯	২৯	১২	৪১	
৩০	টিভিআই, মাণিকগঞ্জ	৪	১২০	১০৮	২২	১৩০	৮৮	১৮	১০৬	২০০৬
৩১	টিভিআই, কিশোরগঞ্জ	৪	১২০	৭১	৬৮	১৩৯	৫৮	৫৫	১১৩	
৩২	টিভিআই, ফরিদপুর	৪	১২০	১০৪	২৪	১২৮	১১৭	২২	১৩৯	
৩৩	টিভিআই, টাংগাইল	৪	১২০	১৯১	৩৪	২২৫	১৬৬	২৭	১৯৩	
৩৪	টিভিআই, নোয়াখালী	৪	১২০	১৭৮	৫১	২২৯	১৭৩	৫৭	২৩০	
৩৫	টিভিআই, কক্সবাজার	৪	১২০	১৭৮	৬২	২৪০	১৬০	৭৫	২৩৫	
৩৬	টিভিআই, সিরাজগঞ্জ	৪	১২০	২২৮	১৯	২৪৭	১৫৪	২০	১৭৪	
৩৭	টিভিআই, গাইবান্ধা	৪	১২০	১১৬	২০	১৩৬	৯২	১১	১০৩	
৩৮	টিভিআই, নওগাঁ	৪	১২০	৪৬	১৪	৬০	২৪	২২	৪৬	
৩৯	টিভিআই,চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৪	১২০	৮৭	২০	১০৭	১১০	১২	১২২	
৪০	টিভিআই, রামাইগাছি, নাটোর	৪	১২০	১০০	২১	১২১	১১৪	২৫	১৩৯	১৯৯৬
৪১	টিভিআই, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ	৪	১২০	৯৫	১০	১০৫	৬২	১২	৭৪	২০১৮
				৪৫১৭	১৪০০	৫৯১৭	৩৭৭৮	১২১৮	৪৯৯৬	

- প্রতিটি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউটে আসন সংখ্যা ১২০ টি করে এবং ১১টি প্রতিষ্ঠানে দুই শিফট মোট (১২০×৪১)=৪৯২০ টি এবং (১২০×১১)=১৩২০ টি অর্থাৎ সর্বমোট আসন (৪৯২০+১৩২০)=৬৩৬০ টি।
- উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে শুরু হতে ২০২০ পর্যন্ত ৪৭৬০৩ জন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেছে এবং ৩৮৯১৯ জন ছাত্র-ছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে ।
- পাশের গড় হার ৮১.৭৬%।

৩.০ পোষক কর্তৃপক্ষ

মন্ত্রিসভার গত ০৫ মে ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বস্ত্র অধিদপ্তর বস্ত্রখাতের পোষক কর্তৃপক্ষ। বস্ত্র আইন, ২০১৮ এর ধারা ২(৬) অনুযায়ী বস্ত্র অধিদপ্তর হচ্ছে বস্ত্রখাতের পোষক কর্তৃপক্ষ। পোষক কর্তৃপক্ষের কাজ গতিশীল করার লক্ষ্যে বস্ত্র আইন ২০১৮ এর ধারা ২২, ধারা ৬, ১২ এবং ১৩ এর সহিত পঠিতব্য ক্ষমতাবলে সরকার বস্ত্রশিল্প (নিবন্ধন ও ওয়ানস্টপ সার্ভিস কেন্দ্র) বিধিমালা, ২০২১ বিধিমালা প্রণয়ন করেছে।

৩.১ পোষক কর্তৃপক্ষের কাজ

বস্ত্র অধিদপ্তর হতে এ পর্যন্ত মে/২০১৩ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ১৪৮৫ টি বস্ত্রশিল্প এবং ৮৩৫ টি বায়িং হাউজ নিবন্ধতি হয়েছে এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৩,২৪৭ টি আবেদনের মধ্যে ৩,২০৩ টি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে যার নিষ্পত্তির হার ৯৮.৬৪%।

৪.০ এক নজরে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বস্ত্র অধিদপ্তরের অর্জনসমূহ:

১. বস্ত্র অধিদপ্তরে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিভিন্ন পর্যায়ে ২০ টি পদে সরাসরি জনবল নিয়োগ করা হয়েছে এবং ০৭ টি পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ২৪২ টি পদ সৃজন করা হয়েছে।

২. জাতীয় বস্ত্র দিবস উপলক্ষে "সেবা সপ্তাহ-২০২০" সফলভাবে উদযাপন।

৩. পোষকের আবেদন শতভাগ ই-নথিতে নিষ্পত্তি।

৪. বস্ত্র অধিদপ্তর এর মাধ্যমে ২২৯ টি নতুন বস্ত্রশিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিত হয়েছে।

৫. বস্ত্র অধিদপ্তর এর মাধ্যমে ৪০৭ টি বায়িং হাউস প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিত হয়েছে।

৬. ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৬৮৩ টি বস্ত্রশিল্প এবং ৪৫০টি বায়িং হাউস পরিদর্শন করা হয়েছে।

৭. নিবন্ধিত বস্ত্রশিল্প কারখানার তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে ।

৮. ২০২০-২০২১ অর্থবছরে পোষকের কাজের সেবা ফি বাবদ মোট ১,২৬,৫৬,৭৫০/- (এক কোটি ছাব্বিশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার সাতশত পঞ্চাশ) টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে;

৯. বস্ত্র আইন, ২০১৮ অনুযায়ী সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে বস্ত্রশিল্প (নিবন্ধন ও ওয়ানস্প সার্ভিস কেন্দ্র) বিধিমালা, ২০২১ জারি করা হয়েছে।

১০. স্টেকহোল্ডারদের সাথে বিভিন্ন সময় মতবিনিময় সভার আয়োজনের মাধ্যমে পোষকের কাজ আরও গতিশীল করা;

১১. শেখ রেহানা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, গোপালগঞ্জ এ ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে;

১২. শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, গৌরনদী, ভোলা টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, ভোলা ড.এম.এ.ওয়াজেদ মিয়া টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পীরগঞ্জ, রংপুর এবং বেগম আমিনা মনসুর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ ৪টি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ভোলা টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট এবং বেগম আমিনা মনসুর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করার জন্য শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

পাট অধিদপ্তর

১.০ পটভূমিঃ

পাটের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ এবং পাটের বৈদেশিক বাণিজ্য তদারকির জন্য ১৯৫৩ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে প্রথমে জুট বোর্ড গঠিত হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে জুট বোর্ড বিলুপ্ত করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পাট বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। ১৯৭৬ সালে স্বতন্ত্র পাট মন্ত্রণালয় সৃষ্টি হয়। উহার অধীনে সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে পাট পরিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীতে কাঁচাপাট ও পাটজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণকল্পে বিশ্ব ব্যাংকের সুপারিশের আলোকে ১৯৭৮ সালে পাটপণ্য পরিদর্শন পরিদপ্তর নামে অপর একটি পরিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। ১৯৯২ সালে পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সাবেক 'পাট পরিদপ্তর' এবং 'পাট ও পাটপণ্য পরিদর্শন পরিদপ্তর' একীভূত করে পাট অধিদপ্তর গঠিত হয়। সাবেক পরিদপ্তর দু'টির মোট জনবলের সংখ্যা ছিল ৭৯৩ জন। নবগঠিত পাট অধিদপ্তরের জনবল নির্ধারণ করা হয় ৪৯৪ জন । সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের ১২০ সংখ্যক জনবল পাট অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত হওয়ায় বর্তমানে অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা ৬০৪ জন।

২.০ ভিশন ও মিশন

২.০১ ভিশন : প্রতিযোগিতা সক্ষম টেকসই পাটখাত প্রতিষ্ঠা।

২.০২ মিশন : পাটচাষী, পাটকল ও ব্যবসায়ীদেরকে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবহার ও ব্যবসা সম্প্রসারণ ।

২.০৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ :

- পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি;
- আইন ও বিধিমালা প্রয়োগ জোরদারকরণ;
- পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবসায় সহযোগিতা প্রদান;
- মানবসম্পদ উন্নয়ন;
- পাটখাতে বিনিয়োগে সুযোগ সম্প্রসারণ।

৩.০ অধিদপ্তরের দায়িত্ব ও কার্যাবলীর বিবরণঃ

- পাট আইন, ২০১৭ এবং দি জুট (লাইসেন্সিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ১৯৬৪ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন;
- পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ এবং পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন;
- পাট ও পাটজাত পণ্য ব্যবসায়ে বিভিন্ন প্রকার লাইসেন্স প্রদান;
- পাটখাতের উন্নয়নে সকল প্রকার আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা প্রদান;
- পাট আবাদি জমির পরিমাণ, পাট উৎপাদনের পূর্বাভাস ও পূর্ববর্তী বছরের তুলনামূলক পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংকলন, সরবরাহ ও সংরক্ষণ;
- রপ্তানিযোগ্য পাটজাত পণ্যের বাধ্যতামূলক মান পরিদর্শন, পরীক্ষণ ও মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনে পাটকলসমূহকে সহায়তা প্রদান;
- রপ্তানিকারক ও পাটকলসহ পাট ও পাটজাত পণ্য ব্যবসায়িদের কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ, বাজার পরিস্থিতি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সরকারকে অবহিতকরণ;
- মানব সম্পদ উন্নয়নে কর্মকর্ত/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- প্রকল্পের আওতায় উচ্চ ফলনশীল জাতের পাট ও পাটবীজ উৎপাদন ও সম্প্রসারণ, পাট চাষীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণ; এবং
- পাট আইন, ২০১৭ এর খসড়া বিধিমালা প্রণয়ন।

৪.০ প্রশিক্ষণঃ

৪.০১ পাট অধিদপ্তরের ২০২০-২১ অর্থবছরের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম :

ক্যাটাগরি	প্রশিক্ষণের সংখ্যা	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
ইন হাউজ প্রশিক্ষণ	১২ টি	২২৭ জন	৩১২ জন	৫৩৯ জন
বিদেশ প্রশিক্ষণ	-	-	-	-
ওয়ার্কশপ/সেমিনার	৪ টি	৯২ জন	১৩৭ জন	২২৯ জন
পাট চাষী প্রশিক্ষণ	৪৬ টি জেলার ২৩০ টি উপজেলায়			২২৯৩৯ জন

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করছেন পাট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হোসেন আলী খোন্দকার (অতিরিক্ত সচিব) (১-২৪ জুন, ২০২১খ্রিঃ)

পাট অধিদপ্তরের নিয়মিত মাসিক সভা

৫.০ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জন

৫.১ পাটজাত দ্রব্যের মান পরিদর্শন কার্যক্রম:

অর্থ বছর	মিল পরিদর্শন সংখ্যা	পরিদর্শনের ফলাফল			
		সরকারি মিল		বেসরকারি মিল	
		স্বাভাবিক	নিম্নমান	স্বাভাবিক	নিম্নমান
২০২০-২১	২৯৮	-	-	৬৯০	০৬

৫.২ পাটজাত দ্রব্যের মান পরীক্ষণ কার্যক্রম :

অর্থবছর	প্রাপ্ত নমুনার সংখ্যা	পরীক্ষিত নমুনার সংখ্যা	ফলাফল	
			স্বাভাবিক	নিম্নমান
২০২০-২১	১১৩৭	১১৫৫	১১৪৫	১১

৫.৩ সম্পাদিত কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত তথ্য ও পরিসংখ্যান :

৫.৩.১ কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্য :

অর্থবছর	পাট/পণ্য	উৎপাদন	রপ্তানি	রপ্তানি আয়	
				টাকা	মার্কিন ডলার
২০২০-২০২১	কাঁচা পাট	৯০.৯১ (লক্ষ বেল)	৫.৮৬ (লক্ষ বেল)	৬৫৯.৭৩ (কোটি টাকা)	৭৮৩.১২ (মিলিয়ন ডলার)
	পাটজাত পণ্য	৩.১৩ (লক্ষ মে: টন)	২.৩৮ (লক্ষ মে: টন)	২৩৬৯.৪৫ (কোটি টাকা)	২৭৯.৫০ (মিলিয়ন ডলার)

৫.৩.২ পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত:

অর্থবছর ২০২০-২০২১	পরিচালিত মোবাইল কোর্টের সংখ্যা	১৪২৪
	আরোপিত জরিমানা	৯৫.৫৪ লক্ষ টাকা
	কারাদন্ড	০৪ জন

৫.৩.৩ লাইসেন্স সংক্রান্ত:

লাইসেন্স এর অর্থবছর	বিবরণ	সর্বমোট
২০২০-২০২১	নতুন ইস্যু ও নবায়ন	১৩,৮৯৮ টি
	রাজস্ব আয় (টাকায়)	৩৯১.০১ লক্ষ টাকা

৫.৩.৪ কর ব্যতীত রাজস্ব প্রদান :

অর্থ বছর		
২০২০-২০২১	কর ব্যতীত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)	১৬.৮০
	কর ব্যতীত রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	৭.৩৬
	অর্জনের শতকরা হার (%)	৪৩.৮০%

৫.৩.৫ উল্লেখযোগ্য অর্জন :

- পাট আইন-২০১৭ বাস্তবায়ন;
- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৩টি পাটপণ্য পরীক্ষাগারের মাধ্যমে ১১৫৫ টি নমুনা পরীক্ষণ;
- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৫ টি জোন কার্যালয়ের মাধ্যমে ২৯৮ টি পাটকল পরিদর্শন করে ৬৯৬ টি পণ্যের গুণগত মান পরিদর্শন;
- পাটখাতের উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে প্রতি বছর ৬ মার্চ জাতীয় পাট দিবস পালন;
- পাটপণ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ১৯টি পণ্যে (ধান, চাল, গম, ভূট্টা, সার, চিনি, মরিচ, হলুদ, পেঁয়াজ, রসুন, ডাল, ধনিয়া, আলু, আটা, ময়দা, তুষ-খুদ-কুড়া, পোল্ট্রি ফিড ও ফিস ফিড) পাটজাত মোড়ক ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা। উল্লেখ্য সম্প্রতি পোল্ট্রি খাদ্য ও মৎস্য খাদ্য এর ক্ষেত্রেও পাটজাত মোড়ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে;
- প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত চাষীদের মাধ্যমে ৪৮৯.৭৩১ মে:টন উচ্চফলনশীল পাটবীজ উৎপাদন, চাষীদের মধ্যে পাটবীজ সরবরাহ ও বিতরণ ৪৯১.৮৪ মে:টন এবং মানসম্মত তোষা পাট উৎপাদন(সম্ভাব্য) ৪৯১০ মে: টন;
- মুজিব বর্ষ উপলক্ষে দেশের ৪৬ টি পাট উৎপাদন প্রবণ জেলার ২৩০ টি উপজেলায় ২২,৯৩৯ জন পাটচাষীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে আধুনিক পদ্ধতির পাট চাষের কলাকৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করা;
- প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পাট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীর দক্ষতা বৃদ্ধি;
- পাটজাত পণ্যের গবেষণার লক্ষ্যে "বাংলাদেশ জুট গুডস রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট" শীর্ষক প্রকল্প পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ;
- বিভাগীয় পর্যায়ে পাট ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া;
- সরকারি কাজের ও সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে দাপ্তরিক কর্মপরিবেশের উন্নয়ন এবং
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরি।

চিত্র : বিভিন্ন জেলা "পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০" এর প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন বিষয়ক উদ্বুদ্ধকরণ সভা

৬.০ উত্তম চর্চা, সদাচার, উদ্ভাবন (ইনোভেশন)

৬.০১ উত্তম চর্চা :

- ❖ সেবা প্রত্যাশীদের জন্য পাট অধিদপ্তরের সেবাসমূহ সহজীকরণ ;
- ❖ পাট ও পাটপণ্য ব্যবসার লাইসেন্স প্রদানের জন্য আপডেট সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন ও ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে;
- ❖ পাটের প্রাথমিক হাটবাজারে ভিজা পাট ক্রয় বিক্রয় রোধকল্পে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় ভিজা পাটের কুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পাট অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ ;
- ❖ পাটের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ''পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০'' প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে পোস্টার, লিফলেট বিতরণ এবং পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি প্রচার ;
- ❖ লাইসেন্স প্রত্যাশী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট দ্রুততম সময়ে লাইসেন্স প্রদানের জন্য সরকারি কোষাগারে ফি জমা প্রদানের চালানসমূহ অন-লাইনে ভেরিফিকেশন ;
- ❖ পাটকলে উৎপাদিত পাটপণ্যের গুণগত মান সঠিক রাখার লক্ষ্যে পাট অধিদপ্তরের ৩টি পাটপণ্য পরীক্ষাগারের মাধ্যমে বিনামূল্যে নমুনা পরীক্ষা করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ;
- ❖ পাট অধিদপ্তর এর উদ্যোগে টিম গঠন করে সরকারি মিলের উৎপাদিত পণ্যমান যাচাই করা ;
- ❖ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার মাধ্যমে তথ্য সেবা নিশ্চিতকরণ ;
- ❖ ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশীগণের সেবা প্রদান সহজীকরণ করা।

৬.০২ সদাচার :

- ❖ ইনহাউজ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি সদাচারের উপযোগিতা গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা ;
- ❖ পাট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে জ্ঞানভিত্তিক কর্মপরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে গ্রন্থাগার স্থাপন ;
- ❖ অভ্যাগত সেবা প্রত্যাশীদের জন্য অতিথি কক্ষ স্থাপন ।

৬.০৩ উদ্ভাবন (ইনোভেশন) :

- ❖ প্রধান কাযালয়ের সম্মুখে ডিজিটাল বিলবোর্ড স্থাপন ;
- ❖ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার ও প্রশিক্ষণসমূহে পাটের ব্যাগ ব্যবহার বিষয়ে অনুরোধ পত্র প্রেরণ;
- ❖ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে সরকারি বই বিতরণের সময় পাটের ব্যাগ প্রদানের জন্য পত্র প্রদান;
- ❖ সরকারি দপ্তর ও সংস্থায় পাটের সামগ্রী ব্যবহার বিষয়ে পত্র প্রদান ;
- ❖ পাট ও পাটজাত পণ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধি ও পরিবেশ সুরক্ষার লক্ষ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণের জন্য প্রামাণ্য চিত্র তৈরি, বিতরণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থাকরণ।

৭.০ পাটখাতের সম্ভাবনাঃ

৭.০১ পাটখাতের সম্ভাবনা:

- ➢ উচ্চফলনশীল পাটবীজ ও উচ্চমান সম্পন্ন পাট উৎপাদন;
- ➢ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদার সাথে সংগতি রেখে পাটপণ্যের বহুমুখীকরণ;
- ➢ প্রতিযোগিতাসক্ষম পাটপণ্য উৎপাদনের উপযোগী করে পাটশিল্পের পাটকলসমূহের আধুনিকায়ন;
- ➢ পাট ও পাটপণ্যের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণ;
- ➢ পাটখাতের উন্নয়নে সরকার কর্তৃক প্রণোদনা প্রদান;
- ➢ পাটখাতে দেশি-বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ;
- ➢ নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ ও নতুন ডিজাইন উদ্ভাবনে গবেষণা ও উন্নয়ন এবং
- ➢ 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০' বাস্তবায়নের মাধ্যমে পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি।

পাট ক্ষেত

পাট জাগ দেয়া

পাটের আঁশ ছাড়ানো

পাটের আঁশ ও পাট খড়ি শুকানো

নদীর তীরে কাঁচা পাটের হাট

পাক্কা বেল

কাচ্চা বেল

পটভূমি :

রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৭/১৯৭২ মূলে ৭৮টি রাস্ট্রায়াত্ত জুট মিল পরিচালন কাজ তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৮-১৯৮১ সনে আরও ৪টি জুট মিল স্থাপনের মাধ্যমে মিল সংখ্যা দাঁড়ায় (৭৮+৪)=৮২।

তৎকালীন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এর অধীন পাট বিভাগ হতে ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ তারিখে জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি নং জেভি/আইসি/টিজএম-১/৮২ এরআওতায় ৩৫টি মিল সাবেক বাংলাদেশী মালিকদের নিকট শর্তসাপেক্ষে সরকার কর্তৃক হস্তান্তর করা হয়, ৮টি মিলের পুঁজি প্রত্যাহার করা হয় এবং ৭টি মিল সাবেক প্রাইভেটাইজেশন কমিশন (বর্তমানে বিডা)/বস্ত্র ও পাট মন্ত্রনালয় কর্তৃক বিক্রি করা হয়, ফলে মিল সংখ্যা দাঁড়ায় [৮২-(৩৫+৮+৭)] = ৩২টি। এর মধ্যে ২০০২ সালে বন্ধ ঘোষিত ২টি মিল (আদমজী জুট মিলস লিঃ ও এবিসি লিঃ) সরকারি আদেশে বেপজার নিকট হস্তান্তর করা হয়।

বিজেএমসির আওতাধীন মিল সংখ্যা থাকে ৩০টি। তন্মধ্যে ১টি মিল (মনোয়ার) ১৯৯৩ সনে বন্ধ করা হয় এবং পরবর্তীতে বিক্রি করা হয়, কিন্তু মামলাজনিত কারণে হস্তান্তর স্থগিত রয়েছে।

বিগত ২০০০ সনে সরকার কর্তৃক ২টি মিল যথাক্রমে দৌলতপুর জুট মিলস লিঃ ও নিশাত জুট মিলস লিঃ এবং ২০০৭ সনে ৪টি মিল যথাক্রমে পিপলস জুট মিলস লিঃ, কওমী জুট মিলস লিঃ, কর্ণফুলী জুট মিলস লিঃ ও ফোরাত কর্ণফুলী কার্পেট ফ্যাক্টরি বন্ধ ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে (১) পিপলস জুট মিলস লিঃ খালিশপুর জুট মিলস লিঃ নামে বিগত ০৫/০৩/২০১১ তারিখে (২) কওমী জুট মিলস লিঃ জাতীয় জুট মিল নামে বিগত ০৯/০৪/২০১১ তারিখে (৩) দৌলতপুর জুট মিলস লিঃ একই নামে বিগত ২৪/০১/২০১৩ তারিখে (৪) কর্ণফুলী জুট মিলস লিঃ এবং (৫) ফোরাত কর্ণফুলী কার্পেট ফ্যাক্টরি একই নামে বিগত ২৬/০১/২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে পুনরায় চালু করা হয়। সংখ্যাগতভাবে মিল সংখ্যা ৩০টি হলেও ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী মিল সংখ্যা হলো ২৬টি, কারণ পি. ও. ২৭/১৯৭২ এর সিডিউল অনুযায়ী ইউনাইটেড জুট মিল, মেঘনা জুট মিল, চাঁদপুর জুট মিল ৩টি আলাদা মিল হলেও একত্রে ইউএমসি জুট মিল নামে এবং আমিন জুট মিল ও আমিন ওল্ড ফিল্ড ২টি আলাদা মিল হলেও একত্রে আমিন জুট মিল নামে এবং কর্ণফুলী জুট মিল ও ফোরাত কর্ণফুলী কার্পেট ফ্যাক্টরি ২টি আলাদা মিল হলেও একত্রে কেএফডি নামে পরিচালিত হচ্ছে।

সাবেক মালিকদের নিকট হস্তান্তরিত মিল সমুহের মধ্যে শর্ত ভঙ্গের কারণে ২০১৪ হতে ২০১৮ সনের মধ্যে সরকার কর্তৃক ৬টি মিল পুনঃগ্রহণ (Take Back) করে বিজেএমসি'র নিকট ন্যস্ত করা হয়। উক্ত পুনঃগ্রহণ আদেশের বিরুদ্ধে ৫টি মিলের বিষয়ে মহামান্য আদালতে স্থিতাবস্থা (status-quo) আদেশ বজায় রয়েছে। ১টি মিলের বিষয়ে পূবালী ব্যাংকের পাওনা পরিশোধের জন্য রীট মামলা বিচারাধীন রয়েছে।

সরকারি আদেশে বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ২৫টি মিলের শ্রমিকদের চাকুরি গোল্ডেন হ্যান্ডশেক সুবিধার আওতায় অবসানসহ উৎপাদন কার্যক্রম ০১/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখ থেকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ঘোষণা করা হয়। বন্ধ পরবর্তী সরকারি আদেশে ১৭টি মিল ইজারা প্রদানের কার্যক্রম চলমান আছে।

২.০ বিজেএমসি'র রূপকল্প এবং অভিলক্ষ্য :

২.১ রূপকল্প (Vission) :

অবকাঠামো ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে পাটখাতের উন্নয়ন।

২.২ অভিলক্ষ্য (Mission):

- বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহ বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় চালু করে পাটপণ্যের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা পূরণে ভূমিকা রাখা;
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;
- আধুনিকায়ন করা;
- বিনিয়োগ আকর্ষণ করা;
- পাটশিল্পের জন্য দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা;
- সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিজেএমসিকে আত্মনির্ভরশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।

৩.০ বিজেএমসি'র কৌশলগত উদ্দেশ্য :

৩.১ কৌশলগত সাধারণ উদ্দেশ্য :

- মিলসমূহ বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় চালু করে পাটপণ্যের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা পূরণ;
- মানব সম্পদের উন্নয়ন;
- মিলসমুহ আধুনিকায়ন;
- বিনিয়োগ আকর্ষণ।

৩.২ কৌশলগত আবশ্যিক উদ্দেশ্য :

- দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;
- দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;
- তথ্য অধিকার ও স্বতঃস্ফূর্ত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন;
- কার্যপদ্ধতি সহজিকরণ ও সেবার মানোন্নয়ন;
- আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

৪.০ বিজেএমসি'র প্রধান কার্যাবলী :

- নিয়ন্ত্রণাধীন পাটকলসমূহ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা;
- পাটপণ্যের বহুমুখী ব্যবহারে গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- আধুনিকায়নের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণাধীন পাটকলসমূহের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা;
- পাটশিল্পের জন্য দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা;
- পাটশিল্পে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করা;
- তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, সম্প্রসারণ ও নিশ্চিতকরণ;
- পাটশিল্পে সরকারি নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।

৫.০ পরিচালনা পর্ষদ :

মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নং : ২৭, ১৯৭২ অনুযায়ী বিজেএমসি'র পরিচালনা পর্ষদে সরকারের অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার ১ জন চেয়ারম্যান এবং সরকারের যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ৫ জন পরিচালক রয়েছে। বিজেএমসি'তে কর্মরত পরিচালনা পর্ষদের সদস্যগণ সরকার কর্তৃক প্রেষণে নিয়োজিত হয়ে বিজেএমসি'র কর্মকান্ড পরিচালনা করছেন। মিলসমূহের কার্যক্রম তদারকির জন্য প্রতিটি মিল পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি করে এন্টারপ্রাইজ বোর্ড আছে। উক্ত এন্টারপ্রাইজ বোর্ড বিজেএমসি'র পরিচালক মন্ডলীর একজন সভাপতি, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, অর্থমন্ত্রণালয়, অর্থায়নকারী ব্যাংক, বিজেএমসি'র অঞ্চলিক সমন্বয়কারী কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধি, বিজেএমসি ও সংশ্লিষ্ট মিলের ১ জন করে সদস্য সমন্বয়ে গঠিত।

৬.০ আঞ্চলিক দপ্তর :

মিলের কার্যক্রম মনিটরিং করার নিমিত্তে বিজেএমসি'র মিলসমূহকে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা এ তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। অঞ্চল সমূহের দায়িত্বে রয়েছেন একজন করে আঞ্চলিক সমন্বয় কর্মকর্তা। আঞ্চলিক সমন্বয় কর্মকর্তা বিজেএমসি প্রধান কার্যালয় এবং মিলসমূহের সমন্বয়সহ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মিলসমূহের তদারকি ও অর্পিত অন্যান্য দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

৭.০ **বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন পাটকল ও মিল কারখানার সংখ্যা :**

মিলের ধরন	মিল সংখ্যা
পাটকল/জুট মিল	২২টি
নন-জুট মিল	৩টি
বন্ধ মিল (মনোয়ার জুট মিলস লিঃ মামলা জনিত কারণে হস্তান্তর হয়নি)	১টি
পুনঃগ্রহণকৃত মিলের সংখ্যা	৬টি
মোট মিলের সংখ্যা	**৩২ টি**

৮.০ **পুনঃগ্রহণকৃত মিলসমূহ :**

সরকার কর্তৃক ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ সালে গেজেট অনুযায়ী বিজেএমসি'র আওতাধীন ৩৫টি মিলের ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা হয়। উল্লিখিত মিলসমূহের মধ্যে শর্ত ভঙ্গের কারণে নিম্নলিখিত ০৬ টি মিল সরকার কর্তৃক পুনঃগ্রহণ (Take back) এবং ব্যবস্থাপনার জন্য বিজেএমসি'র অধীনে ন্যস্ত করা হয় :

১। ঢাকা জুট মিলস্ লিঃ, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

২। এ, আর, হাওলাদার জুট মিলস্ লিঃ, মাদারীপুর।

৩। ফৌজি চট কল লিঃ, পলাশ, ঘোড়াশাল, নরসিংদী।

৪। তাজ জুট বেকিং লিঃ, শিমড়াইল, সিদ্দিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

৫। সুলতানা জুট মিলস্ লিঃ, সিতাকুন্ড, চট্রগ্রাম।

৬। কো-অপারেটিভ জুট মিলস্ লিঃ, ঘোড়াশাল, নরসিংদী।

৯.০ **জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত দোয়া মাহফিল :**

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ২৭ আগষ্ট ২০২০ তারিখে বিজেএমসি'র সম্মেলন কক্ষে বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার শুরুতেই শহীদদের আত্মার প্রতি মাগফেরাত কামনা করে ১মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবন নিয়ে অনুষ্ঠানে আলোচনা করা হয়। বিজেএমসি'র পরিচালকবৃন্দ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ বিষয়গুলি উঠে আসে। পরিশেষে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় নিয়ে আলোচনা শেষ করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল

১০.০ **স্বাধীনতার মহান নেতার জন্মশত বার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধাজ্ঞাপন :**

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবসে বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান মহোদয়ের নেতৃত্বে ৩২ নং ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে ১৮/০৩/২০২১ তারিখে সংস্থার সম্মেলন কক্ষে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

বিজেএমসি’র চেয়ারম্যান মহোদয়ের নেতৃত্বে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি	জন্মশতবার্ষিক ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

১১.০ মুজিববর্ষ এবং মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে গৃহীত কার্যক্রম :

(০১) মুজিববর্ষ এবং মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় ও আওতাধীন মিলসমুহে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যানার, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড ইত্যাদির মাধ্যমে সজ্জিতকরণ ও আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়।

(০২) বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় ও আওতাধীন মিলসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন।

(০৩) বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়ের প্রধান ফটকে মুজিববর্ষের কাউন্টডাউনসহ বঙ্গাবন্ধুর জীবন ও দর্শনের উপর প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনের লক্ষ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়।

(০৪) ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। মুজিববর্ষ উপলক্ষে মুজিববর্ষের ও বিজেএমসি’র লোগো সংবলিত কোর্টপিন বিতরণ করা হয়।

(০৫) মিলের আওতাধীন বিদ্যালয়সমূহের শিশুতোষ শেখ মুজিব প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর আলোচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

(০৬) ‘পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর’ কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যেগ গ্রহণ করা হয়। প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় এবং প্রকল্পসমূহের রাস্তাঘাট এবং অফিস আদালতসহ সার্বিক পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়: প্রতিটি মিলে সকল শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের জন্য বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়; বনজ ও ফলজ বৃক্ষ রোপন করা হয়, মিলের অভ্যন্তরে অবস্থিত পুকুর ও জলাশয় নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

(০৭) প্রধান কার্যালয় ও মিলসমূহে জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বর্ণিল জীবন উদযাপন উপলক্ষে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়।

১২.০ পাটক্রয় ও উৎপাদন :

১২.০১ পাটক্রয় :

সরকারি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিজেএমসি’র নিয়ন্ত্রনাধীন ২৫টি পাটকলের শ্রমিকদের চাকুরি গোল্ডেন হ্যান্ডশেক সুবিধার আওতায় অবসানসহ মিলের উৎপাদন কার্যক্রম ০১/০৭/২০২০ তারিখ থেকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ঘোষণা করা হয় বিধায় ২০২০-২১ অর্থবছরে কাঁচা পাটক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়নি। তবে এ সময়ে মিলগুলোর গুদামে মজুত পাট বিক্রয়ের কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্পন্ন করা হয়।

১২.০২ উৎপাদন :

সরকারি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিজেএমসি’র নিয়ন্ত্রনাধীন ২৫টি পাটকলের শ্রমিকদের চাকুরি গোল্ডেন হ্যান্ডশেক সুবিধার আওতায় অবসানসহ মিলের উৎপাদন কার্যক্রম ০১/০৭/২০২০ তারিখ থেকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ঘোষণা করা হয় বিধায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মিলসমূহে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয়নি। তবে এ সময়ে ২২টি জুট মিল ও ৩টি নন-জুট মিলের প্রসেস মালামাল বিক্রয়ের কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্পন্ন করা হয়।

১২.০৩ বিপণন :

বিপণন ও বিক্রয় বিভাগের কার্যাবলী মূলত অভ্যন্তরীণ বিক্রয় ও বৈদেশিক বিক্রয় এ দু'টি উপ-বিভাগের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। বৈদেশিক উপ-বিভাগের কার্যাবলী পণ্যভিত্তিক যথা- হেসিয়ান, স্যাকিং, সিবিসি ইত্যাদি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিজেএমসি'র বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৫,০০০ মে.টন। এ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪৫,৮২৫.৯৩ মে.টন পাটজাত পণ্য বিক্রয় করা হয়েছে, যার মূল্য ৩৭৩.৫৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার ১০১.৮৪% অর্জিত হয়েছে। উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ হলেও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে বিপণন বিভাগ দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারসহ বহি:বিশ্বে পাটপণ্যের বাজার সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণে সময় উপযোগী কৌশল গ্রহণ করে।

১৩.০ ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ:

পাটজাত পন্য বিক্রয় কার্যক্রম	২০১৯-২০			২০২০-২১		
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	অর্জনের হার (%)	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	অর্জনের হার (%)
স্থানীয় বিক্রয় (মে. টন)	৩২০০০	৫০,৩৬৬.১১	১৫৭.৩৯%	৫০০০	৫,০৪০.৭১	১০০.৮১%
রপ্তানি (মে. টন)	৭৫০০০	৩৫,১৭১.৯২	৪৬.৯০%	৪০০০০	৪০,৭৮৫.২২	১০১.৯৬%
মোট বিক্রয় (মে. টন)	**১০৭০০০**	**৮৫,৫৩৮.০৩**	**৭৯.৯৪%**	**৪৫০০০**	**৪৫,৮২৫.৯৩**	**১০১.৮৪%**

সূত্র: বিপণন (এম.আর.পি.)

২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ সালের স্থানীয় বিক্রয় ও রপ্তানি (মেঃ টন)

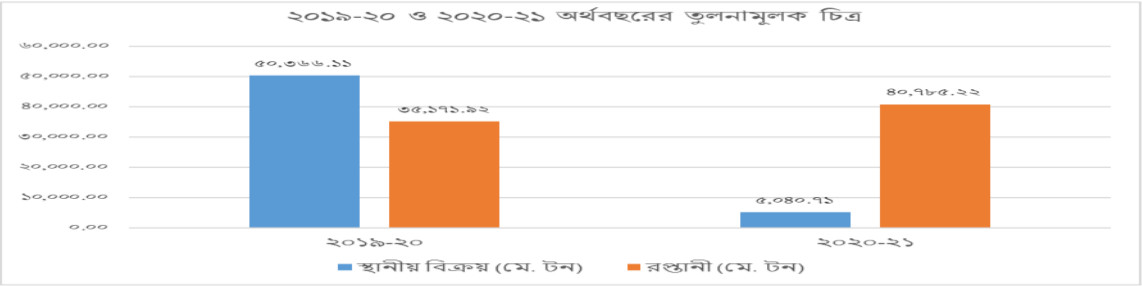

১৪.০ এক নজরে গত ১০ বৎসরের স্থানীয় ও বৈদেশিক বিক্রয়ের তথ্যাবলী:

কোটি টাকায়

ক্র:নং	অর্থবছর	মিলের সংখ্যা	রপ্তানি আয়	স্থানীয় বিক্রয় আয়	মোট আয়
১	২০১১-১২	২৭	১০৬০.৭০	২১৪.৪৯	১,২৭৫.১৯
২	২০১২-১৩	২৫	১৩৮০.৪৫	৩১৬.১৮	১,৬৯৬.৬৩
৩	২০১৩-১৪	২৫	৬২৯.৪২	৪২৪.৯২	১,০৫৪.৩৪
৪	২০১৪-১৫	২৩	৮১০.৬১	৩৪০.১৯	১,১৫০.৮০
৫	২০১৫-১৬	২৩	৭০২.৪৬	৪৯৬.০০	১,১৯৮.৪৬
৬	২০১৬-১৭	২৩	৭৮৫.৫৮	৪০৫.১২	১,১৯১.১৬
৭	২০১৭-১৮	২২	৮৩৫.৮৬	৩২৮.৬৯	১,১৬৪.৫৫
৮	২০১৮-১৯	২২	২৫৬.৮৫	৩৩৬.১২	৫৯২.৯৭
৯	২০১৯-২০	২২	৩০৩.৫১	৫৪৭.৪৬	৮৫০.৯৭
১০	২০২০-২১	২২	৩১০.৮৯	৬২.৬৮	৩৭৩.৫৭

সূত্র: বিপণন (এম.আর.পি.)

১০ বৎসরের স্থানীয় ও বৈদেশিক বিক্রয়ের চিত্র

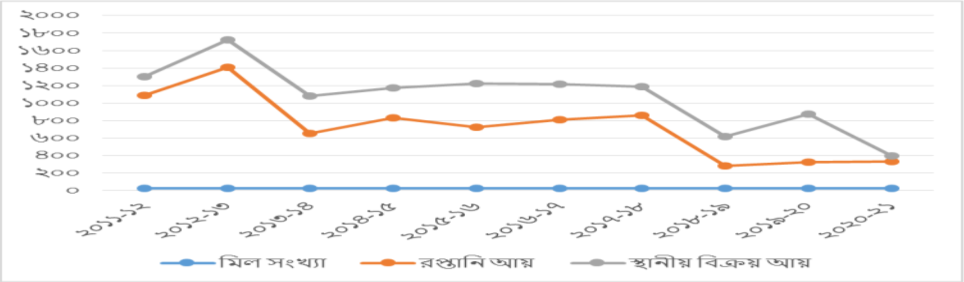

১৫.০ প্রশিক্ষণ :

বিজেএমসি'র প্রশিক্ষণ বিভাগের উদ্যোগে ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ১১৫২ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। যেখানে ৯৪৫ জন পুরুষ ও ২০৭ জন মহিলা প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

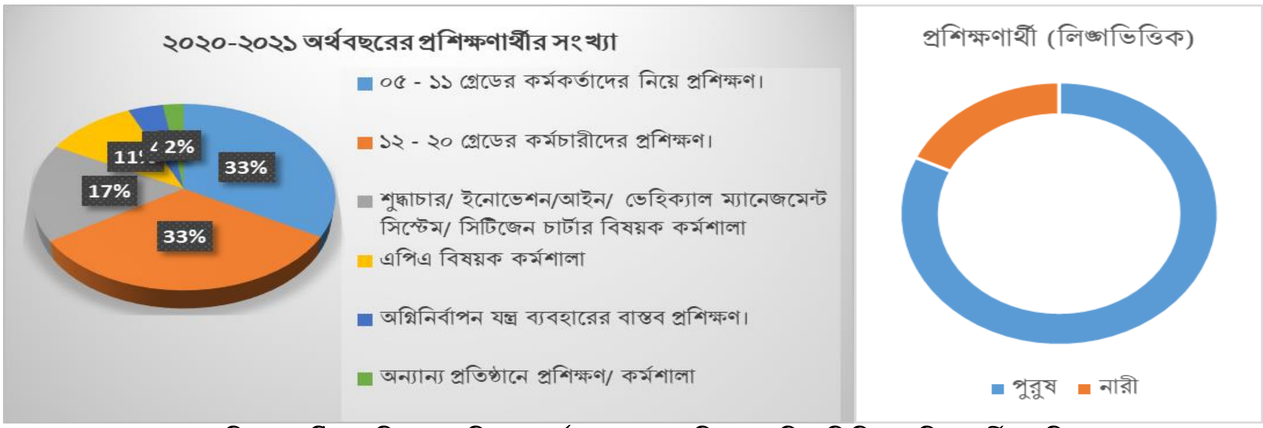

চিত্র: অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ/ প্রশিক্ষণ কর্মশালাসমূহের বিষয় ও লিঙ্গাভিত্তিক প্রশিক্ষণার্থীর পরিসংখ্যান

১৬.০ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আয় ও ব্যয় বিবরণী (অনিরীক্ষিত) :

লক্ষ টাকায়

ক্রঃ নং	বিবরণ	হেসিয়ান	সেকিং	সিবিসি	ইয়ার্ণ	অন্যান্য	মোট
	আয়সমূহঃ						
১	স্থানীয় বিক্রয়	১৮৫৮.১১	৪০৩৪.৪২	২৮০২.৬৯	১৯০.৬৯	৮৩৬.১২	৯৭২২.০৩
২	বৈদেশিক বিক্রয়	১৯২.৭১	২৬৫৬০.৮৭	৩৯৪৭.৫৭	৯৪.২১	২২১.৭২	৩১০১৭.০৮
৩	সাবসিডি	২৩.১৩	৩১৯৯.৪৩	৪৭৩.৭০	৮.৩৯	৪৪.৩২	৩৭৪৮.৯৭
৪	অ-পরিচালন আয়	৫১.১৩	১৩৩.৬৮	৬১.১৯	৮৭.১১	৬.৫৩	৩৩৯.৬৪
৫	**মোট আয়**	**২১২৫.০৮**	**৩৩৯২৮.৪০**	**৭২৮৫.১৫**	**৩৮০.৪০**	**১১০৮.৬৯**	**৪৪৮২৭.৭২**
	ব্যয়সমূহঃ						
৬	কাঁচা পাটের ব্যবহার	-		-	-	-	-
৭	অন্যান্য প্রত্যক্ষ কাঁচামাল	-		-	-	-	০.৭৮
৮	মজুরী	-		-	-	-	৬৪০৪.৬১
৯	বেতন	-		-	-	-	১৪১৭৬.৯৮
১০	বিদ্যুৎ	-		-	-	-	৯৩১.৯১
১১	জ্বালানি	-		-	-	-	৭৬.৩২
১২	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	-		-	-	-	১৬৫.৮৪
১৩	অবচয়	-		-	-	-	৫৯৮.১৮
১৪	বীমা	-		-	-	-	২১৭.৬৪
১৫	অন্যান্য কারখানা উপরিব্যয়	-		-	-	-	৩১৯.০১
১৬	প্রক্রিয়াধীন পণ্যের সমন্বয়	-		-	-	-	৬৪৩২.৬৫

১৭	মজুদ পণ্যের সমন্বয়	-		-	-	-	৪২৫৬০.৭৬
১৮	প্রশাসনিক ব্যয়	-		-	-	-	২০২৮.৩২
১৯	বিক্রয় ব্যয়	-		-	-	-	১০৬৯.৮৬
২০	সুদ ব্যয়	-		-	-	-	৭১৩৮.০০
২১	**মোট ব্যয় (৬...+ ২০)**	-		-	-	-	৮২১২০.৮৬
২২	**নিট লাভ/(ক্ষতি) (৫-২১)**	-		-	-	-	**(৩৭২৯৩.১৪)**

১৭.০ সম্পদের বিবরণ (২০১৯-২০২০) : (বিজেএমসির আওতাধীন মিলসমূহের)

লক্ষ টাকায়

বিবরণ	ঢাকা অঞ্চল	চট্টগ্রাম অঞ্চল	খুলনা অঞ্চল	নন-জুট	মোট
সম্পত্তি ও পরিসম্পদঃ					
স্থায়ী সম্পদের মূল্য	৫০৯৩৭৮.৪৩	৪৩৩৯৭৭.৭৯	৪৬৭০১১.৭০	২০৬৮৯.১২	১৪৩১০৫৭.০৫
বাদঃ পুঞ্জীভূত অবচয়	১৩৯০১.৭৭	১২৬০৩.৫৪	১৬৬৯৮.২৪	৩২৮.৪০	৪৩৫৩১.৯৫
***নিট স্থায়ী সম্পদ**	৪৯৫৪৭৬.৬৬	৪২১৩৭৪.২৫	৪৫০৩১৩.৪৬	২০৩৬০.৭৩	১৩৮৭৫২৫.১০
বিনিয়োগ	৮০৫.৭৯	৩১.৪১	৫৩.৩৬	০.০০	৮৯০.৫৬
চলতি সম্পদঃ					
স্টক এন্ড স্টোর	১৮৫১৯.৫২	১৫৬৩২.৮০	২৭৮৫০.৩৭	১৬৯৪.৯৫	৬৩৬৯৭.৬৪
দেনাদার	২৯৯৮৭.৭৯	১৬৩২০.২১	১৩২১১.৩৬	৯১৩.০৮	৬০৪৩২.৪৪
মিলসমূহের পাওনা	২৬১৬.০৬	৪৫১০.২৭	৩৪০৪.৭২	৮৪.৫৫	১০৬১৫.৬০
অগ্রিম,জমা ও প্রদান	৫০৮৪.২৬	১২০০.১১	২১২৬.১৬	১০১.৯২	৮৫১২.৪৫
প্রাপ্য ইনটেরিম রেভিনিউ	৯১০.৫৩	৩৮২.৯৮	১৫১৮.৫৪	০.০০	২৮১২.০৫
বিজেএমসি চলতি হিসাব	৫৮২০১.১৭	৮৮৩৪.৪৬	০.০০	০.০০	৬৭০৩৫.৬৩
নগদ এবং ব্যাংকে জমা	১৫৭৯.২৮	১২২১.৫৫	১০১৮.৭৬	৮৪.৯৭	৩৯০৪.৫৬
মোট চলতি হিসাব	১১৬৮৯৮.৬১	৪৮১০২.৩৮	৪৯১২৯.৯১	২৮৭৯.৪৭	২১৭০১০.৩৭
লাভ/(ক্ষতি) হিসাব	৩৫৯১৭৬.৯৩	২৬০৭৮৬.৪৫	৬৮৫৩০৪.৪৬	৬৩৬৩.০৫	১৩১১৬৩০.৮৯
মোট সম্পদ	**৯৭২৩৫৭.৯৯**	**৭৩০২৯৪.৪৯**	**১১৮৪৮০১.১৯**	**২৯৬০৩.২৫**	**২৯১৭০৫৬.৯২**

স্থায়ী সম্পদ: ভূমি, ভূমিউন্নয়ন, দালান কোঠা ও অন্যান্য, স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি, পরিবহণ ও মোটরযান, অন্যান্য সম্পদ। উল্লেখ্য, যে বিজেএমসি'র পরিচালনা পর্ষদের ২৮/০৩/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পর্ষদ সভার সিদ্ধান্ত নং-৩৬৫.১৩/১৫-১৬ এর আলোকে ইতঃপূর্বে ভ্যালুয়ার প্রতিষ্ঠান নিয়োগ পূর্বক; মিলের স্থায়ী সম্পত্তির পুনঃমূল্যায়ন করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিলো। সে আলোকে মিলগুলি ভ্যালুয়ার প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করতঃ স্থায়ী সম্পত্তির পুনঃমূল্যায়ন করেছে। সকল মিলের পুনঃমূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকল্প হিসাব বিভাগ হতে একীভূত করে একটি সমন্বিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। সমন্বিত প্রতিবেদনের আলোকে তথ্য উপাত্তে স্থায়ী সম্পদের পুনঃমূল্যায়নকৃত টাকার অংক উল্লেখ করা হলো।

১৮.০ পাওনাদি পরিশোধ :

সরকারি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রনাধীন ২৫টি পাটকলের শ্রমিকদের চাকুরি গোল্ডেন হ্যান্ডশেক সুবিধার আওতায় অবসানসহ মিলের উৎপাদন কার্যক্রম ০১/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখ থেকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ঘোষণা করা হয়। অবসানকৃত শ্রমিকদের সকল পাওনা বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান মতে পরিশোধের নিমিত্তে শ্রমিকদের পাওনা ২.০০ (দুই) লক্ষ টাকা পর্যন্ত নগদে এবং ২.০০ (দুই) লক্ষের উর্দ্ধে পাওনার ক্ষেত্রে ৫০% নগদে এবং বাকি ৫০% তিন মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র আকারে দেয়া হবে মর্মে মাননীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি এর উপস্থিতিতে মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতিক, এমপি গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে ঘোষণা দেন। ঐ দিন তিনি ঢাকার ডেমরাস্থ করিম জুট মিলের শ্রমিকদের পাওনার অর্ধেক স্ব-স্ব ব্যাংক একাউন্টে নগদে ও বাকী অর্ধেক সঞ্চয়পত্র আকারে হস্তান্তরের মাধ্যমে শ্রমিকদের চূড়ান্ত পাওনা পরিশোধের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ উদ্বোধন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব লোকমান হোসেন মিয়া, মাননীয় সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

সঞ্চয়পত্র হস্তান্তর করেন
মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতিক, এমপি

সঞ্চয়পত্র হস্তান্তর করেন
মাননীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি

বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রনাধীন ২৫টি পাটকলের শ্রমিকদের মধ্যে দৈনিকভিত্তিতে পরিচালিত ৪টি মিলের শ্রমিকদের যাবতীয় পাওনা আগস্ট ২০২০ এর মধ্যে বিজেএমসি'র নিজস্ব অর্থায়নে পরিশোধ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২১টি মিলের অবসানকৃত ও অবসরপ্রাপ্ত মোট ৩৪৭৫৭ জন শ্রমিকের মধ্যে ৩২৮৯৫ জন শ্রমিকের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে মোট পাওনার ৫০% বাবদ ১৭১২.১২ কোটি টাকা নগদে পরিশোধ করা হয়, যার শতকরা হার ৯৬.৭৬%। অবশিষ্ট ৫০% অর্থ সামাজিক সুরক্ষার আওতায় ব্যাংকের মাধ্যমে ৩ মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র আকারে সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে ইস্যুর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ২২০২১ জন শ্রমিককে ১২২৮.৯১ কোটি টাকার সঞ্চয়পত্র ইস্যু করা হয়েছে, যার শতকরা হার ৭০.১২%। ২১৫৫২ জন বদলি শ্রমিকের পাওনা বাবদ অর্থ মন্ত্রণালয় হতে ২১২.০৮ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে এবং ২০১৯৪ জন শ্রমিককের পাওনা বাবদ ১৯৭.৫৪ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে, যার শতকরা হার ৯৩.৯৪%।

১৯.০ পাট হতে সোনালি ব্যাগ উৎপাদন (পাইলট) প্রকল্প :

বিজেএমসি'র বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা ড. মোবারক আহমদ খান কর্তৃক ২০১৭ সালে পাটের সেলুলোজ থেকে পচনযোগ্য (Biodegradable) ব্যাগ তৈরির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ও তার উপকারীতা উপলব্ধি করে উক্ত ব্যাগ তৈরি ও বাজারজাতকরণের স্বার্থে সোনালী ব্যাগ নামে ১০৩৬.৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এবং মাননীয় মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১২/০৫/২০১৭ সালে লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস লিঃ উদ্বোধনের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে প্রতিদিন এক শিফটে ম্যানুয়ালি সোনালি ব্যাগ উৎপাদনের কার্যক্রম চালু রয়েছে। অটোম্যাটিক ব্যাগ বানানোর মেশিন সরবরাহের প্রচেষ্টা চলছে। অটোম্যাটিক মেশিন সরবরাহের পর দৈনিক ১ লক্ষ পিস সোনালি ব্যাগ উৎপাদন করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। সোনালী ব্যাগ দ্রুত বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে স্বল্প মেয়াদের প্রকল্প পরিকল্পনা শেষ হলে মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রকল্প পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। পরিবেশবান্ধব সোনালি ব্যাগের অধিকতর গবেষণার জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৯৯৬.৮৯ (নয়শত ছিয়ানব্বই দশমিক আট নয়) লক্ষ টাকার সরকারি অনুমোদন পাওয়া গেলেও খরচ করার অনুমতি মেলেনি।। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় ১৩৪ টা দেশ পলিব্যাগ নিষিদ্ধ ঘোষনা করেছে। শুধুমাত্র সঠিক বিকল্প না থাকায় নিষিদ্ধ পলিথিনের ব্যবহার বন্ধ হচ্ছেনা। এজন্য পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই সোনালি ব্যাগের চাহিদা রয়েছে। সোনালি ব্যাগই একমাত্র ক্ষতিকর পলিথিনের বিকল্প হতে পারে বলে আশা করা যায়। প্রকল্পটির মেয়াদ ডিসেম্বর'২০২২ পর্যন্ত আরো ১ (এক) বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সোনালি ব্যাগ

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ করপোরেশন

পটভূমিঃ

১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইজেস (রাষ্ট্রীয়করণ) অর্ডার ২৭, ১৯৭২ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশন (বিটিএমসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ সালের ১ জুলাই হতে ৭৪টি মিল নিয়ে বিটিএমসির যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে বিটিএমসি ও সরকারের উদ্যোগে ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে আরও ১২টি মিল প্রতিষ্ঠা করা হয়। ফলে বিটিএমসির নিয়ন্ত্রণাধীন সর্বমোট মিলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৬টি। সরকারের বি-রাষ্ট্রীয়করণ শিল্পনীতির আওতায় ১৯৭৭ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৬৫টি মিল হস্তান্তর, বিক্রি ও অবসায়ন করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৮-২০১৯ সাল পর্যন্ত হস্তান্তরিত ও বিক্রিত ৭টি মিল সরকার কর্তৃক পুনঃগ্রহন করে বিটিএমসি'র নিকট ন্যস্ত করা হয়। বিটিএমসির নিয়ন্ত্রণে বর্তমানে চালু ও বন্ধ মোট ২৫টি মিল রয়েছে। এর মধ্যে ২টি মিল ভাড়া পদ্ধতিতে চালু আছে, ১টি মিলে (চিত্তরঞ্জন কটন মিলস্, নারায়ণগঞ্জ) টেক্সটাইল পল্লী স্থাপনের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন আছে, ২টি মিল (আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলস, ডেমরা, ঢাকা এবং কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলস, টঙ্গী, গাজীপুর) পিপিপি'র আওতায় পরিচালনার নিমিত্তে প্রাইভেট পার্টনারদের সাথে চুক্তি করা হয়েছে এবং কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলটি প্রাইভেট পার্টনার ওরিয়ন কাদেরিয়া কে হস্তান্তর করা হয়েছে, ১টি মিলে (খুলনা টেক্সটাইল মিলস্, খুলনা) টেক্সটাইল পল্লী স্থাপনের অনুমোদন পরিবর্তনপূর্বক জমির অবস্থান অনুসারে পিপিপি-র আওতায় ফুডকোর্টসহ থিমপার্ক, হাসপাতাল, এমিউজমেন্ট পার্ক, রিসোর্ট নির্মাণের অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হয়েছে এবং অপর ১৯টি মিলে উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। এছাড়াও জাতীয়করণকৃত নামমাত্র (বাস্তব সম্পদবিহীন) ৩টি মিল (১. পারুমা টেক্সটাইল মিলস লিঃ ২. এলাহী কটন মিলস লিঃ ৩. রুপালী কটন মিলস লিঃ) বিটিএমসি'র তালিকায় আছে। টিআইডিসি নামক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট "নিটার" নামে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশন (বিটিএমএ) কর্তৃক ব্যবস্থাপনা চুক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

২.০ ভিশন ও মিশনঃ

ভিশন: বস্ত্রশিল্পের বিকাশে সহায়ক/কার্যকর ভূমিকা পালন করা।

মিশন: বিটিএমসি'র মালিকানাধীন মিলসমূহ ও এর সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।

৩.০ বিটিএমসির প্রধান কার্যাবলি ও উদ্দেশ্যসমূহ

৩.০১ বিটিএমসির প্রধান কার্যাবলিঃ

(০১) বিটিএমসি নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্রায়ত্ব চালু বস্ত্রকলসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা ও বন্ধ বস্ত্রকলসমূহ চালু করা;

(০২) মান সম্মত সূতা ও কাপড় তৈরির মাধ্যমে বিটিএমসিকে টেক্সটাইল সেক্টরে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা;

(০৩) বিটিএমসি নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্রায়ত্ব বন্ধ বস্ত্রকলসমূহে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাতীয় পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রস্তুতকল্পে সরকারের সাথে সমন্বয়ে সহযোগিতা করা;

(০৪) সরকারের পরামর্শে ও অনুমোদনক্রমে বিটিএমসি নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্রায়ত্ব বস্ত্রকলসমূহে নতুন উন্নয়ন প্রকল্প চিহ্নিত করা;

(০৫) রাষ্ট্রায়ত্ব বস্ত্রকলসমূহে চিহ্নিত প্রকল্প উন্নয়নের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রস্তুত করা এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহন করা;

(০৬) পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) এর আওতায় মিলসমূহ পরিচালনার লক্ষ্যে প্রকল্প চিহ্নিত করা, দেশী বিদেশী উদ্যোক্তাদের জন্য বিনিয়োগযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং বস্ত্র খাতের উন্নয়নে অবদান রাখা;

(০৭) অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিদর্শন, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, সমস্যা চিহ্নিতকরণ, অপচয় হ্রাসকরণ এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা;

(০৮) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল গড়ে তোলা।

৩.০২ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ

ক. কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র:

১. বিনিয়োগের সুযোগ সম্প্রসারণ।
২. আয় বৃদ্ধিকরণ;
৩. দক্ষতা উন্নয়ন;
৪. ব্যয় সংকোচন;
৫. কর্মসংস্থান এর সুযোগ সৃষ্টি।

খ. সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র:

১. শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন;
২. ই-গভর্ন্যান্স/উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন;
৩. তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন;
৪. অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন;
৫. সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন।

৪.০ সাংগঠনিক কাঠামো:

৪.০১ বিটিএমসি প্রধান কার্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোঃ

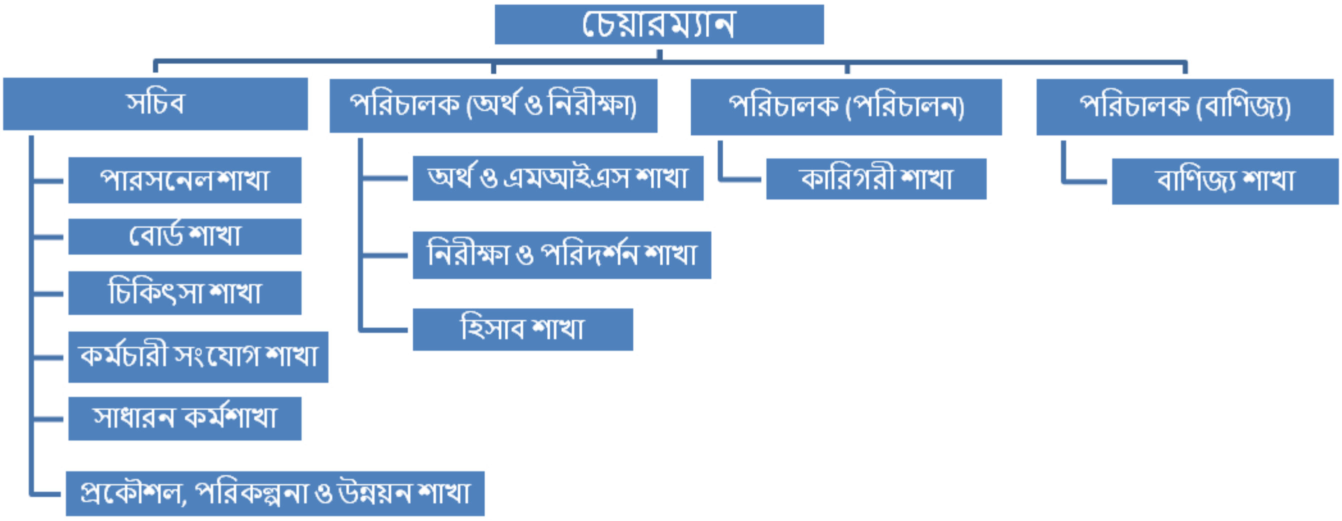

৪.০২ পরিচালনা পর্ষদঃ

১৯৭২ সালে ২৬শে মার্চ বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইজেস আদেশ নং-২৭(১৯৭২) এর ১১ ধারা মোতাবেক বিটিএমসির সার্বিক দায়িত্ব ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব/কর্তৃত্ব একজন চেয়ারম্যান ও পাঁচজন পরিচালক এর সমন্বয়ে গঠিত পরিচালক পর্ষদ এর উপর ন্যস্ত করা হয়। সরকার কর্তৃক নিয়োজিত চেয়ারম্যান একজন অতিরিক্ত সচিব পদ মর্যাদার কর্মকর্তা এবং পরিচালকগণ যুগ্মসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা। বর্তমানে মিলের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় তিনজন পরিচালক দ্বারা বিটিএমসির পরিচালক পর্ষদ পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া পরিচালনা পর্ষদের সচিব হিসেবে সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একজন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা নিয়োজিত আছেন।

৪.০৩ পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্ব বন্টনঃ

(১) চেয়ারম্যান:	কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী হিসেবে সার্বিক দায়িত্ব ও সকল প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা;
(২) পরিচালক(অর্থ ও নিরীক্ষা):	অর্থ, নিরীক্ষা ও হিসাব সম্পর্কিত কার্যাদি পরিচালনা করা;
(৩) পরিচালক(বাণিজ্য):	ক্রয় ও বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যাদি পরিচালনা;
(৪) পরিচালক(পরিচালন):	উৎপাদন, রক্ষণাবেক্ষণ, মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কার্যাবলি পরিচালনা;
(৫) সচিব:	পরিচালনা পর্ষদের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করা।

৪.০৪ এন্টারপ্রাইজ বোর্ডঃ

মিলসমূহের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে তদারকীর জন্য প্রতিটি মিলে একটি করে এন্টারপ্রাইজ বোর্ড আছে। প্রতিটি এন্টারপ্রাইজ বোর্ডে বিটিএমসির পরিচালকমন্ডলীর একজন পরিচালক চেয়ারম্যান/সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত আছেন। এছাড়াও উক্ত মিলের প্রধান নির্বাহী, বিটিএমসির একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, পার্শ্ববর্তী বিটিএমসির মিলের প্রধান নির্বাহী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, স্থানীয় জেলা প্রশাসক উক্ত এন্টারপ্রাইজ বোর্ডের সদস্য।

৪.০৫ কোম্পানি বোর্ডঃ

বিটিএমসি নিয়ন্ত্রণাধীন ৫টি মিল যথা: (১) সুন্দরবন টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ (২) দারোয়ানী টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ (৩) দিনাজপুর টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ (৪) মাগুরা টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ (৫) রাঙ্গামাটি টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ ১৯৯৩ সালের কোম্পানী আইন অনুযায়ী ১৯৯৪ সালে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী(লিমিটেড বাই শেয়ার) হিসেবে নিবন্ধিত। উক্ত কোম্পানী বোর্ডে বিটিএমসির পরিচালক পর্ষদের একজন সদস্য চেয়ারম্যান/সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত আছেন। এছাড়াও বিটিএমসি, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় জেলা প্রশাসক, অর্থ লগ্নীকারী ব্যাংকের প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট মিলের প্রধান নির্বাহী উক্ত কোম্পানী বোর্ডের সদস্য নিযুক্ত হয়ে থাকেন । কোম্পানী আইনের বিধানানুযায়ী কোম্পানীর বোর্ড সভা এবং বার্ষিক সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন যৌথমূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরে জমা দেয়া হয়।

৫.০ ১৯৭২ সাল থেকে হালনাগাদ বিটিএমসির সার্বিক মিলের সংখ্যাঃ

ক্রঃনং	বিবরণ	মিল সংখ্যা
১.	১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশবলে জাতীয়করণকৃত ;	৭৪
২.	১৯৭৫-৮৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময় বিটিএমসি কর্তৃক স্থাপিত ;	১২
৩.	**মোট (১+২)**	**৮৬**
৪.	১৯৭৭-৮৭ সাল পর্যন্ত সময়ে সাবেক বাংলাদেশী মালিকদের নিকট হস্তান্তরিত (হস্তান্তরিত ৩৪টি, পরবর্তীতে পুন:গ্রহণকৃত ৪টি মিল);	৩০
৫.	১৯৮২-৮৩ সালে অবসায়নের মাধ্যমে লিকুইডেশন সেল কর্তৃক বিক্রিত;	০৩
৬.	১৯৭৭-২০১০ সালে দরপত্রের মাধ্যমে বিক্রিত (প্রাইভেটাইজেশন কমিশন ও শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক);	১২
৭.	২০০০-২০১১ সালে শ্রমিক-কর্মচারীদের নিকট হস্তান্তরিত;	০৯
৮.	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এর লিকুইডেশন সেলে ন্যস্ত ;	০৪
৯.	**উপমোট (৪ থেকে ৮):**	**৫৮**
১০.	বিটিএমসি'র বর্তমান মিলঃ	
(ক)	ভাড়া পদ্ধতিতে চালু;	০২
(খ)	পিপিপি'তে হস্তান্তরিত/হস্তান্তরের প্রক্রিয়াধীন	০২
(গ)	টেক্সটাইল পল্লী স্থাপনের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন	০১
(ঘ)	পিপিপি'র আওতায় ফুডকোর্টসহ থিমপার্ক, হাসপাতাল, এমিউজমেন্ট পার্ক, রিসোর্ট নির্মাণের অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবিত	০১
(ঙ)	উৎপাদন বন্ধ অবস্থায় (পুনঃগ্রহণকৃত ৭টি মিলসহ)	১৯
১১	**উপমোট (১০):**	**২৫**
১২	১৯৭১-৭২ সালে জাতীয়করণের তালিকায় নামমাত্র মিল (বাস্তব সম্পদবিহীন)	০৩
	মোট (৯+১১+ ১২):	**৮৬**

৬.০ বিটিএমসির মিলসমূহের জেলা ভিত্তিক চিত্র ও মিলসমূহের তালিকাঃ

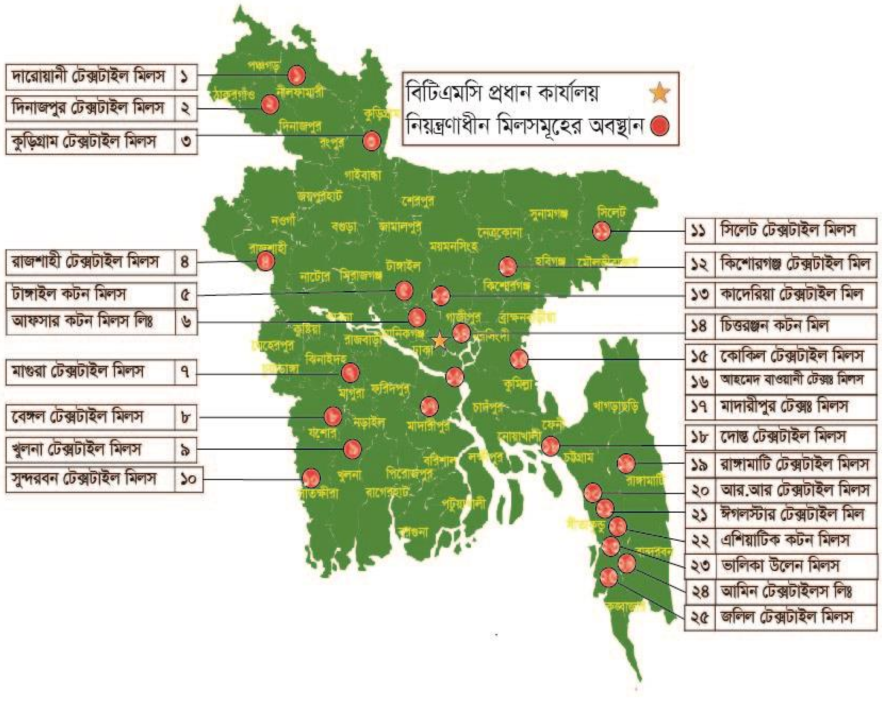

৭.০ বিগত দুই বছরের (২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১) আয়-ব্যয় ও লাভ/লোকসানের তুলনামূলক চিত্রঃ

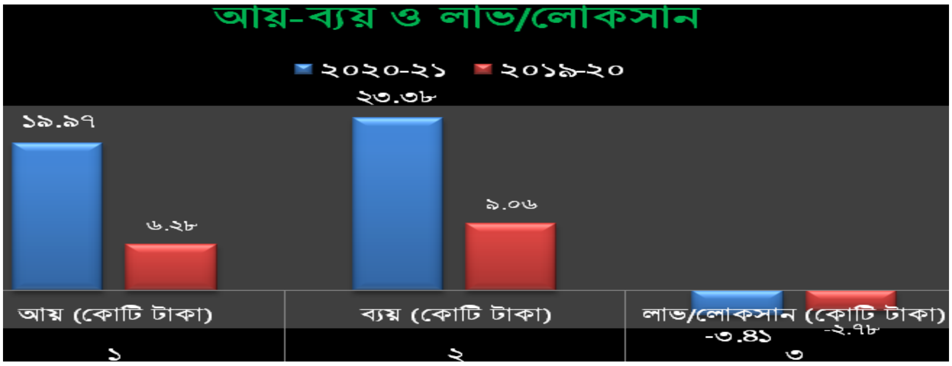

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০২০-২১	২০১৯-২০
১	আয় (কোটি টাকা)	১৯.৯৭	৬.২৮
২	ব্যয় (কোটি টাকা)	২৩.৩৮	৯.০৬
৩	লাভ/লোকসান (কোটি টাকা)	(৩.৪১)	(২.৭৮)

৮.০ জাতীয় অর্থনীতিতে একনজরে বিটিএমসির ভূমিকাঃ

৯.০ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানঃ

কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ২৭৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১০.০ পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) এর আওতায় মিল চালুর লক্ষ্যে কর্মশালা আয়োজন:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে বিটিএমসি'র মিলসমূহ পিপিপি'র আওতায় পরিচালনার লক্ষ্যে ৪টি মিলের Draft Bid Documents (IFB AND DRAFT PPP CONTRACT) এ স্টেক হোল্ডার কনসালটেশনের জন্য খসড়া বিড ডকুমেন্ট চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত পিপিপি গাইডলাইন অনুযায়ী পিপিপি কর্তৃপক্ষ ও আইআইএফসি কর্তৃক গত ২৭/০১/২০২১ তারিখে হোটেল প্যান-প্যাসিফিক সোনারগাঁও, ঢাকাতে স্টেকহোল্ডার কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্র: ঢাকাস্থ হোটেল প্যান-প্যাসিফিক সোনারগাঁও এ অনুষ্ঠিত পিপিপি'র স্টেকহোল্ডার কর্মশালা

১১.০ বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ১৮ মার্চ ২০২১ তারিখে বিটিএমসি'র সম্মেলন কক্ষে এক বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, এমপি। মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক বিটিএমসি ভবনে “মুজিব কর্নার” উদ্বোধন করা হয়।

চিত্র: জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে কেক কাটা হচ্ছে।

চিত্র: বিটিএমসি ভবনে মুজিব কর্নার উদ্বোধন।

চিত্র: মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী কর্তৃক মুজিব কর্নার পরিদর্শন।

চিত্র: বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ আলোচনা সভা।

১২.০ ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন:

১৫ আগস্ট ২০২১ তারিখে জাতীয় শোক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বিটিএমসি'র সম্মেলন কক্ষে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় জনাব মো. আবদুল মান্নান।

চিত্র: জাতীয় শোক দিবস উদযাপন উপলক্ষে পুষ্পস্তবক অর্পন

চিত্র: জাতীয় শোক দিবস উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল।

১৩.০ বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পঃ

১৩.০১ চিত্তরঞ্জন টেক্সটাইল পল্লী

চিত্তরঞ্জন টেক্সটাইল পল্লী স্থাপনের নিমিত্তে বিটিএমসির প্রস্তাব বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরিকল্পিত ২২টি শিল্প প্লটের মধ্যে ১১-২২ নম্বর ভুক্ত ১২টি প্লটে প্রস্তাবিত পুকুর ভরাট বিষয়ে Bangladesh Environmental Lawyers Association (BELA) কর্তৃক মামলা দায়ের করায় অবশিষ্ট ১০টি প্লট (১-১০নং) উন্মুক্ত দরপত্র আহবান পদ্ধতিতে বিক্রয়ের বিষয়টি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত। প্লট বিক্রয়ের জন্য মোট ১০ বার দরপত্র আহবানের বিপরীতে ১০ (দশ) টি প্লট (১ হতে ১০ নং) বিক্রয় প্রক্রিয়া এবং হস্তান্তর কার্য সাফ-কবলা দলিলের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে।

১৪.০ প্রস্তাবিত প্রকল্পঃ

১৪.০১ খুলনা টেক্সটাইল মিলের জমিতে ফুডকোর্টসহ থিমপার্ক, হাসপাতাল, এমিউজমেন্ট পার্ক, রিসোর্ট নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিতঃ

খুলনা টেক্সটাইল মিলের জমিতে "খুলনা টেক্সটাইল পল্লী" নির্মাণের প্রস্তাব গত ১২.১২.২০১১ খ্রিঃ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের পত্র সূত্র নং-বপাম/বেঃবিঃ/সমি/বেস (বেস)-১০/১১/৩৮২ এর মাধ্যমে অনুমোদিত হয়। মোট শিল্প প্লটের সংখ্যা ২৪ টি। প্লট বিক্রয়ের লক্ষ্যে ২ (দুই) বার উন্মুক্ত পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করা হলেও কোন দরদাতা প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেননি। অবস্থানগত কারনে উক্ত পারিকল্পনার পরিবর্তে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের আওতায় যে কোন প্রকল্প সরকার কর্তৃক অনুমোদনের মাধ্যমে পিপিপি আইন দ্বারা বাস্তবায়ন করা যায় কিনা সে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করা হচ্ছে।

১৫.০ বিগত এক বছরে বিটিএমসির গুরুত্বপূর্ণ অর্জনঃ

বর্তমান সরকার রাষ্ট্রায়ত্ব মিলগুলোর সম্পদ তথা জমির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য দেশি/বিদেশী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১২-১০-২০১৪ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে আর কোন মিল বিক্রি না করার এবং বন্ধ মিল চালু করার নির্দেশনা প্রদান করেন। তৎপ্রেক্ষিতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং বিটিএমসি সমন্বিতভাবে উত্তরনের পথ হিসেবে এবং মিল চালু করার একমাত্র উপায় হিসেবে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি)-কে অবলম্বন হিসেবে চিহ্নিত করেন। সে অনুযায়ী ১৬টি মিল পিপিপি'তে পরিচালনা করার জন্য অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি (সিসিইএ) এর নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ করা হয়। যার মধ্য হতে প্রথম পর্যায়ে ২টি মিল আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানের দ্বারা চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রাইভেট পার্টনারকে হস্তান্তর করার বিষয়ে পুনরায় সিসিইএ'র অনুমোদন নেয়া হয়। প্রথম পর্যায়ে আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলের নির্বাচিত প্রাইভেট পার্টনার (তানজিনা বাওয়ানী টেক্সটাইলস লিঃ) এর সাথে ২৫-০৬-২০১৯ তারিখে এবং কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলের নির্বাচিত প্রাইভেট পার্টনার (ওরিয়ন কাদেরিয়া টেক্সটাইলস লিঃ)-এর সাথে ২১-০৭-২০১৯ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। পিপিপি'র মাধ্যমে অবশিষ্ট ১৪টি মিলের মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে ৪টি মিল যথা- (১) আর, আর, টেক্সটাইল মিলস,চট্রগ্রাম, (২) দোস্ত টেক্সটাইল মিলস, ফেণী, (৩) মাগুরা টেক্সটাইল মিলস, মাগুরা ও (৪) রাজশাহী টেক্সটাইল মিলস,রাজশাহী । ৪টি মিলের (Draft Bid Documents (IFB AND DRAFT PPP CONTRACT) এ স্টেক হোল্ডার কনসালটেশনের জন্য খসড়া বিড ডকুমেন্ট চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত পিপিপি গাইডলাইন অনুযায়ী পিপিপি কর্তৃপক্ষ ও আইআইএফসি কর্তৃক গত ২৭/০১/২০২১ তারিখে হোটেল প্যান-প্যাসিফিক সোনারগাঁও, ঢাকাতে স্টেকহোল্ডার ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কশপে পিপিপি অথরিটি, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বিটিএমসি এবং আইআইএফসি'র উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন গ্রুপ অব কোম্পানির নেতৃবৃন্দ, আগ্রহী সম্ভাব্য দেশি-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণে ওয়ার্কশপটি ফলপ্রসু হয়েছে।

১৬.০ ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

পিপিপি'র মাধ্যমে অবশিষ্ট ১৪টি মিলের মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে ৪টি মিল যথা- (১) আর, আর, টেক্সটাইল মিলস, সীতাকুন্ড, চট্রগ্রাম, (২) দোস্ত টেক্সটাইল মিলস, নতুন রাণীরহাট, ফেণী, (৩) মাগুরা টেক্সটাইল মিলস, মাগুরা ও (৪) রাজশাহী টেক্সটাইল মিলস, সপুরা, রাজশাহী । পরবর্তিতে অন্যান্য মিলগুলোর টেন্ডারের কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে গ্রহন করা হবে। বর্ণিত ৪টি মিলের আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানের কার্যক্রম দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। মিলগুলো পিপিপি'র মাধ্যমে চালু করার পরিকল্পনা অনুযায়ী বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং বিটিএমসি কাজ করে যাচ্ছে এবং ইনশাল্লাহ এগুলো অত্যন্ত দ্রুততার সাথে বাস্তবায়ন করা হবে। আশা করা যাচ্ছে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে বন্ধ মিলগুলো পূর্ণাঙ্গ রূপে আধুনিকভাবে চালু হবে, যা ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে, শিল্পায়নের প্রস্র ঘটবে, রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাবে এবং রপ্তানি বাড়বে। পিপিপি অফিস, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বিটিএমসি এবং উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান আইআইএফসি (অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন) সমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

পটভূমিঃ

তাঁত শিল্পের মানোন্নয়নে বিগত ১৯৭২ সাল থেকেই বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁতের উন্নয়নে ছিলেন গভীরভাবে আগ্রহী। তাই সে সময় তিনি সমবায় সমিতি এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার মাধ্যমে তাঁতিদের ন্যায্য মূল্যে সুতা সরবরাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। দেশের লক্ষ লক্ষ গরীব ও নিঃস্ব তাঁত শিল্পীদের স্ব-পেশায় নিয়োজিত রেখে তাঁদের নিয়মিত প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সেবা সরবরাহের ব্যবস্থা করে, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান ও আধুনিক লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করা এবং উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর সুষ্ঠু বাজারজাতকরণে সহায়তা দান ও তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পকিল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) প্রদত্ত গুরুত্বানুসারে ১৯৭৭ সালে ৬৩ নং অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ হ্যান্ডলুম বোর্ড (বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড-বাতাঁবো) গঠিত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ২০১৩ সনের ৬৪ নং আইন অনুসারে Bangladesh Handloom Board Ordinance, ১৯৭৭ রহিত করে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড পুনর্গঠিত হয়।

২.০ বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোঃ

পদবি	সংখ্যা
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)	১ জন
সার্বক্ষণিক সদস্য (যুগ্ম-সচিব)	৪ জন
পরিচালক (প্রশাসন) [উপসচিব]	১ জন
খন্ডকালীন সদস্য	১০ জন
মোট	**১৬ জন**

২.১ বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদ গঠনঃ

সার্বক্ষণিক সদস্যঃ

(০১) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড;
(০২) সদস্য (ওএন্ডএম), বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড;
(০৩) সদস্য (সমিতি ও বাজারজাতকরণ), বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড;
(০৪) সদস্য (অর্থ), বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড;
(০৫) সদস্য (পরিঃ ও বাস্তঃ), বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড;

খন্ডকালীন সদস্যঃ

(০৬) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।
(০৭) মহাপরিচালক, বস্ত্র অধিদপ্তর, বিটিএমসি ভবন, ৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা।
(০৮) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার কোন কর্মকর্তা
(০৯) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার কোন কর্মকর্তা
(১০) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার কোন কর্মকর্তা ;
(১১) বোর্ডের পরিচালক (প্রশাসন), যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।
(১২) বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত উহার পরিচালক পদমর্যাদার কোন প্রতিনিধি ;
(১৩) সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় শিল্প সমিতি, ৯/ডি, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা (২য় তলা), ঢাকা।
(১৪) সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয় তাঁতি সমিতি।
(১৫) সরকার কর্তৃক, তাঁতিদের মধ্য হইতে, মনোনীত অনধিক ২ (দুই) জন তাঁতি।

৩.০ ভিশন ও মিশন

ভিশনঃ শক্তিশালী তাঁত খাত।

মিশনঃ তাঁতিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, চলতি মূলধন যোগান, গুণগত মানসম্পন্ন তাঁতবস্ত্র উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

৪.০ বোর্ডের কার্যাবলিঃ

(ক) হস্তচালিত তাঁত শিল্পের জরীপ, শুমারী এবং পরিকল্পনা গ্রহণ, পরিসংখ্যান সংরক্ষণ।
(খ) হস্তচালিত তাঁত শিল্পের উন্নয়ন ও উৎপাদনমূলক সেবা প্রদান।
(গ) হস্তচালিত তাঁত শিল্পের জন্য ঋণ সুবিধা সৃষ্টি।
(ঘ) তাঁতিগণকে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও কাঁচামাল ন্যায্যমূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং উৎপাদিত পণ্য গুদামজাতকরণের ব্যবস্থা করা।
(ঙ) তাঁত পণ্যকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশে প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ।
(চ) তাঁত পণ্য দেশ-বিদেশে বাজারজাত করণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
(ছ) তাঁতি ও তাঁত শিল্পের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি।
(জ) তাঁতিদের বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সুযোগ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
(ঝ) তাঁতজাত দ্রব্যাদির গুণগত মান ও প্রস্তুতকারী দেশ সম্পর্কিত সনদপত্র প্রদান।

৫.০ বাংলাদেশের সোনালি ঐতিহ্য মসলিনের সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার (১ম পর্যায়):

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে মসলিন প্রযুক্তি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা, মসলিন কাপড়ের নমুনা সংগ্রহ এবং নমুনা হতে মসলিন সুতার DNA সিকোয়েন্স সনাক্তকরণ, মসলিনের সুতা তৈরির "ফুটি কার্পাস" অনুসন্ধান করা, "ফুটি কার্পাস" উদ্ভিদের DNA এর সাথে মসলিন কাপড়ের DNA এনালাইসিস করে কাঙ্খিত ভ্যারাইটি সনাক্তকরণ এবং মসলিন কাপড় তৈরির উপযোগী "ফুটি কার্পাস" তুলার জাত পাওয়া না গেলে সমজাতীয় তুলার জার্ম-প্লাজম সংগ্রহ করার লক্ষ্যে মোট ১২১০.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে "বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য মসলিন সুতা ও কাপড় তৈরির প্রযুক্তি পুনরুদ্ধার (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থবছরের আরএডিপিতে ২৩৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। উক্ত অর্থবছরে জুন ২০২১ পর্যন্ত ১২৯.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়। আলোচ্য অর্থবছরের জুন ২০২১ পর্যন্ত ১২৬.৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে; আর্থিক অগ্রগতি ৫২.৯২%; বাস্তব অগ্রগতি ৭০.০০%। উল্লেখ্য, সরকারি নির্দেশনার আলোকে সংরক্ষণান্তে আরএডিপিতে বরাদ্দ ১৫০.০০ লক্ষ টাকা। সংরক্ষণান্তে আর্থিক অগ্রগতি ৮৪.৩২%। প্রকল্পের আওতায় শুরু থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩৯১.২৬ লক্ষ টাকা; ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩২.৩৪% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৭৫.০০%। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী গবেষণা কার্যক্রম চলমান আছে। ঢাকাই মসলিনের জিআই প্রাপ্তির জন্য পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক ০৬.০৮.২০২০ তারিখে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকাই মসলিনের জিআই জার্নাল নং-০৯ এর গেজেট গত ১০ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে প্রকাশিত হয়ে। ঢাকাই মসলিনের জিআই জার্নাল নং-৯ প্রকাশের ৬০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ায় কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষ দাবী না করায় গত ১৫-০৩-২০২১ তারিখে জিআই সনদের জন্য পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেড মার্কস অধিদপ্তরে আবেদন করা হয়। রেজিস্ট্রার, পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের অনুকূলে ২৫.০৩.২০২১ তারিখে ঢাকাই মসলিনের ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধন সনদপত্র প্রদান করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ২৭.০৬.২০২১ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকাই মসলিনের ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) সনদপত্র প্রদান করা হয়েছে।

১১.০১.২০২১ তারিখে জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী (বীর প্রতীক), এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং জনাব লোকমান হোসেন মিয়া, সচিব বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় মহোদয়ের সাথে মসলিন গবেষক দল

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় কর্তৃক মসলিন প্রকল্পের উইভিং কার্যক্রম পরিদর্শন

১২.০৯.২০২০ তারিখে রামপুর, চান্দিনা, কুমিল্লায় প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক স্পিনিং কার্যক্রম পরিদর্শন

গত ১১.০১.২০২১ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী (বীর প্রতীক), এমপি কর্তৃক মসলিন প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চাষকৃত ফুটি কার্পাস তুলা বাগান পরিদর্শন

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শাহ আলম কর্তৃক ২৭.০৬.২০২১ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকাই মসলিনের ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) সনদ গ্রহণের স্থিরচিত্র।

"বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য মসলিন তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে মসলিন পুনরুদ্ধারে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড "জনপ্রশাসন পদক-২০২১" প্রাপ্ত হওয়ায় মসলিন বিশেষজ্ঞ কমিটিকে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্বর্ধনা প্রদান

বাংলাদেশ জুট করপোরেশন

পাট চাষিদের পাটের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা, পাটের মূল্য স্থিতিশীল রাখা এবং বিদেশে পাটের বাজারের প্রসার ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে পাট ক্রয় ও বিপননের সাথে জড়িত নিম্নলিখিত ৫ টি প্রতিষ্ঠানকে ১৯৮৫ সালের ১লা জুলাই ৩০ নং অধ্যাদেশ মূলে একীভূত করে সরকার বাংলাদেশ জুট করপোরেশন গঠন করে:-

০১। বাংলাদেশ জুট মার্কেটিং করপোরেশন (প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৫৭);

০২। স্পেশাল প্রপার্টি জুট সেল (প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৬৫);

০৩। জুট ট্রেডিং করপোরেশন (প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৬৭);

০৪। এ পি সি র‌্যালি বাংলাদেশ লি: (প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৭১);

০৫। বাংলাদেশ জুট এক্সপোর্ট করপোরেশন (প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৭২);

২.০ **পটভূমিঃ**

বিশ্ব বাজারে পাটের চাহিদা হ্রাস , অব্যাহত লোকসান ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে ০৮ বছরের মধ্যে ১৯৯৩ সালে ২৪ নং আইনবলে বাংলাদেশ জুট করপোরেশনকে বিলুপ্ত করা হয়। বিলুপ্তি'র পর ১১-১০-১৯৯৩ তারিখে সংস্থাটির সম্পদ/ সম্পত্তি সমূহ বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংস্থা গুটানোর কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ২৪৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে নিয়ে বিলুপ্ত সেল গঠন করা হয়। ইতোমধ্যে প্রায় ২৬ বছর অতিক্রান্ত হলেও বিলুপ্ত সংস্থার সম্পত্তি সমূহের বিক্রয় ও সংস্থা গুটানোর কাজ শেষ হয়নি। বিলুপ্তি'র সময়ে কর্মরত জনবলের মধ্যে স্বাভাবিক অবসরগ্রহণ, মৃত্যুজনিত কারণে ৩০শে জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত প্রেষণে ১ জনসহ মোট ১ জন স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োজিত ৫০ জন কর্মচারী অত্র সংস্থায় কর্মরত আছেন।

৩.০ **আবেদনপত্রের ছকঃ**

ইত:পূর্বে ভাড়া/লিজ গ্রহণের ক্ষেত্রে সংস্থার নির্ধারিত কোন ফরম না থাকায় অনেক তথ্য ব্যতিরেকে আবেদনের মাধ্যমে ভাড়া/লিজ নেওয়ার প্রচলন ছিল। বর্তমানে সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে একশ টাকা পে-অর্ডার সন্নিবেশিত করে বিভিন্ন তথ্য প্রদানের মাধ্যমে ভাড়া/ লিজের আবেদন করতে হচ্ছে। সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে প্রতিযোগিতামূলক আবেদন করায় ভাড়া/লিজ এর হার বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।

৪.০ লিজ শর্তাবলী সংযোজনঃ

ইত:পূর্বে লিজের শর্তাবলী দূর্বল থাকায় বিজেসি'র স্বার্থ সংরক্ষিত হয়নি। বর্তমানে লিজের শর্তাবলী নতুনভাবে প্রণয়ন করায় এবং লিজের শর্তাবলী আইনগত মানসম্পন্ন হওয়ায় বিজেসি'র জবরদখল/ বিনা ভাড়ায় থাকা সকল ভূ-সম্পত্তি সংস্থার দখলে ও ভাড়ার আওতায় আসলে অনেক রাজস্ব আয় হবে। বিগত ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের তুলনায় ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে কয়েকগুণ রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। নির্ধারিত ছকে তথ্যের কলাম সংযোজনের পর প্রকৃত ব্যবসায়ীগণ ব্যতীত অন্য কারো বিজেসি'র সম্পত্তি ভাড়া /লিজ নেওয়ার সুযোগ নাই।

গত ২৬ বছরে যে সমস্ত ভূ-সম্পত্তি লিজ/ভাড়া দেওয়া হয়নি সেই সম্পত্তিগুলো পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ভাড়ার আওতায় আসছে। তাছাড়া যে সমস্ত সম্পত্তি দীর্ঘদিন পূর্বে দরপত্রের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়েছিল কিন্তু অর্পিত সম্পত্তি থাকার কারণে তা ক্রেতার অনুকূলে রেজিস্ট্রি করে দেয়া সম্ভব হয়নি। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে যথাযথ আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করে ক্রেতাদের রেজিস্ট্রি করে দেয়া হয়েছে। লিজের শর্তাবলী দূর্বলতার কারণে লিজ গ্রহীতা কর্তৃক প্রায় অর্ধ শতাধিক মামলার উদ্ভব হয়েছিল। বর্তমানে লিজের শর্তাবলী নতুন ভাবে প্রণয়ন করায় লিজ গ্রহীতা কর্তৃক এরূপ মামলা দায়ের করার সুযোগ থাকবে না।

৫.০ ভূমি ব্যবস্থাপনাঃ

সংস্থার ভূ-সম্পত্তির ব্যবস্থাপনায় বিগত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ব্যাপক পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করা হয়েছে। ২০০১ সালে বিক্রয় নীতিমালা অনুসরণ করে বিক্রিত সম্পত্তি'র মূল্য পরিশোধে খেলাপী ক্রেতাদের বিরুদ্ধে ইত:পূর্বে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। গত ৩০-০৪-২০১৮ তারিখে ৪ টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে খেলাপী ক্রেতাদের নিকট থেকে বি জে সি'র স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এবং লিজের আওতায় আনার জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। এতদিন বি জে সি'র ভূ-সম্পত্তি লীজ গ্রহীতা/ভাড়াটিয়া একসনা লিজ/ভাড়া নিয়ে আর কোন নবায়ন না করেই বিনা ভাড়ায় ভোগ দখল করে আসছিলো। উল্লেখিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে তাদেরকে লিজের আওতায় আনা হয়েছে ।

৬.০ FDR সংক্রান্তঃ

বিগত ২৪ বছরে সংস্থার নামে কোন FDR বৃদ্ধি পায়নি । কিন্তু গত ২০১৮-২০২০ অর্থ বছরের প্রায় ০২ কোটি টাকা FDR বৃদ্ধি পেয়েছে ।

৭.০ বিক্রয় সংক্রান্তঃ

২০১২ সালের পরে কোন সম্পত্তি বিক্রয় করা হয়নি । তবে দীর্ঘদিন পূর্বে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশন/ দলিল সম্পাদন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
বালিয়াপুকুর, রাজশাহী।

১৯৭৪ সালে উত্তরা গণভবন, নাটোরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজশাহীর রেশম গুটি ও বস্ত্র দেখে চমৎকৃত হন এবং রেশম শিল্প বিকাশে স্বতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তারই ফসল হিসেবে পরবর্তীতে ঐতিহ্যবাহী রেশম শিল্পের ব্যাপক সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড গঠিত হয়। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানোই ছিল এ সংস্থার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। বোর্ড সৃষ্টির পূর্বে এ শিল্পের সংগে জড়িত লোকসংখ্যা ছিল মাত্র ৩৫ হাজার। বর্তমানে দেশে এ শিল্পের সংগে জড়িত লোকসংখ্যা ৬.৫০ লক্ষ যার অধিকাংশই গ্রামীণ মহিলা।

রেশম একটি শ্রমঘন কৃষিভিত্তিক শিল্প। বাংলাদেশের ভৌগলিক-সামাজিক পরিবেশ এ শিল্পের উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। কৃষি ও শিল্প এ দু'টির সমন্বয়ে রেশম কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তুঁতচাষ, রেশম পোকা পালন, রেশম গুটি উৎপাদন প্রভৃতি কাজ কৃষি পর্যায়ভুক্ত। পক্ষান্তরে রিলিং, থ্রোয়িং, টুইস্টিং, বয়ন তথা রেশম বস্ত্র তৈরি এবং রং ও ছাপা প্রভৃতি কাজ শিল্প পর্যায়ভুক্ত। রেশম চাষের তাৎপর্যপূর্ণ দিক হচ্ছে অত্যন্ত অল্পদিনে, কম পরিশ্রমে এ ফসল ঘরে তোলা যায়। ধারণা করা হয় ৪৫০০ বছর পূর্বে চীনের চানতং প্রদেশে প্রথম রেশমের চাষ হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০ শতাব্দে ভারতবর্ষের হিমালয়ের পাদদেশে এর বিস্তৃতি ঘটে। পরবর্তীতে ভারতবর্ষ, মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীতে রেশম শিল্প বিস্তার লাভ করে। মোগল আমলে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলায় রেশম শিল্পের প্রসার ঘটে। ১৯৪৭ সালের পর পূর্ব পাকিস্থানে রেশম কার্যক্রম শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের অধীনে ন্যাস্ত ছিল। ১৯৬১-৬২ সাল থেকে ১৯৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত রেশম কার্যক্রম ইপসিক এর নিয়ন্ত্রণে ছিল। ১৯৯৭ সালে কোম্পানি আইনে বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়। ২০০৩ সালে বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটকে রেশম বোর্ডের আওতামুক্ত করে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে ন্যাস্ত করা হয়। পরবর্তীতে রেশম শিল্পের সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৩ সালে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এবং বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন ৩টি পৃথক সংস্থা একীভূত করে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। পুনর্গঠিত রেশম উন্নয়ন বোর্ডের ১৪ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী। রেশম উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করছেন সংস্থার মহাপরিচালক। গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট রয়েছে। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং এর প্রধান কার্যালয় রাজশাহীতে অবস্থিত।

২.০ ভিশন ও মিশনঃ

ভিশন :

দেশে রেশম চাষ ও শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন;

মিশন :

১. লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে কাঁচা রেশমের উৎপাদন বৃদ্ধি;
২. গবেষণালব্দ উচ্চ ফলনসীল তুঁত ও রেশম কীটের জাত প্রবর্তন;
৩. রেশম সেক্টরে দক্ষ ও কারিগরি জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;
৪. কাঁচা রেশম ও রেশম পণ্যের মান ও বৈচিত্র উন্নয়ন ও বিপণনের ব্যবস্থাকরণ;
৫. রেশম চাষ সম্প্রসারণে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, মোটিভেশন ও তদারকি কাজ জোরদারকরণ।

৩.০ বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের মূল কার্যক্রমঃ

১. রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন;
২. রেশম বিষয়ক বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও আর্থিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ, সহায়তা এবং উৎসাহ প্রদান;
৩. গবেষণা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ এবং বর্তমানে সংরক্ষিত ও ভবিষ্যতে সংগৃহীতব্য সকল রেশম পোকার জাত সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ;
৪. উন্নতজাতের তুঁত চাষাবাদের পদ্ধতি উদ্ভাবন;
৫. উন্নতজাতের ডিমপালন, সুস্থ পলুপোকার উদ্ভাবন ও বিতরণ;
৬. রেশম গুটি হতে সুতা আহরণ এবং কাঁচা রেশমের মান উন্নত ও উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনে সকল কাঁচা রেশম যথাযথভাবে যন্ত্রপাতি সজ্জিত স্বয়ংসম্পূর্ণ সিল্ক কন্ডিশনিং হাউস এর মাধ্যমে পরীক্ষা ও গ্রেডিং করার পর বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
৭. চরকা, রিলিং ও ফিলেচারে নিয়োজিত ব্যক্তিদিগকে কারিগরি পরামর্শ/প্রশিক্ষণ প্রদান;
৮. কাঁচা রেশম ও রেশম পণ্যের মান উন্নয়ন;
৯. রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের উপর বিভিন্ন উপাত্ত সংগ্রহ ও গ্রন্থনা;
১০. রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্টদের ঋণদানের সুবিধাদি সৃষ্টি;
১১. ন্যায্যমূল্যে রেশম শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালসহ রং, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, খুচরা যন্ত্রাংশ ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সিল্ক রিলার, উইভার ও প্রিন্টারদেরকে সরবরাহের ব্যবস্থা;

১২. দেশে-বিদেশে রেশম ও রেশম সামগ্রী জনপ্রিয় ও বাজারজাতকরণের জন্য প্রচারের ব্যবস্থা;রেশম সামগ্রী রপ্তানি করার জন্য রেশম সামগ্রীর মানোন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি এবং সিল্ক রিলার, রিয়ারার, স্পীনার, উইভার এবং প্রিন্টাদেরকে প্রশিক্ষণদানের সুবিধা সৃজন;
১৩. রেশম চাষ ও রেশম শিল্পে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সাধারণ সুবিধার জন্য প্রকল্প প্রণয়ন, পরিচালনা বাস্তবায়ন;
১৪. কাঁচা রেশম, স্পান সিল্ক ও রেশম পণ্য উৎপাদনের জন্য মিল স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ;
১৫. উপরিউক্ত কার্যাদি সম্পাদনের ক্ষেত্রে যেইরূপ প্রয়োজনীয় বা সুবিধাজনক হয় সেইরূপ আনুষঙ্গিক বা সহায়ক সকল বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ;
১৬. সরকার কর্তৃক আরোপিত রেশম উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

৪.০ মুজিববর্ষ/স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ

৪.১ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল ও বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে এবং জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড প্রধান কার্যালয়ে আলোকসজ্জা, সভা, সেমিনার, র‍্যালি করেছে।

৪.২ জাতির পিতার স্বপ্ন সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। জাতির পিতার দূরদর্শী নির্দেশনায় ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় রেশম উন্নয়ন বোর্ড তার অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সেই লক্ষ্যে রাজশাহী সিল্ক জি,আই ট্যাগ পেয়েছে যা মুজিববর্ষের অন্যতম পুরস্কার।

জিআই ট্যাগের সনদ গ্রহণ

৪.৩ লাহারপুরে রেশম তাঁতী, রেশম বসনী ও রিলার সমাবেশঃ

রেশমের চারণভূমি বলে খ্যাত চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার লাহারপুরে রেশম তাঁতী, রেশম বসনী ও রিলারদের রেশম শিল্পের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আরও বেশি সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে সমাবেশের আয়োজন করা হয়। উক্ত চাষি সমাবেশে মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, এমপি,বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় মহোদয় উপস্থিত ছিলেন।

লাহারপুরে রেশম তাঁতী, রেশম বসনী ও রিলার সমাবেশ

৪.৪ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সেমিনারঃ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্ম-জীবনীর ওপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সেমিনার

৪.৫ বসনীদের নিয়ে র‍্যালি, প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও সেরা বসনীদের পুরস্কার বিতরণঃ

রেশম সম্প্রসারণ এলাকার রেশম চাষিদের নিয়ে নতুন প্রজন্ম তথা ঐতিহ্যবাহী রেশম চাষ ও পণ্য সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের জন্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালির পর বসনীদের রেশম চাষ ও পলু পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং সারা দেশের সেরা বসনীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এছাড়া রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে গত কয়েকটি বছরের তুলনায় মুজিববর্ষে সম্প্রসারণ কর্মকান্ড অধিকতর বেগবান করা হয়েছে।

৪.৬ তুঁত চাষ, ফলজ ও ঔষধী গাছ রোপণঃ

রেশম সম্প্রসারণ এলাকায় প্রত্যেক ডিডি/এডি অফিসের মাধ্যমে একযোগে রেশমি চাষী/বসনীদের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব জমিতে তুঁতচারা, ফলজ ও ঔষধি গাছ রোপণ করা হয়।

তুঁতচাষ, ফলজ ও ঔষধী গাছ রোপণ

৪.৭ তুঁতচারা ও পলুপালন ম্যানুয়েল এবং রেশম ডিম বিতরণঃ

রেশম চাষের সাথে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি ও অধিক ফলনশীল এবং রেশম চাষ দক্ষভাবে করতে রেশম চাষীদের মধ্যে বিনামূল্যে তুঁতচারা ও পলুপালন ম্যানুয়েল বিতরণ করা হয়। এছাড়াও সারাদেশে একযোগে সকল ডিডি/এডি অফিস হতে রেশম সম্প্রসারণ এলাকায় রেশম চাষী/বসনীদের মধ্যে বিনামূল্যে রেশম ডিম বিতরণ করা হয়।

তুঁতচারা ও পলুপালন ম্যানুয়েল এবং রেশম ডিম বিতরণ

৪.৮ বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড কারখানায় উৎপাদিত রেশম পণ্য নিয়ে মেলায় অংশ গ্রহণঃ

রাজশাহী কালেক্টরেট মাঠে জেলা পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত দুদিন ব্যাপী উন্নয়ন মেলায় বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড কারখানায় উৎপাদিত নিজস্ব পণ্য নিয়ে মেলায় অংশ গ্রহণ করে।

৪.৯ রাজশাহী কারখানা চত্বর এবং জেডিপিসি ভবন চত্বর, ফার্মগেট, ঢাকায় শো-রুম স্থাপনঃ

রেশম চাষীদের উৎপাদিত গুটি থেকে খাঁটি রেশম পণ্যের সহজলভ্যতা এবং এর অতীত ঐতিহ্য ফেরাতে রাজশাহী কারখানা চত্বরে এবং জেডিপিসি ভবন চত্বর, ফার্মগেট, ঢাকায় শো-রুম স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত শো-রুম দুটি উদ্বোধন করেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, এমপি, বীরপ্রতীক। এছাড়া ঘরে বসেই রেশম পণ্য ক্রয়ের সুবিধার্থে রেশম পণ্য ক্রয়ের www.silkbsdb.com অনলাইন প্লাটফর্ম চালু করা হয়েছে।

জেডিপিসি ভবন চত্বর, ফার্মগেট, ঢাকায় শো-রুম স্থাপন

৪.১০ রাজশাহী রেশম কারখানা চালুকরণ:

২০০২ সালে বন্ধ ঘোষিত রাজশাহী রেশম কারখানা রেশম সংশ্লিষ্ট সকলের ঐকান্তিক চেষ্টা ও সহযোগিতায় চালু করা সম্ভব হয়েছে। রাজশাহী রেশম কারখানাটি দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে বন্ধ ছিল। বর্তমান সরকার রাজশাহীর সিল্ককে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে রাজশাহী রেশম কারখানাটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, এমপি, বীরপ্রতীক।বর্তমানে কারখানার ৩৮টি পাওয়ার লুম মেরামত করা হয়েছে এবং ১৯টি লুম পর্যায়ক্রমে চালু রয়েছে। **এ পর্যন্ত ২০,২৬৪ মিটার** কাপড় উৎপাদন করা হয়েছে। রাজশাহী রেশম কারখানা চত্বরে অবস্থিত রেশম পণ্য বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্রে রাজশাহী রেশম কারখানায় উৎপাদিত ব্লক, স্ক্রিন প্রিন্ট শাড়ী, গরদ শাড়ী, ডুপিয়ন সার্টিং, বলাকা, মটকা ইত্যাদি থান কাপড়, উত্তরীয়, টুপিস কাপড় বিক্রয় করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ঠাকুরগাঁও রেশম কারখানার ২০টি লুম মেরামত করা হয়েছে। ঠাকুরগাঁও রেশম কারখানাটি লীজ চুক্তিতে দিয়ে চালানোর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

৪.১১ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী "আমার বাড়ি আমার খামার" প্রকল্পের সাথে রেশম চাষ সম্পৃক্তকরণ কার্যক্রমঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক ৪১টি জেলার ৯৯ টি উপজেলায় আমার বাড়ী আমার খামার প্রকল্পের ৫২৮ টি সমিতির ২২,৭৩৩ জন সদস্যদের জরিপ করে ৩,৮০৩ জন সুবিধাভোগীকে তুঁত চাষের সাথে সম্পৃক্তকরণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। ৬৯৭ জন রেশম চাষী পলুপালনে সম্পৃক্ত হয়ে রেশম গুটি উৎপাদন করছে। নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ১২৫২ জনকে তুঁতচারা রোপন ও পরিচর্যা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত “আমার বাড়ি আমার খামার” প্রকল্পভুক্ত ২৫২৭ জন সদস্য তুঁতচাষে সম্পৃক্ত হয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে ৬৯৭ জন সদস্য রেশমপোকা পালন করে উৎপাদিত রেশমগুটি বিক্রয়ের মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হয়েছেন।

৫.০ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জনঃ

ক্রঃ নং	গৃহীত কার্যক্রম	অর্জন
১.	তুঁতচাষ ও তুঁতজমি রক্ষণাবেক্ষণ	৪২০ বিঘা
২.	তুঁতচারা উৎপাদন ও বিতরণ	৫.৮৫ লক্ষ
৩.	রোগমুক্ত রেশম ডিম উৎপাদন ও বিতরণ	৪.০০ লক্ষ
৪.	রেশম গুটি উৎপাদন	১.৪৫ লক্ষ কেজি
৫.	রেশম সুতা উৎপাদন (সরকারি পর্যায়ে)	১.০৯৯ মেঃটন
৬.	রাজশাহী রেশম কারখানায় রেশম কাপড় উৎপাদন	১০,৮১০ মিটার
৭.	রেশম বীজগুটি উৎপাদন	৮,৬৭৫ কেজি
৮.	রেশম চাষী প্রশিক্ষণ	৬২৫ জন
৯.	চাকী রিয়ারিং কেন্দ্রগুলিতে চাকী পলুপালন করে পলুপালনকারীদের বিতরণ	২.০০ লক্ষ চাকী পলু
১০.	আইডিয়াল রেশম পল্লী ও সম্প্রসারণ এলাকার চাষীদের পলুপালন সরঞ্জামাদি ও পলুঘর নির্মাণ বাবদ আর্থিক সহায়তা প্রদান	চাষিদের ৪,০০০ টি ডালা ও ৩,৯০০ টি চন্দ্রকী, সুতার জাল ৩,৭৭০টি (পলু পালন সামগ্রী) ঘড়া ১৩৬টি এবং পলুঘর ৫০টি বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

৬.০ প্রশিক্ষণঃ

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে রেশম উন্নয়ন বোর্ড কাজ করছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মাঠ পর্যায়ে চাষী ও বসনী থেকে শুরু করে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রয়োজন অনুসারে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণসহ ১৬ টি বিষয়ে সর্বমোট ১,১৩৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া এ অর্থবছরে "আমার বাড়ি আমার খামার" প্রকল্পের চাষিসহ মাঠ পর্যায়ে পলুপালন, তুঁতচারা রোপণ, উত্তোলন ও পরিচর্যা এবং রিলিং বিষয়ে মোট ৬২৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৭.০ ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনাঃ

বর্তমান সরকার রেশম শিল্পকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে সব রকম সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। এ সেক্টরে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রেশম শিল্পের উন্নয়নে বোর্ড বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা নিম্নরুপঃ

(০১) রেশম গুটি উৎপাদনে মাঝারী মানের উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে ফার্মিং পদ্ধতিতে রেশম চাষকে উৎসাহিতকরণ;

(০২) ঠাকুরগাঁও রেশম কারখানা চালুকরণ/লীজ প্রদান;

(০৩) অন্যান্য মসলা জাতীয় পণ্যের ন্যায় রেশম চাষেও ৪% সরল সুদে ঋণ প্রদানের কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণ;

(০৪) পাট পণ্যের ন্যায় রেশম পণ্যের ভ্যাট মুক্ত বাজার সুবিধা অর্জন;

(০৫) উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত রেশম উদ্যোক্তা অন্বেষণ;

(০৬) রেশম বীমা চালুকরণ;

(০৭) রেশম সুতা আমদানির উপর ২৫%শুল্ক হওয়ায় দেশীয় রেশম গুটি ও সুতার মূল্য কম হচ্ছে। তাই রেশম সুতা আমদানির উপর ৫০% শুল্ক করার ক্ষেত্রে বোর্ডের উদ্যোগ গ্রহণ।

বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারেগপ্রই), রাজশাহী।

বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারেগপ্রই)

১.০ পটভূমিঃ

বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট দেশে রেশম সেক্টরে উন্নয়নের লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির একমাত্র প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ৩ জানুয়ারি ১৯৬২ সালে রেশম সেক্টরে কারিগরি সহায়তা প্রদান করার জন্য সিল্ক কাম ল্যাক রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং সিল্ক টেকনোলজীক্যাল ইনস্টিটিউট নামে শিল্প অধিদপ্তরের অধীনে রাজশাহী শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ইনস্টিটিউটকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার অধীনে নেয়া হলে ১৯৭৪ সালে ইনস্টিটিউট দু'টিকে একীভূত করে সিল্ক রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নামকরণ করা হয়। ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হলে এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের আওতাধীনে আসে এবং বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারেগপ্রই) নামে পুন: নামকরণ করা হয়। ২০০৩ সালে ২৫ নং আইনবলে বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড থেকে পৃথক করে সরাসরি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে নেয়া হয়। ২০১৩ সালে ১৩ নং আইন বলে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশনকে একীভূত করে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়।

বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ কাউন্সিল আইন, ২০১২ মোতাবেক কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় National Agricultural Research System (NARS)- এর সদস্যভূক্ত হয়েছে।

বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর ৫টি গবেষণা শাখা যথা: তুঁতচাষ, রেশমকীট, সেরি-রসায়ন, সেরি-রোগতত্ত্ব, রেশম প্রযুক্তি শাখা এবং এছাড়াও একটি প্রশিক্ষণ শাখা রয়েছে। তাছাড়া বারেগপ্রই-এর নিয়ন্ত্রণাধীন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার চন্দ্রঘোনায় একটি আঞ্চলিক রেশম গবেষণা কেন্দ্র (আরেগকে) এবং পঞ্চগড় জেলার সাকোয়ায় একটি জার্মপ্লাজম মেইনটেন্যান্স সেন্টার (জিএমসি) রয়েছে।

২.০ রূপকল্প (Vision):

রেশম প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গতিশীল গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

অভিলক্ষ্য (Mission):

লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে রেশম শিল্পকে উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে উন্নীতকরণ।

৩.০ উদ্দেশ্য (Objectives)

- দেশের আবহাওয়া উপযোগী রেশমচাষের টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও মাঠ পর্যায়ে হস্তান্তর;
- রেশমচাষে নিয়োজিত সরকারি/বেসরকারি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করে দেশে দারিদ্রতা হ্রাসকরণসহ রেশম শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান।

৪.০ কার্যক্রম (Functions):

৪.১ বারেগপ্রই, রাজশাহীঃ

- তুঁতের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও উচ্চ ফলনশীল তুঁতজাত উদ্ভাবন;
- তুঁতচাষ প্রযুক্তি, তুঁতগাছের রোগবালাই ও কীটশত্রু দমন প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- মাটি ও তুঁতপাতার গুনগত মান পরীক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় খাদ্যমান ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তুঁতপাতার গুনগত মান উন্নয়ন;
- রেশমকীটের জাত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং আবহাওয়া সহিষ্ণু উচ্চফলনশীল, রোগ প্রতিরোধ সম্পন্ন উন্নত বহুচক্রী ও দ্বিচক্রী জাত উদ্ভাবন;
- গুনগত মানের রেশমকীটের ডিম উৎপাদনের প্রযুক্তি, উন্নত পলুপালন ঘর, পলুপালন সামগ্রী ও পলুপালন প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- রেশমকীটের রোগবালাই ও কীটশত্রু দমনের লক্ষে বিভিন্ন ধরণের বিশোধক ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- পোস্ট কোকুন টেকনোলজি ও রিলিং প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- লাইব্রেরি-তে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়ের বই, সাময়িকী, জার্নাল, লিফলেট, পত্রিকা সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রকাশনা।

৪.২ আঞ্চলিক রেশম গবেষণা কেন্দ্র (আরেগকে), চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাঃ

- বারেগপ্রই এর বিকল্প জার্মপ্লাজম ব্যাংক হিসেবে তুঁত ও রেশমকীটের জাত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
- পাহাড়ী পরিবেশ উপযোগী তুঁত ও রেশমকীটের জাত ও রেশমচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- পাহাড়ী অঞ্চলে রেশমচাষে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে চাষী পর্যায়ে ও টিওটি প্রশিক্ষণ প্রদান।

৪.৩ জার্মপ্লাজম মেইটেন্যান্স সেন্টার (জিএমসি), সাকোয়া, পঞ্চগড়ঃ

- বারেগপ্রই এর বিকল্প জার্মপ্লাজম ব্যাংক হিসেবে তুঁত ও রেশমকীটের জাত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
- আবহাওয়া উপযোগী তুঁত ও রেশমকীটের জাত ও রেশমচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- রেশমকীটের এফ-১ বাণিজ্যিক ডিম উৎপাদনের লক্ষ্যে পি-১ নার্সারীতে দ্বিচক্রী জাতের ডিম বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের চাহিদা সাপেক্ষে সরবরাহকরণ।

৫.০ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিসমূহঃ

গবেষণাঃ

৫.১ বারেগপ্রই, রাজশাহীঃ

- জার্মপ্লাজম ব্যাংকে তুঁতজাতের সংখ্যা ৮৩ থেকে ৮৪ টিতে উন্নীত হয়েছে;
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী ১টি উচ্চফলনশীল তুঁতজাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। এর ফলে তুঁতপাতার উৎপাদন বছরে হেক্টর প্রতি ৩৭.০০-৪০.০০ মেঃটন এর স্থলে ৪০.০০-৪৭.০০ মেঃটন এ উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে;
- তুঁতগাছের রোগ-বালাই দমনে প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

- জার্মপ্লাজম ব্যাংকে রেশমকীটের জাত ১১৩ হতে ১১৪টিতে উন্নীত হয়েছে।
- বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী ০১টি উচ্চফলনশীল রেশমকীটের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

- ★ জ্যৈষ্ঠা ও ভাদুরী বন্দে আবহাওয়া সহনশীল রেশমকীটের বহুচক্রীজাত উদ্ভাবন এবং ফিল্ড ট্রায়াল সম্পন্ন করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে এর উৎপাদন প্রতি ১০০ রোগমুক্ত ডিমে ৫০-৫৫ কেজি।

- ★ বর্তমানে ০১ কেজি কাঁচা রেশমসুতা উৎপাদন করতে ১০-০৯ কেজি কাঁচা রেশমগুটির প্রয়োজন হচ্ছে, যা পূর্বে ০১ কেজি কাঁচা রেশমসুতা উৎপাদন করতে ১৮-২০ কেজি রেশমগুটির প্রয়োজন হতো।

- ★ প্রচলিত থাই রিলিং মেশিনটিকে ডুয়েল ড্রাইভিং সিস্টেম (হস্ত/পাওয়ার চালিত) এ উন্নীত করা হয়েছে যার ফলে অল্প সময়ে স্বল্প খরচে অধিক রেশমসুতা কাটাই করা সম্ভব হচ্ছে।

৫.২ আঞ্চলিক রেশম গবেষণা কেন্দ্র (আরেগকে), চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি পাঁবত্য জেলাঃ

- ★ ১২টি তুঁতজাত ও ২৮টি রেশমকীট জাত সংরক্ষণ করা হচ্ছে। তুঁত ও রেশমকীটের জাতের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির কাজ চলমান রয়েছে।
- ★ পাহাড়ী পরিবেশ উপযোগী তুঁতচাষ ও পলুপালন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

৫.৩ সুবর্ণচর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম জেলাঃ

- ★ লবণাক্ত অঞ্চলে তুঁতচাষের সম্ভাব্যতা যাচাই-এর লক্ষ্যে সুবর্ণ চর, নোয়াখালী এলাকায় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

৫.৪ জার্মপ্লাজম মেইটেন্যান্স সেন্টার (জিএমসি), সাকোয়া, পঞ্চগড়ঃ

- ★ ১২ টি তুঁতজাত এবং ৪৮টি রেশমকীট জাত সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
- ★ রেশমকীটের এফ-১ বানিজ্যিক ডিম উৎপাদনের লক্ষ্যে বিএসডিবি এর চাহিদা অনুযায়ি পি-১ নার্সারিতে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে দ্বিচক্রী জাতের ২০০০ টি ডিম বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডকে সরবরাহ করা হয়েছে।

৬.০ প্রশিক্ষণ:

রেশম প্রযুক্তি উন্নয়ন, বিস্তার ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায়ঃ

ক্রমিক নং	কোর্সের নাম	মেয়াদকাল	ব্যাচ সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১।	মাঠপর্যায়ে রেশমচাষিদের তুঁতচাষ ও পলুপালন প্রশিক্ষণ কোর্স (৩৯তম ব্যাচ)	৩০ দিন	১ ব্যাচ x ২০ জন	২০ জন
২।	মাঠপর্যায়ে রেশমচাষিদের তুঁতচাষ ও পলুপালন প্রশিক্ষণ কোর্স (৪০তম ব্যাচ)	৩০ দিন	১ ব্যাচ x ২০ জন	২০ জন
৩।	সিল্ক থ্রোইং এন্ড উইভিং প্রশিক্ষণ কোর্স- (ব্যাচ-৬ষ্ঠতম)	৩০ দিন	১ ব্যাচ x ১০ জন	১০ জন
৪।	মাঠপর্যায়ে রেশমচাষিদের তুঁতচাষ ও পলুপালন প্রশিক্ষণ কোর্স (৪১তম ব্যাচ)	৩০ দিন	১ ব্যাচ x ২০ জন	২০ জন
৫।	মাঠপর্যায়ে রেশমচাষিদের তুঁতচাষ ও পলুপালন প্রশিক্ষণ কোর্স (৪২তম ব্যাচ)	৩০ দিন	১ ব্যাচ x ২০ জন	২০ জন
৬।	মাঠপর্যায়ে রেশমচাষিদের তুঁতচাষ ও পলুপালন প্রশিক্ষণ কোর্স (৪৩তম ব্যাচ)	৩০ দিন	১ ব্যাচ x ২০ জন	২০ জন
৭।	মাঠপর্যায়ে রেশমচাষিদের তুঁতচাষ ও পলুপালন প্রশিক্ষণ কোর্স (৪৪তম ব্যাচ)	৩০ দিন	১ ব্যাচ x ২০ জন	২০ জন
৮।	মাঠপর্যায়ে রেশমচাষিদের তুঁতচাষ ও পলুপালন প্রশিক্ষণ কোর্স (৪৫তম ব্যাচ)	৩০ দিন	১ ব্যাচ x ২০ জন	২০ জন
৯।	মাঠপর্যায়ে রেশমচাষিদের তুঁতচাষ ও পলুপালন প্রশিক্ষণ কোর্স (৪৬তম ব্যাচ)	৩০ দিন	১ ব্যাচ x ২০ জন	২০ জন
১০।	মাঠপর্যায়ে রেশমচাষিদের তুঁতচাষ ও পলুপালন প্রশিক্ষণ কোর্স (৪৭তম ব্যাচ)	৩০ দিন	১ ব্যাচ x ২০ জন	২০ জন
১১।	মাঠপর্যায়ে রেশমচাষিদের তুঁতচাষ ও পলুপালন প্রশিক্ষণ কোর্স (৪৮তম ব্যাচ)	৩০ দিন	১ ব্যাচ x ২০ জন	২০ জন
১২।	মাঠপর্যায়ে রেশমচাষিদের তুঁতচাষ ও পলুপালন প্রশিক্ষণ কোর্স (৪৯তম ব্যাচ)	৩০ দিন	১ ব্যাচ x ২০ জন	২০ জন
১৩।	মাঠপর্যায়ে রেশমচাষিদের তুঁতচাষ ও পলুপালন প্রশিক্ষণ কোর্স (৫০তম ব্যাচ)	৩০ দিন	১ ব্যাচ x ২০ জন	২০ জন
১৪।	সিল্ক রিলিং এন্ড স্পিনিং (৬) তম ব্যাচ প্রশিক্ষণ কোর্স	৩০ দিন	১ ব্যাচ x ১০ জন	১০ জন
১৫।	মাঠ পর্যায়ে রেশমচাষীদের তুঁতচাষ ও পলুপালন প্রশিক্ষণ কোর্স (৫১তম ব্যাচ)	৩০ দিন	১ ব্যাচ x ২০ জন	২০ জন
১৬।	মাঠ পর্যায়ে রেশমচাষীদের তুঁতচাষ ও পলুপালন প্রশিক্ষণ কোর্স (৫২তম ব্যাচ)	৩০ দিন	১ ব্যাচ x ২০ জন	২০ জন
			সর্বমোট =	**৩০০ জন**

প্রশিক্ষণরত প্রশিক্ষণার্থী

৭.০ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বিভিন্ন কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- তুঁতজাত জার্মপ্লাজম ব্যাংকে ৮৪টি তুঁতজাত সংরক্ষণ করা;
- রেশমকীট জাত জার্মপ্লাজম ব্যাংকে ১১৫ টি রেশমকীট জাত সংরক্ষণ করা;
- ১ টি নতুন তুঁতজাত উদ্ভাবন করা;
- ১ টি নতুন রেশমকীট জাত উদ্ভাবন করা;
- ১০,৫০০ কেজি উন্নত জাতের তুঁতকাটিংস উৎপাদন করা;
- গবেষণাগারে ১০০ রোগমুক্ত ডিমে রেশমগুটির উৎপাদনশীলতা ৭৬ কেজিতে উন্নীত করা;
- রেশম সেক্টরে ২৯০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৮.০ সেবা সহজীকরণ:

ক্রম	উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ	পূর্বে কি অবস্থা ছিল	বর্তমানে কি পরিবর্তন হয়েছে
১	One Stop Service Desk চালুকরণ	**সেবা গ্রহীতাদেরকেঃ** ➤ বিভিন্ন ধরণের সেবার জন্য বিভিন্ন ডেস্কে যেতে হত; ➤ সেবা পেতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হত; ➤ সেবা প্রদানে দায়বদ্ধতা কম ছিল এবং সেবা প্রাপ্তির কোন নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ ছিল না।	**বর্তমানে সেবা গ্রহীতাগণঃ** ➤ সকল নাগরিক সেবা সমূহের আবেদন গ্রহণ এবং সেবা প্রদান একটি ডেস্ক থেকে পাচ্ছেন; ➤ আবেদন এর সময় সেবা প্রাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ ও সময় অবগত হচ্ছেন; ➤ এতে সেবা গ্রহীতাদের ভোগান্তি কম হচ্ছে এবং সময় কম লাগছে।
২	রেশম-ই-সেবা বাস্তবায়ন	➤ রেশমচাষীদের মোবাইল নাম্বার সম্বলিত কোন ডেটাবেজ ছিল না; ➤ তুঁতচাষ ও পলুপালন সংক্রান্ত কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে দ্রুত সমস্যা সমাধানের সুযোগ ছিল না; ➤ কারিগরি দিক নির্দেশনার অভাবে অনেক সময় চাষীদের ক্রপ ক্ষতিগ্রস্থ হত।	➤ রেশমচাষীদের মোবাইল নাম্বার সম্বলিত ডেটাবেজ তৈরি করা হয়েছে ➤ তুঁতচাষ ও পলুপালন সংক্রান্ত কারিগরি দিক নির্দেশনা প্রদান করে নিয়মিত এস এম এস প্রদান করা হচ্ছে।
৩	দর্শনার্থীদের বিশ্রামাগারের (waiting room) ব্যবস্থাকরণ	➤ দর্শনার্থী/সেবা গ্রহীতাগণ এলো-মেলো ভাবে বারান্দা/কোন কর্মকর্তার কক্ষে অপেক্ষা করতে হত; ➤ দর্শনার্থী/সেবা গ্রহীতাগণ বিব্রত বোধ করতেন।	➤ দর্শনার্থী/ সেবা গ্রহীতাগণের জন্য একটি বিশ্রাম কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে; ➤ তাদের বসার আসন, ফ্যান এবং নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৪	প্রতিষ্ঠান পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠান চত্বরে এবং সকল শাখার করিডরে ডাস্টবিন স্থাপন	পূর্বে পুরাতন কিছু ডাস্টবিন ছিল যা পর্যাপ্ত নয় এবং ডাস্টবিন স্বল্পতার কারণে অনিচ্ছা সত্বেও ময়লা আবর্জনা যেখানে সেখানে ফেলা হত।	প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এবং সকল শাখার করিডরে দৃষ্টিনন্দন ডাস্টবিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে প্রতিষ্ঠানের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।
৫	CC Camera স্থাপন	পূর্বে প্রতিষ্ঠনের নিরাপত্তাসহ কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অফিস চলাকালীন সময়ে যত্রতত্র ঘোরাফেরা সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের আওতায় ছিল না।	প্রতিষ্ঠানের মূল ফটক, গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং পুরো প্রশাসনিক ভবন সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে। ফলে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের যথাসময়ে অফিসে আগমন ও প্রস্থান, অফিস চলাকালীন সময়ে যত্রতত্র ঘোরাফেরা নিয়ন্ত্রণসহ প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)

১.০ ভূমিকাঃ

আশির দশকের গোড়ার দিকে ইউরোপের শিল্প বিপ্লব, বিশ্ববাজারে পাট এবং প্রচলিত পাট পণ্যের চাহিদা ও মূল্য হ্রাস, কৃত্রিম তন্তু এবং স্বল্পমূল্যের সিনথেটিক দ্রব্যের আর্বিভাব, শিল্প কারখানায় প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল হিসাবে কৃত্রিম ও সিনথেটিক তন্তু'র ব্যাপক ব্যবহারের ফলে বাংলাদেশের পাট শিল্প এক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রচলিত পাটপণ্যের পাশাপাশি পাটের বহুমুখী ও বহুমাত্রিক ব্যবহার বৃদ্ধির উপর জোর দেয়া হয়। এ ছাড়া পাটের পরিবেশবান্ধব গুনাগুন এবং পরিবেশ রক্ষায় বিশ্বব্যাপী গণসচেতনতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে পাটের বহুমুখীকরণ এবং ব্যবহারের এক নবদিগন্ত সৃষ্টি হয়। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা মাফিক উন্নতমানের বহুমুখী ও বহুমাত্রিক পাটপণ্য সামগ্রী উৎপাদন, উন্নয়ন এবং ব্যবহার বৃদ্ধির নিমিত্ত বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০০২ সালে **জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)** স্থাপিত হয়। পাট ও পাটের সাথে অন্য তন্তু'র সংমিশ্রণে উদ্ভাবিত নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে উন্নত মানের বহুমুখী পাটপণ্য সামগ্রী উৎপাদনের ব্যবস্থা করে পাটের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারই জেডিপিসি'র মূল লক্ষ্য।

২.০ রুপকল্পঃ

পাটের ব্যবহার সম্প্রসারণে পাটপণ্যের বহুমুখীকরণ।

অভিলক্ষ্যঃ

বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনে নতুন উদ্যোক্তা তৈরি, ডিজাইন উন্নয়ন ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বাজারজাতকরণ কৌশল উন্নয়নের মাধ্যমে পাটপণ্যের ব্যবহার সম্প্রসারণ।

৩.০ মূখ্য কার্যক্রমঃ

- পাটপণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বহুমুখী পাটপণ্যের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মেলা, ক্রেতা বিক্রেতা সম্মেলন আয়োজন ও অংশগ্রহণ;
- জুট ডাইভারসিফাইড প্রডাক্ট এর ডিজাইন উন্নয়নে গবেষণার জন্য Research & Development Institution এর গবেষণাকারীদের সহায়তায় ডিজাইন উন্নয়ণ করে তা বাণিজ্যিকীকরণে সহায়তা প্রদান;
- বহুমুখী পাটপণ্যের প্রচার, প্রসার ও ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য সচেতনতা কর্মশালা/উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালার আয়োজন;
- উদ্যোক্তাদের সহজ ও সুলভ মূল্যে কাঁচামাল প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান;
- উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা দান।

৪.০ জনবল /সাংগঠনিক কাঠামোঃ

জেডিপিসি'র কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে ২০ সদস্য বিশিষ্ট একটি স্টিয়ারিং কমিটি গভর্নিং বডি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। জেডিপিসি'র ব্যবস্থাপনার জন্য একজন নির্বাহী পরিচালক ও তিন জন পরিচালকসহ মোট ৫৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছে।

৫.০ বহুমুখী পাট শিল্প উদ্যোক্তা সেবা কেন্দ্র (জেইএসসি)

পাটপণ্য বহুমুখীকরণ প্রক্রিয়া ও কার্যক্রমকে সারা দেশে সম্প্রসারণের জন্য জেডিপিসি'র আওতাধীনে ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর, যশোর, চট্টগ্রাম, টাঙ্গাইল, জামালপুর জেলায় মোট ৭টি বহুমুখী পাট শিল্প উদ্যোক্তা সেবা কেন্দ্র (জেইএসসি) রয়েছে।

৬.০ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

৬.১ মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানে জেডিপিসি'র কার্যক্রমঃ

জেডিপিসি'র নিয়মিত কার্যক্রমের মধ্যে প্রশিক্ষণ অন্যতম। জেডিপিসি বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টিসহ মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানে ভূমিকা রাখছে। গত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে জেডিপিসি দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৪টি কোর্সে মোট ২৮৮ জনকে বহুমুখী পাটপণ্য তৈরীর প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এসব নিয়মিত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বহুমুখী পাটপণ্যের ই-মার্কেটিং বিষয়ক ৩টি ও এক্সপোর্ট ডকুমেন্টেশন বিষয়ে ১টি বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

জেডিপিসি আয়োজিত উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৬.২ শ্রেষ্ঠ বহুমুখী পাটপণ্য উদ্যোক্তা অ্যাওয়ার্ড প্রদানঃ

বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে উদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও (২৯ জুন, ২০২১ তারিখে) বঙ্গবন্ধু স্মরণে শ্রেষ্ঠ বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনকারী ৩ জন উদ্যোক্তাকে অ্যাওয়ার্ড/সম্মাননা প্রদান করা হয়।

৬.৩ বহুমুখী পাটপণ্য ও পাট দিয়ে তৈরি বঙ্গবন্ধুর লাইফস্টাইল পণ্যের প্রদর্শনীঃ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে গত ২৮-২৯ জুন, ২০২১ তারিখে জেডিপিসি কর্তৃক বহুমুখী পাটপণ্য ও পাট দিয়ে তৈরি পাটের ক্যানভাসে বঙ্গবন্ধুর লাইফস্টাইল বিষয়ক প্রদর্শনী জেডিপিসি প্রাঙ্গানে অনুষ্ঠিত হয়। জেডিপিসি'র বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্ধারিত কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে উক্ত প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়।
পাটের ক্যানভাসে বঙ্গাবন্ধুর লাইফস্টাইল বিষয়ক প্রদর্শনী আয়োজনের লক্ষ্যে ডিজাইনার জনাব শৈবাল শাহা ও জেডিপিসি'র নেতৃত্বে বহুমুখী পাটপণ্য উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে বঙ্গাবন্ধুর ব্যবহৃত কিছু সামগ্রী পাট দিয়ে তৈরি করা হয়। ধানমন্ডি ৩২ নং এ অবস্থিত বঙ্গাবন্ধুর বাসভবনের আদলে একটি স্থাপনা জেডিপিসি প্রাঙ্গণে নির্মাণপূর্বক সেখানে পাট দিয়ে তৈরি বঙ্গাবন্ধুর ব্যবহৃত নির্বাচিত সামগ্রী প্রদর্শন করা হয়।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব ও অন্যান্য উচ্চপর্যায়ের কমকর্তাগণ উক্ত প্রদর্শণীতে আসেন এবং মনোমুগ্ধকর এ উপস্থাপনার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

৬.৪ মেলা ও প্রদর্শনী আয়োজন/অংশগ্রহণঃ

জেডিপিসি গোল্ডেন প্রডাক্ট ফেয়ার-২০২১

জেডিপিসি এবং ঐক্য ফাউন্ডেশন এর যৌথ উদ্যোগে বহুমুখী পাটপণ্যের ডিজিটাল মেলা **জেডিপিসি গোল্ডেন প্রডাক্টস ফেয়ার ২০২১** গত ২৭-২৯ জুন ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। করোনা পরিস্থিতির কারনে সরাসরি মেলা আয়োজন সম্ভব না হওয়ায় এই ডিজিটাল মেলা আয়োজন করা হয়। জেডিপিসি'র তালিকাভুক্ত ৩০জন উদ্যোক্তা তাদের পণ্য নিয়ে মেলায় অংশগ্রহণ করেন এবং দেশি ও বিদেশী ক্রেতাগণের কাছে ভার্চুয়াল মাধ্যমে বহুমুখী পাটপণ্য প্রদর্শন করতে সক্ষম হন। উক্ত মেলায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী **জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী**, বীরপ্রতীক, এমপি ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে মেলা উদ্বোধন করেন। ক্রেতা সাধারণের কাছে বহুমুখী পাটপণ্য সামগ্রী তুলে ধরা এবং পরিচিতি ঘটানোর লক্ষ্যেই এ ধরনের বহুমুখী পাটপণ্যের ডিজিটাল মেলার আয়োজন করা হয়।

৬.৫ বহুমুখী পাটপণ্যের ডিজাইন উন্নয়ন কর্মশালাঃ

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) এর উদ্যোগে মোট ২টি বহুমুখী পাটপণ্যের ডিজাইন উন্নয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বহুমুখী পাটপণ্যের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার উপযোগী ডিজাইন সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা প্রণয়নের লক্ষ্যে বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে ডিজাইনারদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে কর্মশালাসমূহ অনুষ্ঠিত হয়। বহুমুখী পাটপণ্যের ডিজাইন সংক্রান্ত প্রচলিত ধারা, এ সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ এবং চ্যালেঞ্জসমূহ কাটিয়ে উঠে কীভাবে সামনে আরও যুগোপযোগী ডিজাইন উদ্ভাবন ও উন্নয়ন করা যায় সে বিষয়ে উদ্যোক্তাদের দিক-নির্দেশনা প্রদানই ছিল এ কর্মশালা আয়োজনের মূল লক্ষ্য।

জেডিপিসি আয়োজিত বহুমুখী পাটপণ্যের ডিজাইন উন্নয়ন কর্মশালা ও উৎপাদিত পাটপণ্যসমূহের প্রদর্শনী

৬.৬ বঙ্গবন্ধুর স্মরণে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতাঃ

মুজিববর্ষ উপলক্ষে পাটের ক্যানভাসে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ২৯ জুন ২০২১ তারিখে জেডিপিসি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোশতাক হোসেন, এনডিসি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: আব্দুল মোমেন মিল্টন, অধ্যাপক, কারুশিল্প বিভাগ চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব ও নির্বাহী পরিচালক, জেডিপিসি। এ প্রতিযোগিতায় স্বনামধন্য ১২ জন চিত্রশিল্পী অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্য হতে শ্রেষ্ঠ তিনটি চিত্রকে নির্বাচনপূর্বক তিনজন চিত্রশিল্পীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

বহুমুখী পাটপণ্যের প্রযুক্তি উন্নয়ন ও উদ্ভাবন বিষয়ক কর্মশালা

৬.৭ বহুমুখী পাটপণ্যের প্রযুক্তি উন্নয়ন ও উদ্ভাবন বিষয়ক কর্মশালাঃ

জেডিপিসি কর্তৃক আয়োজিত বহুমুখী পাটপণ্যের প্রযুক্তি উন্নয়ন ও উদ্ভাবন বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা গত ২৭-০৫-২০২১ তারিখ জেডিপিসি'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও জেডিপিসি'র নির্বাহী পরিচালক এর সঞ্চালনায় এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় বুটেক্সের ইয়ার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. হোসনে আরা বেগম, বাংলাদেশ জুট রিসার্চ ইন্সটিটিউট (বিজেআরআই) এর মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ মোসলেম উদ্দিন এ কর্মশালায় রির্সোস পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনকারী বিশিষ্ট উৎদ্যোক্তাবৃন্দ ছাড়াও জেডিপিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

বহুমুখী পাটপণ্যের প্রযুক্তি উন্নয়ন ও উদ্ভাবন বিষয়ক কর্মশালা

৮.০ বহুমুখী পাটপণ্য উদ্যোক্তা ও পণ্যসমূহঃ

২০২০-২০২১ অর্থবছরে জেডিপিসি'র নিবন্ধিত উদ্যোক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৭৮৫-তে উন্নীত হয়েছে। এ পর্যন্ত উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে ২৮২ ধরনের বহুমুখী পাটপণ্য তৈরি করা সম্ভব হয়েছে যা বিশ্বের প্রায় ১১৮টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। প্রধান প্রধান বহুমুখী পাটপণ্যসমূহ হলোঃ

অফিস আইটেম (বিজনেস কার্ড, ফাইল কাভার, ম্যাগাজিন হোল্ডার, পেপার হোল্ডার, ফোল্ডার, ডায়রী কাভার, টেলিফোন ইনডেক্স, কার্ড হোল্ডার, কলমদানি, বক্স ফাইল, ক্যালেন্ডার (ওয়াল/ডেস্কটপ), সিডি কাভার, টিস্যু বক্স কাভার, স্লিপ প্যাড ইত্যাদি);

বিভিন্ন প্রকার ব্যাগ (শপিং ব্যাগ, গ্রোসারি ব্যাগ, লন্ড্রি ব্যাগ, টোট ব্যাগ, ওয়াটার ক্যারি ব্যাগ, লাঞ্চ ক্যারি ব্যাগ, ওয়াইন ব্যাগ, শোল্ডার ব্যাগ, স্কুল ব্যাগ, ল্যাপটপ ব্যাগ, ট্যাব কাভার, এক্সিকউটিভ ব্যাগ, সেমিনার ব্যাগ, ফেন্সি লেডিস ব্যাগ, পার্স, কয়েন পার্স, পার্টি ব্যাগ, ওয়ালেট, মানিব্যাগ, মোবাইল ক্যারি ব্যাগ, ট্রাভেল ব্যাগ, ব্রিফকেইস, স্যুটকেইস ইত্যাদি);

হোম ডেকো প্রডাক্ট (বেড কাভার, বেড শিট, সোফা কাভার, পর্দা, সিটার, কুশন কাভার, ওয়াল ম্যাট, শোপিস, ফটো ফ্রেম, ফ্লাওয়ার ভাস ইত্যাদি);

হাউজ হোল্ড প্রডাক্ট (টেবিল রানার, ন্যাপকিন, টিস্যু বক্স হোল্ডার, কোস্টার, প্লেসম্যাট, বিভিন্ন ধরণের বাস্কেট যেমন ফ্রুট বাস্কেট, লন্ড্রি বাস্কেট, টুলস বাস্কেট, ফ্লাওয়ার বাস্কেট, টিকোজি, ইত্যাদি);

নার্সারী আইটেম (জুট টেপ, নার্সারি শিট ইত্যাদি);

এক্সেসরিজ (লেডিস এবং জেন্টস সুজ, স্যান্ডেল, কার্পেট সুজ, বেল্ট, হ্যাট, গহনা ইত্যাদি);

পরিধেয় বস্ত্র (ব্লেজার, ফতুয়া, কটি, শাড়ী ইত্যাদি);

পাটের তৈরি কাগজের পণ্য (র‍্যাপিং সিট, ডায়রি, নোট বুক, ক্যালেন্ডার ইত্যাদি);

কার্পেট/ফ্লোরম্যাট, খেলনা ও গিফট আইটেম এবং শোপিস ইত্যাদি।

আদমজী সন্স লিমিটেড

পটভূমি:

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ভারতের গুজরাটের ব্যবসায়ী আদমজী পরিবারের সদস্যরা তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য এ দেশে আগমন করে। আদমজী সন্স লিঃ নামে গঠিত এ কোম্পানী ১৯৫২ সালের ১৯ মে তারিখে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে সি/৩৫ এবং ৫৮৬ ইবি/১১/১৯৫২-১৯৫৩ নম্বরের অধীনে রেজিস্টার, জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ, পূর্ব বাংলা-র নিকট রেজিস্ট্রিভুক্ত হয়। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর পাকিস্তানী নাগরিকদের মালিকানাধীন সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে বাংলাদেশ সরকার ৩ জানুয়ারী ১৯৭২ তারিখের পিও ১ এর আদেশ বলে আদমজী সন্স লিঃ-কে একটি পরিত্যক্ত বাণিজ্যিক কোম্পানী হিসেবে গ্রহণ করে।

১৯৭২ সাল হতে আদমজী সন্স লিঃ মিনিস্ট্রি অব ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড ন্যাচারাল রিসোর্সের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হতে থাকে। এ মন্ত্রণালয়ের ৭ জানুয়ারী ১৯৭২ তারিখের এক আদেশবলে প্রশাসক নিয়োগের মাধ্যমে আদমজী সন্স লিঃ পরিচালিত হয়। অতঃপর ৩ জুলাই ১৯৭২ তারিখ হতে বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশন এর চেয়ারম্যানগণ পর্যায়ক্রমে আদমজী সন্স লিঃ এর প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯ এপ্রিল ১৯৯০ তারিখের প্রজ্ঞাপন এবং ১৪ নভেম্বর ১৯৯১ তারিখে প্রকাশিত গেজেটের মাধ্যমে পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব তাঁর নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত আদমজী সন্স লিঃ-এর প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন মর্মে আদেশ জারী করা হয়। অতঃপর তৎকালীন পাট সচিব জনাব এম, আসাফউদ্দৌলা আদমজী সন্স লিঃ এর প্রথম প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সে ধারাবাহিকতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় জনাব মো: লোকমান হোসেন মিয়া এবং বর্তমানে জনাব মো. আবদুল মান্নান আদমজী সন্স লিঃ এর প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করছেন। প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণেই আদমজী সন্স লিঃ ১৯৭২ সন থেকে অদ্যাবধি পরিচালিত হয়ে আসছে।

প্রশাসকের দৈনন্দিন কাজে সহায়তার জন্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা আদমজী সন্স লিঃ এর উপ-প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব আবু বকর ছিদ্দিক এনডিসি, জনাব সাবিনা ইয়াসমিন এবং বর্তমানে অতিরিক্ত সচিব জনাব মো: মুহিবুর রহমান উপ-প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করছেন।

২.০ বর্তমান কার্যক্রমঃ

১৯৭২ সালে আদমজী সন্স লিঃ আদমজী কোর্ট মূল ও এনেক্স-১ ভবন নিয়ে যাত্রা শুরু করে। ১৯৯৫ সালে আদমজী সন্স লিঃ নিজস্ব অর্থায়ন ও ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২ তলা বিশিষ্ট আদমজী কোর্ট এনেক্স-২ ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে। উল্লেখ্য, ব্যাংক ঋণের সুদাসলের সমুদয় অর্থ ইতোমধ্যে পরিশোধ করা হয়েছে। আদমজী সন্স লিঃ নিজস্ব আয়ে পরিচালিত একটি লাভজনক সেবামূলক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় শেষে উদ্বৃত্ত অর্থ বিভিন্ন ব্যাংকে স্থায়ী আমানতে (এফডিআর) গচ্ছিত রাখা হয়। আদমজী সন্স লিঃ এর মালিকানায় মতিঝিলে ৪৮.৬ কাঠা জমির উপর নির্মিত ৩টি বহুতল ভবন রয়েছে। এ ভবন ৩টির ভাড়া আদায় ও রক্ষণাবেক্ষণই এ প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ। ৩টি ভবনে মোট জায়গার পরিমান প্রায় ২ লক্ষ বর্গফুট। ভবন ৩টি হচ্ছেঃ

(ক) আদমজী কোর্ট মূল ভবন (৬ তলা প্রায় ৬৬,০০০ বর্গফুট)
(খ) আদমজী কোর্ট এনেক্স-১ ভবন (৭ তলা প্রায় ৪৮,০০০ বর্গফুট)
(গ) আদমজী কোর্ট এনেক্স-২ ভবন (১২ তলা প্রায় ৮৮,০০০ বর্গফুট)

৩.০ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী আয় ও ব্যয়ঃ

আয়ঃ ২০২০-২০২১ সালে আদমজী সন্স লিঃ এর মোট আয় এর পরিমাণ ১৬ কোটি ৭৯ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা।
ব্যয়ঃ ২০২০-২০২১ সালের বাৎসরিক ব্যয় এর পরিমাণ ৯ কোটি ৯ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা।
উদ্বৃত্ত বাজেট : ৭ কোটি ৬৯ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা।

৪.০ ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা:

- আদমজী কোর্ট মূল ভবনের প্রায় ২০ কাঠা জায়গার উপর একটি অত্যাধুনিক বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের মাধ্যমে কোম্পানির পূর্ণ ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা এবং প্রতিষ্ঠানের আয় বৃদ্ধি করা;
- ভাড়াটিয়াদের উন্নতর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ভবনসমূহের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও যাবতীয় মেশিনারিজ সচল রাখার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা।

লিকুইডেশন সেল

পটভূমি:

(১২ জুন ১৯৮১ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকের সিদ্ধান্তক্রমে রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সনের ২৭নং আদেশের ২৩(২) ধারা) অনুযায়ী ৪টি মিল যথাক্রমে: (১) আদর্শ কটন স্পিনিং এন্ড উইভিং মিলস্ লিঃ (২) ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিঃ (মিল নং-১) (৩) ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিঃ (মিল নং-২) ও (৪) মোহিনী মিলস্ লিঃ-কে গুটিয়ে ফেলে বিক্রি করার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে তৎকালীন পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের বস্ত্র বিভাগ ২৫-০১-১৯৮২ তারিখের স্মারকের মাধ্যমে ০৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে বর্ণিত ৪টি মিলকে ০৫-২-১৯৮২ তারিখ হতে গুটিয়ে ফেলার আদেশ প্রদান করেন এবং গত ২৫-০১-১৯৮২ তারিখের অপর একটি আদেশের মাধ্যমে লিকুইডেটরের কার্যাবলির বিবরণ প্রদানক্রমে মন্ত্রণালয়ের একজন উপসচিবকে বর্ণিত মিলগুলির লিকুইডেটর নিয়োগপূর্বক কার্যাবলি সম্পাদনের আদেশ জারি করে লিকুইডেশন সেল গঠন করা হয়। লিকুইডেটর ৪টি মিলের অবসায়ন কাজ সম্পাদন করে আসছে। পরবর্তীতে বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের গত ০৯-১১-২০০৩, ১৮-১১-২০০৩ এবং ০২-০৫-২০০৪ তারিখে পৃথক পৃথক স্মারকের মাধ্যমে আরও ৪টি মিল অবসায়ন কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য লিকুইডেটরের নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত করা হয়। গত ০৫-০২-১৯৮২ তারিখ হতে অদ্যাবধি পর্যন্ত ৩৩ জন লিকুইডেটর বিভিন্ন মেয়াদে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

লিকুইডেশন সেলের নিয়ন্ত্রণাধীন ৮টি মিলের অবসায়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারি কোষাগার হতে কোন অর্থ প্রদান করা হয় না। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদক্রমে লিকুইডেটর কর্তৃক মিল বিক্রয় ও বিক্রয়লব্ধ অর্থ বিক্রিত মিলের ব্যাংক এসটিডি হিসাবে গচ্ছিত/জমা রেখে ব্যাংকের নিয়মানুযায়ী প্রাপ্ত লভ্যাংশ লিকুইডেশন সেলের একমাত্র আয়ের উৎস। যে মিলগুলির তহবিলে অর্থ রয়েছে সে অর্থ হতে মিলের দেনা-পাওনা পরিশোধ এবং অবসায়ন কার্যক্রম সম্পাদনে অত্যাবশ্যকীয় ব্যয় বহন করা হয়। অবিক্রিত মিলের তহবিলে অর্থ না থাকায় মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে বিক্রিত মিলের তহবিল হতে অর্থ ঋণ গ্রহনক্রমে অবসায়ন কার্যক্রমের অত্যাবশ্যকীয় ব্যয় বহন করা হয়ে থাকে।

২.০ লিকুইডেটরের কার্যাবলীঃ

He will discharge the following among other necessary functions, subject to overall control of the Government:

(1) To take into custody and Under his control all properties, effects and actionable claims of the Mills;

(2) To obtain and verify statement of assets and liabilities of the Mills from the BTMC/Chief Executives of the Mills;

(3) To institute or defend any suit or prosecution or other legal proceedings, civil or criminal in the name and on behalf of the Mills;

(4) To carry on the business of the Mills so far as may be necessary for the beneficial winding up of the Mills;

(5) To sell the immovable and movable property of the Mills by inviting sealed tenders, or public auction with power to transfer the whole thereof to any person or company or to sell the same in parcels;

(6) To do all acts and to execute in the name and on behalf of the mills all deeds, receipts and other documents and for that purpose to use, when necessary, the Mills seal;

(7) To draw, accept, make and endorse any bill of exchange, hundi or promissory note in the name and on behelf of the Mills, with the same effect with respect to the liability of the Mills, as if the bill, hundi, or note had been drawn, accepted, made or endorsed by or on behalf of the Mills in the course of its business;

(8) To raise on the security of the assets of the company any money requisite;

(9) To take steps to satisfy liability of the creditors of the said enterprise;

(10) To do all such other things as may be necessary for winding up of the affairs of the Mills and distributing its assets.

(১) ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিঃ (মিল নং-১)

ঢাকেশ্বরী কটন মিলস লি:(মিল নং-১) নারায়ণগঞ্জ জেলার ধামগড় মৌজায় ৪৮.০৫ একর জমিতে অবস্থিত। মিলটি টেন্ডার প্রক্রিয়ায় কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের শর্তে ১৯৮৩ সনে বিক্রয়পূর্বক এর দখল ক্রেতা বরাবরে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। সরকারি সমুদয় পাওনা আদায়ের পর ২০১০-২০১১ অর্থবছরে ২৯.৬১ একর জমি ও ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ৮.৩৮ একরসহ মোট ৩৭.৯৯ একর জমি ক্রেতা কোম্পানির অনুকূলে রেজিস্ট্রি দলিল সম্পাদন করে দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট জমির মালিকানা সংক্রান্তে আদালতে একাধিক মামলা বিচারাধীন রয়েছে। তন্মধ্যে একটি মামলায় ৩.২৮ একর জমির রায় সরকারের পক্ষে প্রকাশিত হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে রেকর্ড সংশোধনের জন্য সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। রেকর্ড সংশোধন হলে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অবশিষ্ট জমি বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের নামে রেকর্ডভুক্ত থাকায় রেজিস্ট্রি করে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

(

২) ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিঃ (মিল নং-২)

ঢাকেশ্বরী কটন মিলস লি:(মিল নং-২) নারায়ণগঞ্জ জেলার গোদনাইলে ৫১.০৮ একর জমিতে অবস্থিত। এই মিলটি বিক্রয়পূর্বক ক্রেতা কোম্পানির নিকট হতে সরকারি সমুদয় পাওনা আদায় করা হয়েছে। ২০১০-২০১১ ও ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে এই মিলের নিষ্কন্টক ৪৮.৫৫ একর জমি ক্রেতা কোম্পানির অনুকূলে রেজিস্ট্রি দলিল সম্পাদন করে দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ২.৫৩ একর জমির রেকর্ড সংশোধন সংক্রান্ত মামলা বিচারাধীন রয়েছে। এ ছাড়া হাটখোলাস্থ ১০কাঠা জমির মালিকানা সংক্রান্তে মহামান্য সুপ্রীমকোর্টে সিভিল আপীল মামলা বিচারাধীন রয়েছে। আদালতে মামলা বিচারাধীন থাকায় জমির রেজিস্ট্রি দলিল সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে না।

(৩) আদর্শ কটন স্পিনিং এন্ড উইভিং মিলস্ লিঃ

আদর্শ কটন স্পিনিং এন্ড উইভিং মিলস লি: নারায়ণগঞ্জ জেলার লক্ষনখোলা মৌজায় ২৬.২২ একর জমিতে অবস্থিত। মিলটি টেন্ডার প্রক্রিয়ায় বিক্রয়পূর্বক কিস্তিতে ক্রেতার নিকট হতে সরকারি সমুদয় পাওনা আদায় করা হয়েছে। এই মিলের প্রায় ১৬ একর জমি অর্পিত সম্পত্তির তালিকা হতে অবমুক্ত করণপূর্বক নিষ্কন্টক ২৪.৮০ একর জমি ক্রেতা কোম্পানির অনুকূলে রেজিস্ট্রি দলিল সম্পাদন করে দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট জমির মালিকানা সংক্রান্তে ১টি মামলায় ০.৫৯ একর জমির রায় সরকারের পক্ষে প্রচারিত হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে রেকর্ড সংশোধনের জন্য সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। রেকর্ড সংশোধন হলে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(৪) মোহিনী মিলস্ লিঃ

মোহিনী মিলস লি: কুষ্টিয়া জেলার মিলপাড়ায় ২৯.৩৬ একর জমিতে অবস্থিত। মিলটি ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সাবেক ক্রেতাপক্ষের সাথে সম্পাদিত বিক্রয় চুক্তির শর্তে ও তাদের সুপারিশের প্রেক্ষিতে বিক্রয় করা হয়েছে। যার বিপরীতে ক্রেতা সরকারের অনুকূলে ১০.০০ (দশ) কোটি টাকা জমা প্রদান করে এবং পরবর্তীতে আরও ১০.০০(দশ) কোটি টাকার পে-অর্ডার দাখিলসহ সর্বমোট ২০.০০(বিশ) কোটি প্রদান করেছে। মিলটির বিক্রয় প্রক্রিয়া যথাযথ হয়নি মর্মে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী আইন মন্ত্রণালয়ের মতামতের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বেই মিলের ক্রেতা সরকারের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে রীট মামলা দায়ের করলে উক্ত মামলার রায় ক্রেতার অনুকূলে প্রচারিত হয়। বর্ণিত রায়ের বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষ হতে মহামান্য আদালতে সিএমপি দায়েরপূর্বক রায়ের কার্যকারিতা স্থগিতাদেশ লাভ করা হয় এবং নিয়মিত মামলা তথা সিপিএলএ দায়ের করা হয়। পরবর্তীতে ক্রেতার আবেদনের প্রেক্ষিতে আপোষনামার মাধ্যমে উক্ত মামলা প্রত্যাহার করা হয়। উক্ত মিলের ক্রেতা মিল ক্রয়ের বিপরীতে সরকারের অনুকূলে প্রদানকৃত টাকা ফেরত প্রদানের জন্য আবেদন করে। ক্রেতার আবেদন অনুযায়ী ২০.০০(বিশ কোটি) টাকা ফেরত প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে মিলটির স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি পুনরায় মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মিলটি সরকারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

(৫) বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস লি: নারায়ণগঞ্জ জেলার ধামগড় মৌজায় ১৫.৬৫ একর জমিতে অবস্থিত। মিলটি আন্তর্জাতিক টেন্ডারের মাধ্যমে বিক্রয় ও ক্রেতা কোম্পানিকে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং সরকারি সমুদয় পাওনা আদায় করে উক্ত মিলের সমস্ত সম্পত্তি ক্রেতার অনুকূলে রেজিস্ট্রি দলিল সম্পাদন করে দেওয়া হয়েছে। এ মিলের বিক্রয়লব্ধ অর্থের চেয়ে দায়-দেনা ৮/৯ গুণ বেশী হওয়ায় দায়-দেনা পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলের নিকট বিটিএমসি'র দেনা/পাওনার হিসাব Reconcilation/চূড়ান্ত করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিটিএমসির ৪টি মিলের নিকট সরকারি পাওনা ৪৭,৪৯,০৩,০০০/-(সাতচল্লিশ কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ তিন হাজার) টাকা অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে অবলোপনের কার্যকারী ব্যবস্থা নেয়ার জন্য পুনরায় চেয়ারম্যান, বিটিএমসিকে অনুরোধ করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত টাকা অবলোপন করার পর এ সংক্রান্ত তথ্যাদি বিটিএমসি কর্তৃক এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের পর আলোচ্য মিলের বিক্রিত টাকা হতে বিটিএমসির পাওনা পরিশোধের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ বিষয়ে চেয়ারম্যান, বিটিএমসিকে পত্র দেয়া হয়েছে।

(৬) মসলিন কটন মিলস্ লিঃ

মসলিন কটন মিলস লি: গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জে ৮১.১৪ একর জমিতে অবস্থিত। মিলটি সরকারি সিদ্ধান্তক্রমে সাবেক মালিকদের অনুকূলে হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সাবেক মালিকপক্ষের সর্বসম্মত অভিমতের প্রেক্ষিতে তাদের মনোনীত ব্যক্তির নিকট ১৩৫.০০ (একশত পঁয়ত্রিশ) কোটি টাকায় মিলটি বিক্রয় এর সিদ্ধান্ত হয়। মিলটির ক্রেতা কোম্পানির সাথে একটি বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হয়। ক্রেতা কোম্পানি কর্তৃক সরকারের অনুকূলে ২৫(পঁচিশ) কোটি টাকার পে-অর্ডার এবং অবশিষ্ট ১১০(একশত দশ) কোটি টাকার ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করা হয়। তদানুযায়ী গত ০৩-৮-২০১৩ তারিখে মিলের দখল ক্রেতার অনুকূলে হস্তান্তর করা হয়। ক্রেতার সাথে সম্পাদিত বিক্রয় চুক্তি অনুযায়ী ক্রেতা ডাউন পেমেন্ট বাদে নির্ধারিত ৫টি কিস্তির মধ্যে ১ম ও ২য় কিস্তির অর্থ পরিশোধে বিলম্বের কারণে বিলম্ব সুদসহ ১ম কিস্তির অর্থ মোট ২৩,১৭,১৭,২৬০/- (তেইশ কোটি সতের লক্ষ সতের হাজার দুইশত ষাট) টাকা ও ২য় কিস্তির অর্থ ২৩,১৭,৬৩,৮৮৯/-(তেইশ কোটি সতের লক্ষ তেষট্টি হাজার আটশত উননব্বই) টাকার পে-অর্ডার মন্ত্রণালয়ে দাখিল করেছে। মিলটির বিক্রয় প্রক্রিয়া যথাযথ হয়নি মর্মে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী উক্ত মিলের বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণ করা হয়। এরই মধ্যে ক্রেতা কর্তৃক মিলটির বিক্রয়মূল্য বাবদ সরকারি অবশিষ্ট পাওনা এককালীন গ্রহণপূর্বক উক্ত মিলের সম্পত্তি ক্রেতার অনুকূলে রেজিস্ট্রি দলিল সম্পাদন করে দেয়ার আদেশ দানের জন্য ক্রেতা সরকারের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং-৬৬৩৩/২০১৬ দায়ের করেছে যা সরকারের বিপক্ষে রায় প্রচারিত হয় এবং রায়ের ওপর আপীল নং-০৮/১৭ দায়ের করা হয় উক্ত আপিলের রায় সরকারের বিপক্ষে প্রচারিত হয়। উক্ত রায়ের পর ক্রেতা কর্তৃক সরকারের বিরুদ্ধে কনটেম্প মামলা নং-২১৮/১৭ দায়ের করেন। সরকার/ লিকুইডেটরের পক্ষে ০৫-০৬-১৭ তারিখে রিভিউ পিটিশন নং-৩০০/১৭ দাখিল করা হয়। গত ১৩-০৮-১৭ তারিখে উক্ত রিভিউ পিটিশন নং-৩০০/১৭ মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারাপতির বেঞ্চ কর্তৃক খারিজ হয়ে যায়। অপর দিকে বিটিএমসি'র সাবেক কর্মকর্তা জনাব এস,এম আবু সাঈদ বাদী হয়ে মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং-১১৯০৭/১৭ দায়ের করা হয়। উক্ত মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক সরকারের বিরুদ্ধে আদেশ দেন যে ২০০৬ ও ২০০৮ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট উপেক্ষা করে সরাসরি রিফাত গার্মেন্টস এর নিকট মসলিন কটন মিলস লিঃ বিক্রয় ও হস্তান্তর এবং কেন মিলটি Take back করা হবে না মর্মে রুল নিশি জারি করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ্যাটর্নি জেনারেলকে উক্ত মামলা (কনটেম্প মামলা নং-২১৮/১৭, উক্ত রিভিউ পিটিশন নং-৩০০/১৭ ও মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন-১১৯০৭/১৭(রুল নিশি) আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র দ্বারা অনুরোধ করা হয়েছে। তাছাড়ও সরকারি কোটি কোটি টাকার সম্পদের কথা বিবেচনা করে ইতোমধ্যে রিভিউ পিটিশন নং-৩০০/১৭ পুনঃ উজ্জীবিত করার জন্য বিজ্ঞ সলিসিটরকে পত্র দেওয়া হয়েছে।

(৭) চিশ্‌তী টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ

চিশতী টেক্সটাইল মিলস লি: কুমিল্লা জেলার দৌলতপুরে ১৬.৪৯ একর জমিতে অবস্থিত। মিলটি মেসার্স আমর্স ফারাজ কনস্ট্রাকশন লিঃ এর আবেদন অনুযায়ী তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ও নির্দেশ মোতাবেক ৩৫(পঁয়ত্রিশ) কোটি টাকা মূল্যে বিক্রয় ও ক্রেতা কোম্পানির বরাবরে ০৭-০১-২০১৪ তারিখে হস্তান্তর করা হয়েছে। ক্রেতা প্রথমে ১৫.০০(পনের) কোটি টাকা পরবর্তীতে বিক্রয় চুক্তি মোতাবেক ১ম কিস্তি ও ২য় কিস্তি বাবদ যথাক্রমে ৪.০৫ কোটি ও ৪.০০ কোটি টাকার পে-অর্ডার মন্ত্রণালয়ে দাখিল করেছে। মিলটি বিক্রয়ের বিষয়ে প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি মিলটি বিক্রয় প্রক্রিয়া যথাযথ হয়নি বলে অভিমত প্রদান করলে আইন মন্ত্রণালয়ের আইনগত মতামত প্রার্থনা করা হয়। আইন মন্ত্রণালয় বিক্রয়ের প্রক্রিয়াটি আইন ও বিধি বর্হির্ভূত বলে অভিমত প্রদান করে। এরই মধ্যে চিশতী টেক্সটাইল মিলের বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট পাওনা গ্রহণ করে মিল ক্রেতাকে রেজিস্ট্রি করে দেয়ার জন্য ক্রেতা ফারুক ইসলাম ভূইয়া, আমস্ ফারাজ কনস্ট্রাকশন বাদী হয়ে রিট পিটিশন নং-১০৮২০/২০১৪ দায়ের করেন এবং মহামান্য আদালত প্রথমে ৬(ছয়) মাসের Status-quo আদেশ জারি করেন। উক্ত মামলা ক্রেতা কোম্পানির অনুকূলে রায় প্রচারিত হয়। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক আপীল সিএমপি নং-৭০১/১৫ এর মাধ্যমে স্থগিত করা হয়। পরবর্তীতে লিকুইডেটর কর্তৃক সিপিএলএ নং-৩৬৪/২০১৭ আপীল দায়ের করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের পক্ষে এ্যাটর্নি জেনারেল কর্তৃক মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে সিএ নং-১৮১/২০১৬ আপীল দায়ের করা হয়। যা কয়েক দফা শুনানি শেষে গত ০৩-

০৭-২০১৮ তারিখে মামলার রায় সরকারের পক্ষে আদেশ জারি হয়। ইতোমধ্যে ক্রেতা কোম্পানি উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বাদী হয়ে সিভিল রিভিশন নং-৭৪/২০১৯ দায়ের করেন। আইনানুগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বিজ্ঞ সলিসিটরকে পত্র দ্বারা অনুরোধ করা হয়েছে।

(৮) ওরিয়েন্ট টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ

এ মিলটি ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ থানাধীন মীরেরবাগ মৌজায় ৭.৪৬৫০ একর জমিতে অবস্থিত এবং ইহার মালিকানাধীন নরসিংদী জেলার পলাশ থানার কাউয়াদী মৌজায় ৭.৭৮ একর জমিসহ এ মিলের মোট জমির পরিমাণ ১৫.২৪৫০ একর। মিলের জমি সংক্রান্ত বিষয়ে ১২টি মামলা বিচারাধীন থাকায় মিলটির পূর্বের মূল্যায়নের ভিত্তিতে বিক্রির কার্যক্রম নেয়া যায়নি। বর্তমানে মিলটির স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির পুনরায় মূল্যায়ন করে টেন্ডার আহবানের বিষয়ে লিকুইডেশন সেলের বিজ্ঞ আইনজীবীর আইনগত মতামত এর প্রেক্ষিতে মিলটির স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি পুনরায় মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মিলটি সরকারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

----০০----

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়